মাসিক
nabinkantho.com

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

জুন, ২০২৫ খ্রি.

৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম কোনো সৃষ্টির অধিকার হরণ করেনি; বরং নারীসহ প্রতিটি সৃষ্টিকে দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার। নারীকে মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী-প্রতিটি পরিচয়ে দিয়েছে বিশেষ সম্মান। যেখানে নারী ছিল অবহেলিত, সেখানেই ইসলাম ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো সকল অধিকার ও মর্যাদা।

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

৪র্থ বর্ষ । ৯ম সংখ্যা । জুন, ২০২৫ খ্রি.

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধানে
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
আনিসুর রহমান আফিফি

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী,
মুহাম্মাদ সায়েম আহমদ
মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী মাসউদ আলিমী, আহনাফ,
মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন,
শামসুল আরেফিন, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

সম্পাদকীয়

অলামদলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন এবং সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিনতে শিক্ষা দিয়েছেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, যিনি নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে শ্রেষ্ঠ উচ্চতায় তুলে ধরেছেন এবং মানবজাতিকে ন্যায় ও ইনসাফের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছেন।

পূর্বের ন্যায় এবারও নবীনকণ্ঠের পাঠকমহল আমাদের যে ভালোবাসা ও সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমরা অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা যে আন্তরিকতা, দোয়া ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন, আশা করি আগামীতেও আমাদের এই পথচলায় আপনারা এভাবেই সঙ্গী হবেন।

তবে দুঃখের সাথে বলছি, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, যাচাই-বাছাই এবং পৃষ্ঠাসংখ্যার কারণে কিছু লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আপনারা দয়া করে হতাশ হবেন না। লিখে যান, ভাবতে থাকুন, নিজেকে তৈরি করুন। আপনাদের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লেখা আমাদের নবীনকণ্ঠ পরিবারের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

আমাদের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল নবীনকণ্ঠের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট হবে, যেখানে আমরা সব লেখা ও সংখ্যা সহজেই সংরক্ষণ ও ছড়িয়ে দিতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। অবশ্য ওয়েবসাইটের কাজ চলার কারণে এই সংখ্যা প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত। আশা করি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এখন থেকে নবীনকণ্ঠের প্রতিটি সংখ্যা এবং সকল লেখা আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (nabinkantho.com) পাওয়া যাবে। চাইলে সেখান থেকে সহজে ডাউনলোডও করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ এতে পাঠকদের জন্য নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং নবীনকণ্ঠের যাত্রা হবে আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত।

এই সংখ্যার মূল বিষয় - "নারীর অধিকার ও মর্যাদা"। সময়োপযোগী এই আলোচনায় আমরা দেখেছি, বর্তমানে 'নারীর অধিকার' নামের স্লোগান দিয়ে একদল মানুষ নিজের স্বার্থ হাসিল করছে, নারীকে ভোগের পণ্য বানাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যা নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা, নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বাধীনতা। নারীকে যেমন আদরের কন্যা, ভালোবাসার স্ত্রী, এবং শ্রদ্ধার মা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে, তেমনি তার সম্মান রক্ষায় কঠোর নির্দেশনাও দিয়েছে। নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেওয়ার যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে, তা আর কোনো ব্যবস্থায় নেই।

পরিশেষে, আমরা মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করছেন ও চলমান রেখেছেন। আপনারা সকলেই nabinkantho.com এ প্রকাশিত লেখাগুলো পড়বেন, শেয়ার করবেন, আপনার মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন। নবীনকণ্ঠ আপনার কণ্ঠ, আপনার ভালোবাসাই আমাদের শক্তি। ভালোবাসা ও দোয়া রইলো সবার জন্য।

সম্পাদক

ইসলামে নারীর অধিকার

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি

আল্লাহতায়ালা সব মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা। মানব জাতিকে তিনি নর ও নারী হিসেবে বিন্যাস করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নর-নারী পরস্পর সহযোগী। একজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বরং নর-নারী একে অপরের পরিপূরক। মহান প্রভু ঘোষণা করেন, 'আর ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। ' (সুরা আত তওবাহ-৭১)।

ইসলাম নর-নারী সবাইকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছে। পুরুষের মর্যাদা প্রদানের জন্য নারীর অপমান এবং নারীর সম্মানার্থে পুরুষ নির্যাতনকে ইসলাম সমর্থন করে না। নর-নারী সবার মর্যাদা স্ব-স্ব স্থানে যথাযথভাবে প্রদান করত ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করেছে। দিয়েছে নারীদের সব অধিকার সঠিকভাবে।

ইসলাম আগমনের আগে গোটা পৃথিবীতে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীরা ছিল তখন শুধু ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং সমাজের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও চরম অবহেলিত। নারী হিসেবে তাদের জন্মগ্রহণ ও বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। ওই সমাজে জীবন্ত কন্যাসন্তানকে পাথরচাপা দিয়ে হত্যা করা হতো। ইসলাম নারীদের মানুষ হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা ঘোষণা করেছে।
সামাজিক অধিকার প্রবর্তন করেছে। মহান প্রভু ঘোষণা করেছেন, 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। ' (সুরা তাকবির : ৮-৯)। ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের মোহর প্রদান করা হতো না। উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে নারীদের দেহব্যবসায় বাধ্য করা হতো। ইসলাম ওইসব বর্বর প্রথা নির্মূল করে নারীদের প্রতি ইনসাফ ও সহমর্মিতার ধারা প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'আর তোমরা তোমাদের যুবতীদের ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে না। ' (সুরা নুর-৩৩)।
সেই জাহেলি যুগে মাতা-পিতা ও স্বামীর মৃত্যু হলে তাদের সম্পদে নারীদের কোনো অংশ দেওয়া হতো না। ইসলাম মেয়েদের তার মাতা-পিতার সম্পদে, স্ত্রীকে তার স্বামীর সম্পদে, মাকে তার সন্তানের সম্পদে এবং বোনকে তার ভাইয়ের সম্পদে নির্ধারিত অংশ নিশ্চিত করে তাদের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মাতা-পিতা ও নিকটতম আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতা-পিতা ও নিকটতম আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীদের অংশ আছে, তা অল্প হোক বা বেশি হোক। ' (সুরা আন নিসা-৭)।

বিবাহের আগ পর্যন্ত মেয়েদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বাবার ওপর এবং বিবাহের পর স্ত্রীর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ইসলাম অর্পণ করেছে স্বামীর ওপর। দেনমোহর স্ত্রীর পাওনা হিসেবে ইসলাম সাব্যস্ত করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার সম্পদে ইসলাম মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় অর্ধেক অংশ প্রদান করা ধার্য করে দিয়েছে। মহান প্রভু ঘোষণা করেন, 'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের অসিয়ত করেন, এক ছেলের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। ' (সুরা আন নিসা-১১)। ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়েদের যাবতীয় খরচ তাদের অভিভাবকের ওপর। কারও দায়িত্ব গ্রহণ করা নারীদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিটি পুরুষকে তার নিজের দায়িত্ব ও স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পালন করতে হয় বোন ও আত্মীয়দের সম্পর্ক রক্ষা করার দায়িত্ব। যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ইসলাম পুরুষদের প্রদান করেছে মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ অংশ। সংসার নির্বাহ পদ্ধতি ও সামাজিকতা সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারা অনুধাবন করতে পারবে এ অংশ পুরুষদের জন্য মোটেও

বেশি নয়। বরং তা তাদের প্রাপ্য ও ইনসাফভিত্তিক অংশ, সুষম এক নীতিমালা। আজকের সমাজে অধিকাংশ মানুষ ইসলাম প্রদত্ত নারীদের এ অধিকার বাস্তবায়ন করছে না। নারীদের অধিকার এখন মুখরোচক স্লোগানে সীমাবদ্ধ। তাই ইসলাম ঘোষিত নারীদের মর্যাদা ও অধিকার বাস্তবায়নে সবাইকে একান্ত হওয়া বর্তমান সমাজের দাবি। এক যুগে মেয়েদের জন্মটাই অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হতো। বর্তমান যুগের বাস্তব চিত্রও এদিকেই বেগবান হচ্ছে। কোরআনে কারিমে উল্লেখ হয়েছে, 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক কষ্টে বিষণ্ন হয়।' (সুরা আন নাহল-৬৮)। নারী জাতি সম্পর্কে ইসলামের সুষম বিধান গোটা বিশ্বের চিন্তা-চেতনাকে বদলে দিয়েছে। রুখে দিয়েছে মা-বোনদের প্রতি অমানবিকতার দাবানল।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা।

ইসলামই নারীকে সম্মানজনক অধিকার দিয়েছে

মুফতী রহমতুল্লাহ জুবাইর

আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতির প্রজনন ক্ষেত্র বানিয়ে মাতৃত্বের সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।
ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান নারীকে যে পরিমাণ সম্মান দান করেছে এ পরিমাণ সম্মান নারীকে অন্য কোন ধর্ম দান করেনি। ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগে আরবরা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জ্যান্ত কবর দিতো। সমাজে নারীদেরকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাদের ভোগ্যপণ্যের মতো মনে করা হতো। শুধু তাই নয়, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে নারীদেরকে মীরাসও দেয়া হতো না। আধুনিক যুগেও পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে উলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে বাজারের সদাই বানিয়ে রেখেছে।
পক্ষান্তরে ইসলাম নারীদের সগৌরবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। পর্দার আবরণে আবদ্ধ করে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা থেকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানজনক পোশাক প্রদান করেছে এবং ভোগবাদী পুরুষরূপী নর পশুদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে নারীদেরকে ঘরের চেরাগ বানিয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দ্বীনদার নারীর ফযিলত:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি (নূর) ছুটোছুটি করবে। তাদের বলা হবে- আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আল হাদীদ: ১২)
উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন মহাসংকটের মুহূর্তেও শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে এমন নয়, বরং পূণ্যবতী নারীরাও সে নূরের অধিকারী হবে।
এমনিভাবে হাদীস শরীফে পূণ্যবতী নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-এ বিশ্ব ভূমন্ডল পুরোটাই উপভোগ্য সামগ্রী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হলো নেক ও পূণ্যময়ী নারী (স্ত্রী)। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৪৬৭)

নারীর উত্তরাধিকার:

ইসলাম ধর্মই সর্বপ্রথম নারীর উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করে। ইসলামের আবির্ভাবের পর মানুষ জাহেলী যুগের সকল অন্যায় অবিচার শোষণ আর বঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নারী জাতির উত্তরাধিকারসহ মানবিক সকল অধিকার। উহুদ যুদ্ধের পর সাহাবী হযরত সাদ ইবনে রবী রাদি. এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা দুজন সাদ বিন রবীর কন্যা। সাদ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আর তাদের চাচা তাদের সব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। তাদের জন্য কোন কিছুই রাখেনি। অথচ সম্পদ ছাড়া তাদের বিবাহ সম্ভব নয়। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবেন। অতঃপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন, "সা"দের উভয় মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ এবং মাকে অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। তারপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে তোমার। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং-২২২২)
মানব ইতিহাসে নারীর উত্তরাধিকার লাভের এটাই প্রথম নজির। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে ইসলামের এই অসামান্য অভূতপূর্ব অবদানের কথা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
এমনিভাবে কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুইয়ের অধিক, তবে

তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে ব্যাক্তি মারা গেল এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। (সূরা নিসা-১১)
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত অংশে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। এই অংশ নির্ধারিত। (সূরা নিসা-৭)
সুতরাং নারীরা কখনো মূল সম্পত্তির অর্ধেক পাবে বা দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ পাবে বা এক চতুর্থাংশ। অথবা অবস্থাভেদে এক ষষ্ঠাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ। মোটকথা, নারীরা নিকটাত্মীয় ও দূরবর্তী বা কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে তাদের সম্পত্তি বাড়বে কমবে। তবে তারা বাবা-মা স্বামী ও সন্তানের সম্পত্তি থেকে কখনোই বঞ্চিত হয় না।

নারী শিক্ষার অধিকার :
একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার, সুশীল সমাজ ও আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তো বলা হয় "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড"। নারী জাতির মুক্তির দিশারী জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য নারী পুরুষের মাঝে পার্থক্য করেননি। ইরশাদ করেন, ইলম(ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান(নারী-পুরুষ) এর উপর ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২৪)
অনূরূপভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর। (সূরা তাহরীম-৬)
একথা বলাই বাহুল্য যে, আগুন থেকে বাঁচাতে হলে স্ত্রী সন্তান-সন্তুতি নারী-পুরুষ সকলকে ফরজ কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে হবে। যুক্তির আলোকেও প্রমাণিত যে, দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে ঈমান-আকিদা, আমল-আখলাক ,সামাজিকতা ও লেনদেন শুদ্ধ হয়। কাজেই নারীদের এসব বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করার বিকল্প নেই। তবে আধুনিক শিক্ষার নামে এবং নারী উন্নয়ন বা নারী মুক্তির স্লোগান দিয়ে পরপুরুষের সাথে একাকার হয়ে পর্দার বিধানকে লংঘন করে সমাজে যা হচ্ছে, তা শরীয়ত সমর্থিত নয়। বরং তা অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং নারীদের জন্য অসম্মানজনক। পক্ষান্তরে পর্দার ভিতরে থেকে যদি প্রয়োজন মাফিক হিসাব বিদ্যা ও নারী সংক্রান্ত চিকিৎসা বিদ্যা অথবা কামাই রোজগারের জন্য হস্তশিল্প ও গৃহস্থলীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করে, তবে তা দোষণীয় হবে না।

নারীর অর্থনৈতিক ও স্বত্বাধিকার:
ইসলাম নারীকে মালিকানা অধিকার দিয়েছে। নারী জমি-জমা, ধন-সম্পদ, মিল-কারখানা, স্বর্ণ-রূপা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বাড়ি গাড়ির মালিক হতে পারে এবং বৈধ পন্থায় ক্রয় বিক্রয় দান সদকাসহ সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারে। বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে দেনমোহর স্বরূপ অথবা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে ক্যাশ টাকা বা অন্য কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পদ হস্তগত হলে নারী নিজেই এর মালিক হবে।
নবীজির যুগেও দান সদকার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে অনেক নারী নিজেদের অর্থ অলংকার দান সদকা করেছেন বলে একাধিক নজির পাওয়া যায়, যা তাদের অর্থনৈতিক এবং স্বত্বাধিকারের প্রমাণ বহন করে।
এছাড়াও নারীর মানবাধিকার, ধর্মীয় অধিকার, বৈবাহিক অধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সহ মানবিক সকল অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে ন্যায্যতা নিশ্চিত করেছেন। কোথাও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি। বরং সম্মানজনক ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছেন। এটাই ইসলামের সৌন্দর্যতা ও সার্বজনীনতা।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক, শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা

পশ্চিমা নারীবাদ বনাম ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

সাব্বির হুসাইন

১. ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে প্যারিসের সাঁত-জ্যান ডি লুজ পার্কে। এক তরুণী—বাঁ কানে ছোট্ট আংটি, লাল ঠোঁটে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস যায় দ্রুত পদক্ষেপে। তার চোখে বহুবর্ণ স্বপ্ন, তার কানে সিমোন দ্য বুভোয়ার-এর কণ্ঠ, On ne naît pas femme, on le devient.” হাজার মাইল দূরে, মরুর নীরব রাতে রিয়াদের উপকণ্ঠে আরেক তরুণী উঠে দাঁড়ায় ফজরের আজানে। স্যাটিনের হিজাব কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে; উজ্জ্বল চোখে সে খুঁজে পায় কোনো অদেখা শান্তি, কুরআনের পৃষ্ঠায় লুকোনো নিজস্ব পরিচয়। দুটি নারীর পথ দুই প্রান্তের, কিন্তু দুই দৃষ্টি একই প্রশ্নে যুক্ত—‘আমি কে, আমি কাদের জন্য, আমার সত্যিকারের মর্যাদা কোথায়?’

২. পশ্চিমা নারীবাদের উত্থানড়মিশ্র সিম্ফনি মেরি ওল্স্টোনক্রাফ্টের পেন থেকে Vindication-এর কালিমা গড়িয়ে যখন ১৮শ শতকে সাদা কাগজ ভিজিয়েছিল, সে এক স্রোতই বয়ে নিয়ে এলো-ভোটাধিকার, শরীরের অধিকার, শ্রমের অধিকার। এই আন্দোলনের বুকের ইস্পাত ছিল অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ঃ Equal pay, equal say. শিল্পবিপ্লবের ধোঁয়া যখন লন্ডনের আকাশ ঢেকে দিচ্ছে, তখন একদল সাফ্‌ফ্রাজেট শৃঙ্খল ভাঙতে ভাঙতে ছেঁড়া কণ্ঠে চিৎকার করেঃ We are not decorations for your parlours!” সে চিৎকার আজও প্রতিধ্বনি তোলে-হলিউডের গোলাপি কার্পেটে, ম্যানহাটানের সিলুয়েটে, হাই-ফ্যাশন ম্যাগাজিনের চকচকে মলাটে।
কিন্তু স্বাধীনতার রাত্রিপর্ব শেষ হলেই ভোর আসে জবাবদিহির। স্বাধিকার পেয়েও বিশ লক্ষ নারী কেন আজও দারিদ্র্যসীমায়? ‘গাসসিলিং’ ভেঙে CEO হওয়া যে-কটি মুখ, বাকি কোটিগুলো আজও লিফটে আটকে আছে কেন? আর সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে বিষাদময় প্রশ্ন-যে নারীবাদ শরীরকে My body, my choice-এর ঝলমলে স্লোগানে উন্মুক্ত করল, সে কি সত্যিই নারীর শরীরকে পণ্যমুক্ত করতে পেরেছে, নাকি বিজ্ঞাপন-বোর্ডের আলোতে আরও উলঙ্গ করে তুলেছে?

৩. ইসলামি ধারণা এসে দাঁড়ায় এ ছবির অন্যপাশে–
একদল মানুষ ভাবে, এ শুধু পর্দা আর নিষেধের গল্প। কিন্তু মূলে আছে এক নীরব নীতিঃ দায়িত্বের নান্দনিক ভারসাম্য। খোদায়ি দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ-কোনোটিই শ্রেষ্ঠ নয়, দুজনেই অসম্পূর্ণ যদি বিরুদ্ধ রূপে দাঁড়ায়; পরিপূর্ণ যদি পরিপূরক হয়।
কুরআনের ছায়ায় সেই তরুণী জানে, তার উপার্জন হলে সে-ই মালিক, তার উত্তরাধিকারে স্বাক্ষরিত নাম কেবল তার। কিন্তু একই সাথে সে জানে, দায়িত্বের মানচিত্র–ঘর ও পরিবার–এসবও তার গৌরব, তার কারাগার নয়। তার পর্দা কখনো হাওয়ার মতো হালকা, কখনো ঢাল-বর্মের মতো শক্ত আলোড়ন তোলে অন্যের চোখে, কিন্তু তার ভেতর বয়ে আনে প্রশান্ত কুদসিয়া। সংস্কৃতির অপপ্রয়োগ তাকে বাঁধতে চাইলে দোষ ইসলামে নয়; দোষ সেই মানুষে, যারা ধর্মের ভেতর ছুরি লুকিয়ে নারী-মানবকে উপেক্ষা করে।

৪. দু-পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় এক প্রশ্ন—স্বাধীনতা কি শুধু বাধাহীনতা? নাকি স্বাধীনতার সার্থক মানে—‘আমি নিজেই স্থির করব আমি কোথায় থামব।’ পশ্চিমা নারীবাদ বলে, ‘সংসার নিছক চুক্তি; মাতৃত্ব একটা অপশনাল বায়োলজিক্যাল ফিচার।’ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বলে, ‘সংসার ইহকাল-পরকালের সাঁকো; মাতৃত্ব সৃষ্টির সহায়ক সৌন্দর্য।’ পশ্চিমা ভাষ্য জিজ্ঞাসা করে, ‘আমি পুরুষের সমান, কেন আলাদা বিধান?’

ইসলামি ভাষ্য উত্তর দেয়, 'সমান মর্যাদা মানে আক্ষরিক অনুরূপ নয়; দায়িত্ব ও শক্তির নিষ্কণ্টক সমমর্যাদা।' এখানে এসে দ্বন্দ্ব যেন ফিলোসফির বদলে হৃদয়ের—একজন চায় সমতা রীতিবদ্ধ প্রেমহীনতার দীর্ঘ দালানে; আরেকজন চায় কর্তব্যঘেরা মরূদ্যান, যেখানে সীমা আছে, কিন্তু সীমার ভেতরই ফোটে নির্ভার গোলাপ।

৫. ইতিহাসের গ্যালারিতে টাঙানো কয়েকটা জলজ্যান্ত ক্যানভাস খুঁজে দেখি-**ক্যানভাস এক:** নিউ ইয়র্কের মিড-টাউন। চার্চ-স্ট্রিটের বাঁকে চাকরি থেকে ফিরছে ক্যারলিন। চার-বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট, পোষা কুকুর, পাঁচ অঙ্কের বেতন-সবই তার।

তবু রাতে অ্যাংজাইটি মেডিটেশনের অ্যাপে মেঘের শব্দ চালু রেখে সে ঘুমাতে যায়। স্বাধীন সাইকেলটা কনক্রিটে ছুটছে, কিন্তু অন্তর কোথাও শূন্য রিং বাজায়-'আমার জন্য কে অপেক্ষা করে?'

ক্যানভাস দুই: লাহোরের পুরোনো গলি। সুবহে-সাদিকের আলোয় রান্নাঘর জ্বলে ওঠে। মাহিনার ছিমছাম সংসার। স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দুই কন্যা, নিজে অনলাইন-কারিগরি কোর্স পড়িয়ে আয় করে। দিনশেষে যখন সে ফাতেহা পড়ে বাবার কবরের দিকে তাকায়, তার প্রশান্ত হৃদয় জিজ্ঞেস করে না 'আমি আরও কী হতে পারতাম?' বরং বলে, 'আমি যে হয়েছি, তাতেই কি পূর্ণতা নেই?' সরল সে প্রশ্ন, গভীর সে উচ্চারণ।

৬. তবে কি পশ্চিমার স্বাধীনতা পুরোপুরি ভ্রান্ত, আর ইসলামের সীমারেখা নিশ্চিত মুক্তি? না-পৃথিবী এত সরল নয়। পশ্চিমার নারীবাদ আমাদের শিখিয়েছে—নারীকে বোবা রেখে, ঘরের ভেতর অশ্রু চাপা দিয়ে দুনিয়া বদলায় না। ইসলামি সমাজও তাই আধুনিক শিক্ষায় নারীকে এগোতে দেয়; মহিলারা চিকিৎসাবিদ্যা থেকে মহাকাশ-গবেষণা সবখানেই উঠছে—হিজাব ছাড়াই নয়, হিজাব নিয়েই।

দু-পথের স্বরকে মিশিয়ে যদি প্রশ্ন করি-'কীভাবে নারীর সম্মান রক্ষা করব, আবার তার কণ্ঠরুদ্ধও করব না?' উত্তরটা হয়তো এতদিন মাঠে নয়, বইয়ের পাতায় ছিল; এখন দরকার ভেতর-নির্মাণের, মসজিদের খুতবা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারে সমান্তরাল চুক্তির।

৭. তাই আসুন এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করি-সেই দুই তরুণী, প্যারিসের ক্যাফে থেকে আর রিয়াদের ছাদ থেকে, ভিডিও-কলে যুক্ত হয়েছে। ওরা কেউ কারও ধর্ম বদলাবে না, কিন্তু একে-অপরকে শুনবে। পশ্চিমা তরুণী বলবে- 'তোমার পর্দা সুন্দর, কিন্তু তুমি কি তা স্বেচ্ছায় পর? সমাজ কি তোমাকে বিকল্প দিয়েছিল?'

আর মরুর তরুণী জবাব দেবে- 'তোমার শরীর স্বাধীন, কিন্তু সেই স্বাধীনতা কি সত্যিই তোমার? নাকি ফ্যাশন-বাজারের লগারিদম তোমার পছন্দ লিখে দেয়?'

এই প্রশ্ন-উত্তরের গর্জনে ইংরেজি-আরবি-ফরাসি-বাংলা সব ভাষা মিলেমিশে উঠবে; মানদণ্ড একটাই-সততা। কেননা নারীর আসল মুক্তি শুরু হয় নিজের সাথে সৎ হওয়া থেকে—আপন অন্তর যদি বলে 'এ সবই পর মানুষে-বিক্রি' তবে তা সত্য। আবার অন্তর যদি বলে 'এতে আমার প্রকৃত নিরাপত্তা' তবু তা সত্য।

৮. বাংলা আকাশের নিচে, আমরাও তো দাঁড়িয়ে আছি দ্বিধার মোহনায়। দৈনিকে লেখা কলামে কেউ কেউ নারীবাদের আক্রমণশীল দিক তুলে ধরে; আবার কেউ ইসলামের বিধিনিষেধকে পাঠান-'মধ্যযুগীয় শেকল'। কিন্তু বাস্তবের মাটি ভিজে আছে দুই ধারার অশ্রুতে—কখনো শিল্পাঞ্চলে বস্তিতে পুড়ে মরছে গার্মেন্টস-কর্মী নারী, আবার বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ের ওপার থেকে ডুবে আসে খবর—কম বয়সি স্ত্রী পিতৃতন্ত্রের হাতে সহিংসতায় নিঃশেষ। এই বেদনাতেই জেগে ওঠার ডাক—নারীবাদ হোক কিংবা ইসলাম-কোনটিই যেন নারীকে শুধু স্লোগান-বাণিজ্যের আসনে বসিয়ে না রাখে, বরং সে যেন রাস্তাঘাটে নিরাপদ হয়, মজুরিতে ন্যায্য হয়, উত্তরাধিকার পায়, শিক্ষায় বাধাহীন হয়।

৯. শেষ অধ্যায়ে এসে প্রশ্ন করি আপনাকে, আমাকে 'আমরা কী চাই?' যদি বলি- 'অসংকোচ স্বাধীনতা,' তবে জানতে হবে স্বাধীনতার দায় কাঁধে নেব কি? যদি বলি- 'নিরাপত্তা ও মর্যাদার সীমা,' তবে স্বীকার করতে হবে

সীমার ভেতরে দম আটকে এলে সে সীমা ভাঙারও অধিকার আছে কি? পশ্চিমা নারীবাদ আমাদের শিখিয়েছে শব্দে শব্দে প্রতিবাদ জাগাতে, ইসলাম শেখায়-শ্রদ্ধার প্রকৃতি ধারণ করলে প্রতিবাদও হয় মহিমাময়। দুয়ের কোনো একটিকে পূর্ণাঙ্গ বলে বেছে নিলে ছবির অর্ধেক অংশ অন্ধকারে ডুবে যায়। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়তে প্রয়োজন-স্বাধীনতার সত্য, সীমার সৌন্দর্য, দায়িত্বের আঘ্রাণ, মর্যাদার সুবাস- আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—নারীর মুখে তার নিজের ভাষা, যাতে সে বলতে পারে—'এই রাস্তায় আমি হাঁটব, এই রাস্তায় নয়; এই পোশাকে আমি স্বস্তি পাই, এই পোশাকে নয়; এই শ্রুতিতে আমি স্বীকৃত, এই চিৎকারে নয়।' পশ্চিমা নারীবাদ আর ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি-দুটি আলাদা সিম্ফনি, কিন্তু মানবতার মহাসঙ্গীতে টনিক-নোট শুধু একটাই-সম্মান। সম্মান যদি নিছক আইনি পাতায় থাকে, তবে তা মরুতে বৃষ্টির মতো খরস্রোতা হলেও শুকিয়ে যায়। সম্মান যদি শুধু ধর্মীয় সিলমোহরে থাকে, কিন্তু বাস্তবে না-প্রয়োগ হয়, তবে তা গহিন বনের বৃক্ষ হয়, নীড়হীন।

আমাদের কাজ- আইনের ধার থেকে, বিশ্বাসের মূল থেকে, আদর-অপমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে- একটা বাস্তব সেতু তৈরি করা, যেখানে নারী পায় নিজের উচ্চারণ, নিজের পরিসর, নিজের আলোকিত অস্তিত্ব। তখন হয়তো প্যারিসের ভেজা দুপুর আর রিয়াদের শুকনো ভোর একই সুরে বলবে—'আমরা দুই নারী, দুই আকাশের নিচে, তবু একই সম্ভ্রমে ঘেরা। কেউ আমাদের ভাঙতে পারবে না, কেবল আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কোন বাগানে আমরা স্বাধীনতা ফলাব, কোন সীমায় আমরা শান্তির গন্ধ খুঁজব।'

শিক্ষক: মাদিনাতুল উলুম মাওলানাবাদ মাদরাসা। কালাস্ট্যান্ড, সদর ঝিনাইদহ।

নারীর মর্যাদা ইসলামের আলোকে এক দীপ্ত দিগন্ত

মো. নাজমুছছাকিব

প্রত্যুষের সূর্য যেমন নিঃশব্দে আলো ফেলে ধরিত্রীর বুকে, তেমনই নারীর অস্তিত্ব যুগে যুগে ছড়িয়েছে এক অন্তরাত্মার দীপ্তি-স্নিগ্ধ, সংযত, অথচ অপরিহার্য। তিনি কখনো মাতৃত্বের কোমলতা হয়ে জীবনের বীজ বপন করেছেন, কখনো বিদ্যার দীপ্ত আলো হয়ে জ্ঞানভুবনকে আলোকিত করেছেন, আবার কখনো হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদী বজ্রকণ্ঠ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণ।

তবু ইতিহাসের অনেক পথ ছিল আঁধারে ঢাকা। ইসলামের আবির্ভাব-পূর্ব আরব সমাজে নারী ছিল অবজ্ঞার প্রতিমূর্তি। তার জন্ম ছিল বেদনার, অস্তিত্ব ছিল অবহেলার, আর জীবনের প্রতিটি পর্বে ছিল শৃঙ্খলের ছায়া। কন্যা শিশুর মুখ দেখে পিতার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যেত, হৃদয় গ্রাস করত লজ্জা; জীবন্ত কবর ছিল তখন তার নিয়তি। নারী ছিল ভোগ্য বস্তু, উত্তরাধিকার ছিল তার জন্য নিষিদ্ধ, আর সম্মান ছিল কল্পনাতীত।

এই অনাচারের রাত দীর্ঘ ছিল, কিন্তু চিরন্তন ছিল না। আসমানের দিগন্ত চিরে যখন ভেসে এলো প্রথম ওহি-'ইকরা'-পড়ো, তখন শুরু হলো এক মহাবিপ্লব। কেবল পুরুষ নয়, নারীও আহ্বান পেল জ্ঞানের, আত্মোন্নয়নের,মর্যাদার পথে। ইসলাম নারীর অস্তিত্বকে শুধু স্বীকৃতি দেয়নি, বরং ঘোষণা করেছে-তিনি এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ, মর্যাদায় সমান, অধিকার ও দায়িত্বে ভারসাম্যপূর্ণ।

ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে করুণা বা অনুকম্পা হিসেবে দেয়নি। এটি ছিল এক অভ্যুদয়-এক বৈপ্লবিক স্বীকৃতি, যা তাকে দিয়েছে উত্তরাধিকার, উপার্জন, শিক্ষা ও মতপ্রকাশের অধিকার। আজকের পৃথিবীতে যে অধিকার আদায়ের জন্য শত শত আন্দোলন, আইন ও স্লোগান উচ্চারিত হয়, ইসলামের নবুওতের ১৪ শতক আগেই তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রাসুলুল্লাহ সা.; শুধু কথায় নয়, বাস্তবতায়। নারী যদি পর্দায় থাকে, তা নিপীড়নের চিহ্ন নয়; বরং তা আত্মমর্যাদার প্রতীক, আত্মরক্ষার দৃঢ় দেওয়াল। তার দাম্পত্যজীবনে দায়িত্ববোধ কেবল কর্তব্য নয়, বরং প্রেম, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ঐক্যবদ্ধ রূপ।

ইসলাম নারীকে দেখেছে হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে, তাকে গড়েছে আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি হিসেবে। সে কেবল কারও স্ত্রী, কন্যা বা মা নয়-সে একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মা, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রহমতের প্রতিফলন।

এই ধর্ম নারীর মুখে ভাষা দিয়েছে-যে ভাষায় সে প্রশ্ন করতে পারে, যুক্তি দিতে পারে, জ্ঞান বিতরণ করতে পারে। তার চাহনি যেন সাহসের শিখা, তার চিন্তা যেন এক মুক্ত স্বরের প্রতিধ্বনি। ইসলাম নারীকে দিয়েছে পবিত্রতা, সম্মান ও নিরাপত্তার এমন এক পরিধি, যা কালের অতল গহ্বরেও অক্ষুণ্ণ থাকে।

ইতিহাসের বুক থেকে আজ অবধি যারা নারীকে অবজ্ঞা করেছে, তারা বিলীন হয়েছে-ধ্বংস হয়েছে আত্মম্ভরিতায়। কিন্তু ইসলাম, যে ধর্ম নারীকে দিয়েছে স্বতন্ত্রতা ও সমান মর্যাদা, তা আজও এক অমলিন দীপ্তি হয়ে জ্বলছে কোটি কোটি নারীর জীবনে। আজ প্রয়োজন সেই দৃষ্টিভঙ্গির, যা ধর্মের শিকড়ে ফিরে গিয়ে নারীকে সম্মান করে সত্যের আলোয়। প্রয়োজন সেই উপলব্ধির, যা নারীকে বুঝতে শেখায়-তার সৃষ্টি কোনো অনুগ্রহ নয়, কোনো বোঝা নয়-বরং সে আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ এক মহিমাময়, সম্মানিত সত্তা।

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবারী, ঢাকা ।

একটি সুন্দর জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা

শারমিন নাহার ঝর্ণা

নারীকে উপেক্ষা করে শুধু পুরুষের সেবা ও কর্মে একটি জাতি আত্মবলে বলীয়ান হতে পারে না। জাতীয় জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তাদের বাদ দিয়ে কোনো জাতির পক্ষেই উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে তাদের মেধা, কর্মদক্ষতা ও উদ্যমশীল মনোভাবের সুযোগ প্রদান করা আবশ্যক। সমাজ জীবনের সচ্ছলতা, জ্ঞান, কর্মপ্রাণ চাঞ্চল্যের জন্ম না হলে সে জাতি অচল। আমাদের দেশে নারীরা সমাজ গঠনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলে সমাজ সুনিশ্চিত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। শিক্ষা, বিস্তার ও সন্তানের মানসিক উন্নতি সাধনে একজন নারীরই অবদান বেশি।

নারীরা শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাকেঠিকমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নারীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শুধু বৈষয়িক শিক্ষাই নয়, শিশুর চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতি অপরিহার্য। মা যদি সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করেন, তবে সে সন্তান মনুষত্ববোধে দীপ্ত হবে, শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল হবে। ফলে এমন সন্তানের আত্মপ্রকাশের ভেতর দিয়ে একটি সমাজ ও উজ্জ্বল জাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠা সম্ভবপর। একজন নারী যদি একটি সন্তানকে সুস্থ, শিক্ষিত ও চরিত্রবান মানুষের মতো গড়ে তুলতে পারে, তবেই একটি জাতি সুগঠিত হবে।

সুখী সমৃদ্ধময় জাতি গড়ে তুলতে হলে নারীর সাহায্য সহযোগিতা একান্ত অবশ্যক। তারা সেবা দিয়ে স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলতে পারে এক কল্যাণকর রাষ্ট্র। আমাদের দেশের এখনো অনেক লোক নিরক্ষর। আমাদের দেশে এখনো শিক্ষিত নারীর সংখ্যা কম। অশিক্ষিত নারীসমাজ দেশের উন্নতি ও সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে অক্ষম। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারলে সমাজের উন্নতি সাধনে তারা বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমাদের করণীয় নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। একজন নারী সুন্দর সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইতিহাস সাক্ষী দেয় নারী ও পুরুষের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই মানব সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একটি সমাজের উন্নতি বর্তমান বিশ্ব নারীসমাজের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। পৃথিবীতে যত লোক আছে, তার মধ্যে অর্ধেক নারী, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে। পাশাপাশি তারা সংসারও সামলাচ্ছে। বিধাতার ইচ্ছার প্রতিফলন আদম আ. আর হাওয়া আ., সেই আদি মানব-মানবী মাটির ধরণিতে আসেন, এখানে এসে তারা গড়ে তোলেন সুখের নীড়, সমাজের উদ্ভব তখন থেকেই। সে সমাজ গঠনে আদম আ. ও হওয়া আ. উভয়ের সমান অবদান ছিল এবং সেই থেকে নারী পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের সমাজ জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। তাইতো কবির চরণের সাথে সুর মিলিয়ে বলি;

'কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।'

একটি সুন্দর জাতি গঠনে নারীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানী নেপোলিয়ন বলেছেন, আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।

আমাদের দেশের নারীরা এখন অনেকাংশে এগিয়ে গেছে, সংসারের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন চাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকেন। এতে করে আমাদের সমাজে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন নারী উদ্যোক্তা আরও কয়েকজন নারীর কর্মসংস্থান তৈরি করে দিচ্ছেন, এতে করে সমাজে অনেকাংশে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

একজন শিক্ষিত নারী তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুললে প্রতিটি ঘরে ঘরে যদি সুশিক্ষায় সন্তানরা বেড়ে ওঠে, তাহলে আমরা সুনিশ্চিত ভবিষ্যতে একটি সুন্দর জাতি উপহার পাব। সেই ক্ষেত্রে আমাদের নারীদেরকে আগে সুশিক্ষায় নিজেরদের গড়ে তুলতে হবে। পক্ষান্তরে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের নারী কিন্তু একজন বিকৃত মস্তিষ্কের সন্তান উপহার দেবে, সেক্ষেত্রে আমরা একটি সুন্দর জাতি গঠন করতে পারব না, সুতরাং আমাদের নারীদের সব সময় সুন্দর মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনা নিয়ে নিজেকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একজন সুন্দর চরিত্রের নারী, একটি সুন্দর চরিত্রের সন্তান উপহার দিতে পারে। আর তখনই আমরা একটি সুন্দর চরিত্রের জাতি গঠন করতে পারব।

আমাদের নারীদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের চরিত্র, মন পবিত্র রাখা। একজন নারী সুন্দর পরিবার গঠনে ও একটি সুন্দর সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একটি উত্তম চরিত্রের নারী গঠনেও পুরুষদের ভূমিকা অপরিসীম, নারীরা সব সময় কোমল হৃদয়ের হয়, তাদেরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দিলে তারা সমাজে সুগন্ধি পুষ্পের মতো সুঘ্রাণ ছড়াবে।
সুতরাং একজন নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীরা মায়ের জাতি, নারীদেরকে সম্মান ও ভালোবাসা দিলে আমরা একটি সুন্দর জাতি গঠন করতে পারব, ইনশাআল্লাহ। বীজ ভালো হলে চারা ভালো হয়, একজন নারী যদি আমাদেরকে সুশিক্ষিত চরিত্রবান সন্তান উপহার দেয়, তবেই আমরা একটি সুন্দর জাতি আশা করতে পারি,
আর সেটা গঠন করতে একজন চরিত্রবান পুরুষ অনুপ্রেরণা হয়ে নারীর পাশে দাঁড়ালে আমরা সুন্দর সমাজ ও সুন্দর দেশ গঠন করতে পারব।

উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, গেন্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪

স্বাধীনতার মোহ না মর্যাদার আলো-

নারীর সত্যিকারের পথ কোনটি?”

কারিমা রিনথী

বর্তমান বিশ্বে 'নারীর অধিকার' এক আলোচিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। বিশেষত পশ্চিমা নারীবাদ ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই বিষয়ে রয়েছে একটি মৌলিক পার্থক্য- দর্শনে, উদ্দেশ্যে, এবং প্রয়োগে। একদিকে পশ্চিমা নারীবাদ 'স্বাধীনতা'কে নারীর চূড়ান্ত মুক্তির পথ হিসেবে দেখায়, অন্যদিকে ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে নির্ধারণ করে সৃষ্টি-তত্ত্ব ও দায়িত্ববোধের আলোকে। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব, কীভাবে এই দুটি ভাবধারা নারীর অবস্থান ও স্বাধীনতাকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে এবং কেন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিই নারীর প্রকৃত মর্যাদার ধারক ও বাহক।

পশ্চিমা নারীবাদের উৎপত্তি, মূল দর্শন ও উদ্দেশ্যঃ

পশ্চিমা নারীবাদের মূল ভিত্তি হলো "স্বাধীনতা" এবং "নিজস্বতা"। এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় মূলত ১৯শ ও ২০শ শতকে। সেই সময় পশ্চিমা সমাজে নারী ছিল পুরুষের ছায়া, ভোটাধিকার ছিল না, শিক্ষার অধিকার ছিল সীমিত, আর কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ছিল বিরল। নারীবাদী আন্দোলন সেই অন্যায় ব্যবস্থা ভাঙার প্রয়াস হিসেবে জন্ম নেয়-যা এক অর্থে ছিল সময়োপযোগী প্রতিবাদ।
তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন তার দিক হারাতে শুরু করে। নারীবাদ এখন আর কেবল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে এক সামাজিক মতবাদ, যা পুরুষবিরোধিতা, পরিবারবিরোধিতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ধারা বহন করে। তারা নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়, বলে-"নারীকে পুরুষের মতো হতে হবে", কিংবা “নারীর স্বাধীনতা মানেই সকল সামাজিক কাঠামো ও কর্তৃত্ব ভেঙে দেওয়া।” তৃতীয় তরঙ্গে এসে এটি হয়ে দাঁড়ায়-"আমার দেহ, আমার ইচ্ছা"-এমন চেতনার প্রতিচ্ছবি। ফলত, তারা নারীর প্রকৃত পরিচয়কেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারঃ

ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে মানবতার সূচনালগ্নেই। কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ
“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী
থেকে...” [সুরা হুজুরাত, (৪৯:১৩)]
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কোনো দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ নয়, বরং পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলামে নারীর প্রথম পরিচয় সে একজন আব্দুল্লাহ-আল্লাহর বান্দা, যার উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা। নবি মুহাম্মাদ (সা.) সেই সমাজে নারীকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন, যেখানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি দুই কন্যাসন্তানকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসাথে থাকব-এই দুই আঙুলের মতো (অর্থাৎ খুব কাছাকাছি)।” [সহিহ মুসলিমঃ ২৬৩১ / সহিহ বুখারিঃ ৫৯৯৫]
নারীকে ইসলাম দিয়েছে শিক্ষা লাভের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, নিজস্ব মতামত পেশের স্বাধীনতা, এমনকি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

পরিবার ও মাতৃত্বঃ

ইসলাম নারীর সবচেয়ে গৌরবময় পরিচয়কে করে তোলে মা হিসেবে। নবি (সা.) বলেন: "তোমার সদ্ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হকদার'তোমার মা' (তিন বার)।"[সহিহ বুখারি: ৫৯৭১ / সহিহ মুসলিম: ২৫৪৮]

অন্যদিকে, পশ্চিমা নারীবাদ পরিবারকে এক "বন্ধন" হিসেবে দেখে। তারা বলে, "মাতৃত্ব মানে আত্মত্যাগ"-যা তাদের কাছে একধরনের 'বাধা'। তাই পশ্চিমা সমাজে এখন একক মাতৃত্ব, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, গর্ভপাত-এসব "স্বাধীনতা"র নামেই বেড়ে চলছে। অথচ এসবই এক সমাজের ভিত দুর্বল করে দেয়।

পশ্চিমা নারীবাদ বনাম ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

পশ্চিমা নারীবাদ যেখানে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখায়, ইসলাম সেখানে নারীর মর্যাদা ও ভারসাম্যপূর্ণ দায়িত্বকে সামনে রাখে। পশ্চিমা সমাজে একজন নারীকে "উদার" হতে বলা হয়, যা প্রায়শই তার কাপড়ের দৈর্ঘ্য দিয়ে মাপা হয়। অথচ ইসলাম নারীকে হায়া ও সতীত্বের আড়ালে সম্মানের ঢাল দেয়। আল্লাহ বলেন:

"হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের উপর চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে দেয়..." [সুরা আহযাব, (৩৩:৫৯)]

পশ্চিমা নারীবাদ নারীর দেহকে বাজারজাত করেছে, তথাকথিত "স্বাধীনতা"র নামে নারীর দেহ হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপনের পণ্য, চলচ্চিত্রের উপকরণ। অথচ ইসলাম নারীর দেহ ও সম্মানকে রক্ষা করে তার হিজাব, পর্দা ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার মাধ্যমে।

সমস্যার মূল:

পশ্চিমা নারীবাদ নারীকে মুক্তি দিতে গিয়ে একপ্রকার নতুন দাসত্বে নিক্ষেপ করেছে-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, মিডিয়ার প্রলোভন, একাকিত্বের বিষণ্ণতা, পারিবারিক ভাঙন এবং যৌনতার পণ্যিকরণ। অথচ ইসলাম নারীকে গৃহে বন্দি করেনি, দিয়েছে মর্যাদা ও রক্ষা।

নবিজি (সা.)-এর ওসিয়ত:

হজ্বের বিদায়ি ভাষণে নবিজি বলেছিলেন:

"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো... তারা তোমাদের স্ত্রী, তাদের অধিকার আছে তোমাদের উপর, যেমন তোমাদেরও আছে তাদের উপর।" (মুসলিম) তিনি নারীদের দিয়েছেন "মা"-এর মর্যাদা, যার পায়ের নিচে জান্নাত। তিনি মেয়ের জন্মকে করুণ নয়, বরং বরকতের নিদর্শন বলেছেন। তিনি নারীর প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের নিদর্শন বলেছেন।

কেন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিই ভবিষ্যতের আলো?:

পশ্চিমা নারীবাদ নারীকে যত না মর্যাদা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়েছে একধরণের বিভ্রান্তি ও দ্বিধা। স্বাধীনতা অর্জনের নামে তারা হারিয়েছে পারিবারিক বন্ধন, নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান। ইসলাম নারীকে দেয় ভারসাম্যপূর্ণ পরিচয়-একজন মুমিন, একজন কন্যা, একজন স্ত্রী, একজন মা-যার প্রত্যেক পরিচয়ে রয়েছে মর্যাদা ও দায়িত্ব। ইসলামে নারীকে বলা হয়নি "পুরুষের মতো হও", বরং বলা হয়েছে, "তুমি নারী, এবং তোমার এই পরিচয়েই রয়েছে তোমার গৌরব।"

পশ্চিমা নারীবাদ ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি- এই দুটি পথ দুই বিপরীত গন্তব্যে নিয়ে যায়। একটি নিয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক "স্বাধীনতা"র মোহ, আর অন্যটি আল্লাহর বিধানে পরিপূর্ণ "মর্যাদার জীবন"।

আজ মুসলিম নারীর সামনে সবচেয়ে জরুরি দায়িত্ব হচ্ছে: নিজেকে চিনে নেওয়া, ইসলামের চোখে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করা এবং আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে চলা। কুরআন আমাদের সেই পথে আহ্বান জানায়-

যেখানে নারী কেবল স্বাধীনই নয়, সম্মানিত। নারী যখন ইসলামের আলোকে নিজের পরিচয় খুঁজে পায়, তখন সে হয় আয়েশার মতো প্রজ্ঞাবান, খাদিজার মতো সফল, ফাতিমার মতো পরিচ্ছন্ন, মারিয়ামের মতো পবিত্র। এটাই প্রকৃত নারীবাদ-যা আত্মমর্যাদায় ভরা, আল্লাহভীতিতে।

শিক্ষার্থী: সরকারি আদমজীনগর মার্চেন্ট ওয়ার্কার (এম ডবিউ) কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

আল-আমীন বিন জমির

'যার গর্ভে কুরআনের আলো জ্বলে, সে কেবল একজন মা নয়, সে এক মহাকাব্যের উৎস।'
মানবসভ্যতার ইতিহাস যেন এক দীর্ঘশ্বাসের জলছবি, যেখানে যুগে যুগে নারীর মুখাবয়বে মিশেছে অবমাননা, অবহেলা ও অবরুদ্ধতার কালো রেখা। প্রাচীন সমাজের বুকে কন্যাসন্তানের আর্তনাদ ছিল অবাঞ্ছিত এক শব্দ, যার উপস্থিতিই সমাজের বিবেকে ছিল অভিশাপতুল্য। যেই কন্যার জন্মে মুখ কালো হতো পিতার, সেই কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার পাশবিকতাও ছিল সে যুগের স্বাভাবিকতা। সভ্যতার দাবিদার সেই সমাজ নারীর জন্য তৈরি করেছিল কেবল অন্ধকারের অন্ধকূপ, যেখানে নেই মর্যাদা, নেই অধিকার, নেই ভালোবাসা।
ঠিক সেই দুর্দিনেই এক মহামানব আবির্ভূত হন মরুর বুকে-যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আসমানি বাণী, যার হৃদয় ছিল আল্লাহর করুণায় পরিপূর্ণ, যার দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় নারীর অবমানিত অস্তিত্বকে। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানবতার নবি, নারী-মর্যাদার শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তিনি কেবল একটি ধর্মের বার্তা আনেননি, তিনি গড়ে তোলেন এক বিপ্লব, যা নারীর লাঞ্ছিত অস্তিত্বকে ফিরিয়ে দেয় স্বর্গীয় সম্মান।

ইসলাম নারীকে শুধুই মানুষ হিসেবে নয়, বরং মর্যাদার এক পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। আল্লাহর কালামে ঘোষণা করা হয়: 'আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি।' (সুরা হুজুরাত: ১৩) এই এক বাক্যেই বাতিল হয়ে যায় বংশ, গোত্র, লিঙ্গের অহংকার। নারী আর পুরুষ-একই উৎস থেকে আগত, একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে অগ্রাহ্য করে নয়, বরং সম্মান দিয়ে সহাবস্থানের শিক্ষা দেয় ইসলাম।

বিশ্বনবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়: 'যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানের লালনপালন করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'
সেই সমাজে যেখানে কন্যাসন্তান ছিল লজ্জার প্রতীক, সেখানে ইসলাম তাকে বানিয়ে তোলে জান্নাতের চাবিধারী। মা-যার পায়ের নিচে লুকিয়ে থাকে সন্তানের চিরশান্তির আবাস। স্ত্রী-যে হয়ে ওঠে স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গিনী। ইসলাম নারীর প্রতিটি পরিচয়কে দেয় মুকুটমণির মতো ঔজ্জ্বল্য। পবিত্র কুরআন বলে, 'তোমরা একে অপরের পোশাক।'
এ কি কেবল একটি উপমা? না, এটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মান, গোপনতা ও ভালোবাসার এক নিখুঁত ছবি। যেখানে কেউ কারও শ্রেষ্ঠ নয়, কেউ কারও নিচে নয়, বরং একে অপরের অবিচ্ছেদ্য সহযাত্রী।
ইসলাম নারীর জন্য যা এনেছে, তা ছিল সময়ের তুলনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নারী পেয়েছে শিক্ষা লাভের অধিকার-হজরত আয়েশা রা. ছিলেন সেই যুগের এক বিস্ময়, যিনি সহস্র সাহাবির জ্ঞানের শিক্ষক। নারী পেয়েছে সম্পত্তিতে অংশ, বিবাহে সম্মতি, তালাকের পর অধিকার ও নিরাপত্তা, এমনকি সামাজিক অবদান রাখার পূর্ণ স্বাধীনতা।
যেখানে রোমান সভ্যতায় নারী ছিল পুরুষের ভোগ্য সম্পদ, যেখানে হিন্দু সমাজে স্ত্রীকে চিতায় পুড়তে হতো স্বামীর সাথে, সেখানে
ইসলাম নারীকে বলে, 'নারী এক নেক আমলদার রত্ন, যাকে রক্ষা করাই পুরুষের দায়িত্ব।' এটি দায়িত্ব নয়, এটি ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ বন্ধন।
ইসলাম নারীকে স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনার পথে ঠেলে দেয়নি; দিয়েছে সৌন্দর্যের আড়ালে সম্মান রক্ষার নির্দেশনা। নারী যেন হয় দৃষ্টির পবিত্রতা, আচরণের মহিমা, চরিত্রের দুর্গ। হিজাব, পর্দা, মাহরাম-এসব কেবল নিয়ম নয়, বরং নারীকে শ্রেষ্ঠত্বের চাদরে আবৃত রাখার দার্শনিক সৌন্দর্য।

আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদ আজ নারীর মুক্তির নামে তাকে করেছে বাজারের পণ্য। বিজ্ঞাপন থেকে চলচ্চিত্র-সবখানে নারীর শরীরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য বস্তু হিসেবে। অথচ ইসলামে নারী তার আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তির মাধ্যমে হয়ে ওঠে আলোকবর্তিকা। যিনি পবিত্রতা, জ্ঞান, করুণা ও সৌন্দর্যের সমন্বয়।

ইসলামি ইতিহাসে আমরা দেখি-খাদিজা রা. ছিলেন ব্যবসায় জড়িত এক সফল নারী, আয়েশা রা. ছিলেন বিদ্যাবতী, উম্মে সালামা ছিলেন রাজনৈতিক দূরদর্শী, আর ফাতেমা রা. ছিলেন নবিজির হৃদয়ের অংশ-তাঁর আলো। এগুলো কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, এরা আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের আত্মার আয়না।

ইসলাম নারীকে দেয়নি কেবল স্বীকৃতি, দিয়েছে নৈতিক সম্মান, আত্মিক উজ্জ্বলতা ও আখিরাতের প্রতিদান। যে সমাজ কন্যাসন্তানকে অভিশাপ ভাবত, ইসলাম সেখানে তাকে বানায় জান্নাতের চাবিধারী। যে সমাজে স্ত্রী ছিল ক্রীতদাসী, ইসলাম তাকে দেয় পোশাকসদৃশ শ্রদ্ধা। যে সমাজে মা ছিল অবহেলিত, ইসলাম বলে-তাঁর পায়ের নিচে রয়েছে সন্তানের মুক্তি।
আমরা যদি সত্যিই ইসলামি আদর্শে নারীকে দেখি, তবে বুঝব-নারী হলো সেই আলোকদীপ্ত দীপ্তি, যিনি গড়ে তোলেন পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা। আর ইসলাম তাঁকে দিয়েছে সেই আলোয় পরিপূর্ণ পথ, যে পথে হাঁটলে নারী হারায় না, বরং খুঁজে পায় নিজের ঈমানি পরিচয়।

শিক্ষার্থী, হরিপুর বাজার মাদরাসা, গোয়াইনঘাট, সিলেট

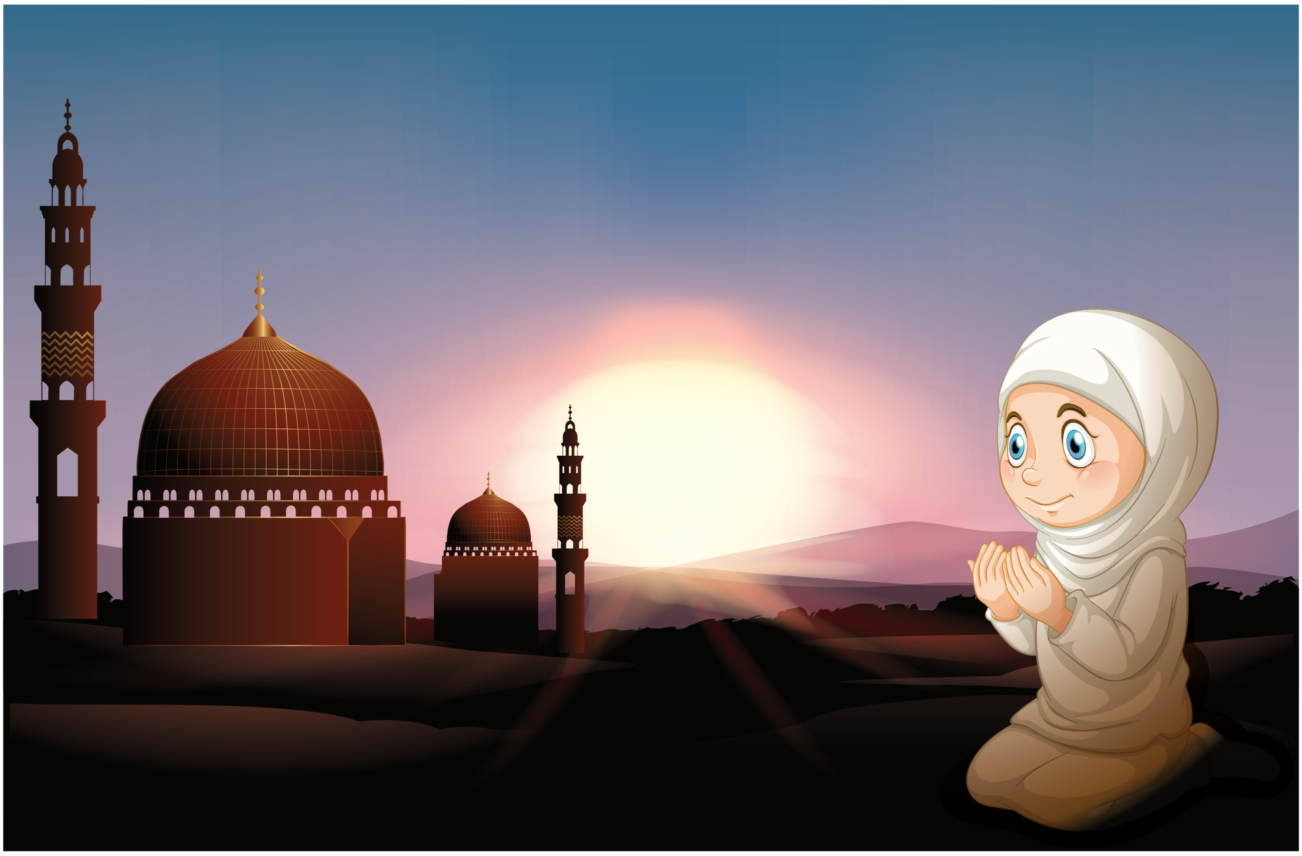

নারীর অধিকার:

ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে

'আমি নারী, আমারও আছে স্বপ্ন, আছে ভাষা,
আমি শুধু কারও কন্যা, বোন কিংবা স্ত্রী নই,
আমি একজন মানুষ, আমারও আছে অধিকার।'

নারী শব্দটি উচ্চারণেই এক কোমলতা, কিন্তু বাস্তবতার পরতে-পরতে সে যেন রক্তাক্ত এক প্রশ্ন। অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আজও নারীর পথ যেন কণ্টকাকীর্ণ। সমাজ তার জন্য সাজিয়ে রেখেছে কিছু ভূমিকা, কিছু পরিচয়, তবে কি সে তার সত্তার পূর্ণতা পায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় তিনটি স্তম্ভের দিকে—ধর্ম, সমাজ ও আইন। ত্রিভুজের মাঝখানে নারী কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আদৌ কি সে সমতার ছায়া খুঁজে পেয়েছে?

ধর্মীয় প্রেক্ষাপট: ইসলামের আলোয় নারীর সম্মান
ইসলাম নারীকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব সম্মান, যা তার আগেও ছিল না, পরেও কমই দেখা গেছে। 'জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।' এই ঘোষণায় নারীকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, ঈমানের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। বিবি খাদিজা রা. ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী ও রাসুলের প্রথম আশ্রয়দাত্রী। আয়েশা রা. ছিলেন উম্মুল মুমিনিন, হাদিসের বিশাল অংশের বর্ণনাকারী।
কুরআনে বলা হয়েছে: 'তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাদের উত্তম জীবন দান করব।' (সুরা নাহল: ৯৭)

ইসলাম নারীকে দিয়েছে উপার্জনের অধিকার, মীরাসে অংশ, শিক্ষা অর্জনের সমান সুযোগ এবং পছন্দমাফিক জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা। কিন্তু সেই ধর্মীয় আলোকে যদি সমাজ অন্ধ হয়ে থাকে, তবে সেই অন্ধত্ব কেবল নারী নয়, পুরো মানবতাকেই আচ্ছন্ন করে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট:
রীতিনীতির জালে বন্দি নারী সমাজ নারীকে দিয়েছে আড়াল, দিয়েছে নিয়ম, দিয়েছে নীরবতা। তার কথা বলার আগেই তাকে বলা হয়—'এটা তোমার কাজ নয়।' তার স্বপ্ন দেখার আগেই তাকে বলা হয়—'তোমার সীমা আছে।' আজও কন্যাসন্তান জন্মের পর অনেক পরিবারে নেমে আসে নীরব অন্ধকার। আজও নারীকে বলা হয়, 'তোমার দায়িত্ব শুধু সংসার, তুমি স্বপ্ন দেখতে পারো না।' কিন্তু সেই নারীই তো গড়ে তোলে পরিবার, সমাজ ও জাতি। তবুও সে বঞ্চিত হয় সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ থেকে, অধিকারে-উপেক্ষিত, মর্যাদায়-হেয়প্রতিপন্ন। সমাজের চোখে আজও নারী যেন আত্মনির্ভরতা নয়, পরনির্ভরতার প্রতীক। অথচ, তার হাত ধরেই আগামীর সভ্যতা জন্ম নেয়।

আইনি প্রেক্ষাপট:
অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন, বাস্তবে সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের সংবিধান নারীকে দিয়েছে সমান অধিকার—ধারা ২৮ বলছে, নারী ও পুরুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় কোনো বৈষম্য থাকবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ —এসব আইন নারীর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আইনের ভাষা আর বাস্তবতা যেন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। গ্রামবাংলার নারী আজও ন্যায়বিচারের জন্য পঞ্চায়েত বা প্রভাবশালী মাতব্বরের দ্বারে, ধর্ষণ ও সহিংসতার ঘটনায় বিচার বিলম্বিত হয়, অনেক সময় ন্যায়ের বদলে মীমাংসা হয় চাপিয়ে দেওয়া চুক্তিতে। কর্মজীবী নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই হয়রানি, বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা পিছু ছাড়ে না। আইন আছে, কিন্তু সাহস নেই, প্রয়োগ নেই।

আর এই ফাঁকেই থেমে যায় হাজারো নারীর স্বপ্ন, সম্ভাবনা, অস্তিত্ব।

নারী কোনো করুণা বা দয়ার পাত্রী নয়। সে তার অধিকার চায়, মর্যাদার আসনে বসতে চায়। ধর্ম তাকে দিয়েছে আলো, সমাজ দিতে পারে সম্মান, আইন দিতে পারে নিরাপত্তা-শুধু দরকার আন্তরিক প্রয়োগ, মানবিক চেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নারীর অধিকারের লড়াই আসলে পুরো সমাজের আত্মিক মুক্তির লড়াই। কারণ যেখানে নারী স্বাধীন, নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন, সেখানেই গড়ে ওঠে একটি প্রকৃত সভ্যতা।

আহমেদ আযীয
ঢাকা-১২৩০

নারীর মর্যাদা

পর্দা নারীর ভূষণ। নারীর রক্ষাকবচ। কিন্তু বর্তমানে নারীরা পর্দাকে নিজের জন্য বোঝা হিসেবে নিয়েছে। পর্দাতেই রয়েছে একজন নারীর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। কলা যেমন খোসা ছাড়া রাখলে মশা-মাছি, পোকামাকড়ের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়, খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে নারী যদি পর্দাবিহীন চলাফেরা করে, তাহলে পুরুষদের, ধর্ষকদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে নারীর সম্মান, আবরু ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।
যদি একজন নারী আল্লাহর হুকুমমতো, নবিজির বাতানো নিয়ম অনুযায়ী ইসলামের উপর অটল থেকে পর্দা করে চলে, তার জন্য পরকালে তো মুক্তি আছেই, দুনিয়ার সর্বত্রই সম্মানের পাত্র হবে।

বর্তমানে অনেকেই বলে যে, চেহারা খোলা রাখা জায়েজ। তা ছাড়া পরিবেশ প্রতিকূলতার কারণে আমরা পর্দা করতে পারি না। হে বোন আমার, চেহারাই তো সকল সৌন্দর্যের উৎস, এটা যদি খোলা রাখি, তাহলে আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো প্রকাশ পেয়ে গেল। পরিবেশের কথা যদি বলে থাকি, পরিবেশ নির্ভর করে মানসিকতার উপর। মুসলিম হিসেবে যথোপযুক্ত পরিবেশ আমাদেরই তৈরি করতে হবে। চলুন, আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শুনে আসি, গত বছর ইউনিয়নের নির্বাচনকালে আমি ভোটকেন্দ্রে গেলাম ভোট দিতে, আপাদমস্তক ঢেকে। যখন ভোট দিতে ঢুকতে যাব, তখনই এক মহিলা আমাকে আটকালো। বলল, নিকাব খুলে ঢোকেন, আমি বললাম, কেন? এখানে সব পুরুষ। উনি বলল, তাহলে ঢুকতে পারবেন না। ভোট দিতে হলে আইডি কার্ডের সাথে বর্তমান চেহারা মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হয়। এটাই নিয়ম।
এখন আমি বললাম তাহলে আপনি দেখেন। উনি বলল, না। আমি বললাম, ঠিক আছে প্রয়োজনে ভোট দেবো না, তবু পুরুষদের চেহারা দেখাব না, সরকারি নিয়ম হলে মহিলাদেরকে মহিলা দিয়ে চেক করেন। একটা ভোটের জন্য কি নিজের আবরু, সম্মান নিমিষেই নষ্ট করে ফেলব? এবার যখন চলে যাচ্ছি, ভেতর থেকে পুরুষরা বলছে যে, ঠিক আছে মহিলা দিয়েই চেক করব। এবার মহিলা দিয়ে চেক করে খুব সম্মানের সাথে ভোটের কাজ সম্পন্ন করে চলে আসলাম। আসার পথে বারবার মনের গভীরে ভাবনারা দোল খাচ্ছিল যে, আজ যদি সামান্য ভোটের কারণে ওদের কথায় রাজি হয়ে যেতাম, তাহলে সামান্য সৃষ্টির ভয়ে, সৃষ্টিকুলের মহামালিক আল্লাহর গজবের, রাগের, আজাবের শিকার হতাম।

যেকোনো কাজ করা না করা মানসিকতার উপর নির্ভর করে। নিজস্ব মানসিকতায় পরিবেশকে সাজাতে হয়। দুনিয়ার সামান্য বিদ্রুপের কারণে যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করো, হাশরের ময়দানে সবার সামনে প্রভুর কাছে শাস্তি পেতে লাঞ্ছিত হতে কি লজ্জা করবে না? সুতরাং হে বোন, আল্লাহর আজাবের ভয় করো, রহমতের আশা করো। ফিরে এসো ইসলামি অনুশাসনের ছায়াতলে।

তাহেরা জান্নাত আতমিম

কক্সবাজার

ইসলামের আলোয় অলৌকিক মর্যাদার

জ্যোতির্ময় কাব্যসূত্র

ইতিহাসের ঘন কালো পর্দা যখন নারীর অস্তিত্বকে ঢেকে দিচ্ছিল, তখন এক শুভ্র আলো উদিত হয়েছিল মরু প্রান্তরের বুকে। সেই আলো ছিল ইসলাম। আর সেই আলোর পরশেই নারীর জীবনে নামল প্রথমবারের মতো মুক্তির সুবাতাস, মর্যাদার সুবর্ণ সকাল।

যে সময়ে আরবের ধূলিময় সভ্যতা কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত, সেই সময়েই ইসলাম নারীর জন্মকে বলে দিলো—এ এক আশীর্বাদ, এক করুণা। নারী তখন আর নিছক বস্তু নয়; তিনি হলেন মা, যাঁর পায়ের নিচে জান্নাত; তিনি কন্যা, যাঁর জন্য প্রতিশ্রুতি জান্নাতের সঙ্গীর; তিনি স্ত্রী, যিনি প্রেমে ও সহানুভূতিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

ইসলাম নারীকে বেঁধে রাখেনি শৃঙ্খলে, বরং তাকে ছড়াতে দিয়েছে-জ্ঞানচর্চায়, সমাজগঠনে, নৈতিকতার মানচিত্রে। খাদিজা রা. ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হয়ে ছিলেন ইসলামের প্রথম সহায়িকা। আয়েশা রা. ছিলেন ২২০০-এর বেশি হাদিস বর্ণনাকারী এক জ্ঞানের মিনার। উম্মে সালামা, উম্মে ওয়ারকা, হাফসা, সুফিয়া—নামগুলো ইতিহাসে খচিত, তারা নারী হয়ে ছিলেন নেতৃত্বের অনন্য উদাহরণ।

ইসলাম কখনোই নারীর জীবনকে ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি করেনি; বরং দিয়েছে বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ, দিয়েছে নিরাপত্তা আর সম্মানের সংমিশ্রণ। আজকের তথাকথিত 'নারী স্বাধীনতা'র মুখোশপরা সমাজ যেখানে নারীকে পণ্যে রূপান্তর করেছে, ইসলাম সেখানে নারীকে দিয়েছে আত্মমর্যাদা, দিয়েছে আত্মশক্তির ভরসা।

বলা হয়, 'যে জাতি নারীদের মর্যাদা দিতে জানে না, সে জাতি কোনো দিনই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না।' আর ইসলাম সেই জাতিকে গড়তে চেয়েছে, যে জাতির প্রতিটি নারীর চোখে থাকবে আত্মবিশ্বাস, হৃদয়ে থাকবে পবিত্রতা এবং জীবনজুড়ে থাকবে মর্যাদার দীপ্তি।

নারী-তিনি কবিতার অনুপ্রেরণা, প্রেমের অবয়ব, ত্যাগের প্রতীক, সাহসের দৃপ্ত প্রতিধ্বনি। আর ইসলাম সেই নারীকেই এক মহিমান্বিত রূপ দিয়েছে।

ইসলামে নারী মানেই-চিরন্তন ভালোবাসার মর্যাদা, ঈমানের আলোয় ভাসমান এক নিঃশব্দ কাব্য।
তাকে দেখতে হয় হৃদয়ের চোখে, বুঝতে হয় আত্মার গভীরে।

জাহেদুল ইসলাম আল রাইয়ান
শিক্ষার্থী আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর

নারী মুক্তির আন্দোলনে ইসলাম

মাহফুজ বিন মোবারকপুরী

নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলে আসছে। ইসলাম নারীকে এমন এক সম্মানিত অবস্থান দিয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা সংস্কৃতিতে এতটা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটি ২৬ বার উল্লিখিত হয়েছে। সুরা আন-নিসায় বলা হয়েছে, 'পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল, কারণ আল্লাহ একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।' এই আয়াতে পুরুষের দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারীর অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। সুরা আল বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমনি রয়েছে নারীদের উপর পুরুষদের।' সুরা আন-নাহলের ৯৭ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, 'ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং পরকালে উত্তম বিনিময় দান করব।' এতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, মানবিক অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে সবাই সমান।

ইসলাম নারীকে সম্পত্তি, শিক্ষা, স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মানিত জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে। নারী তার সম্পত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, যা পশ্চিমা সমাজে ১৯শ শতাব্দীর আগে অকল্পনীয় ছিল। হজরত খাদিজা রা. একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি নিজের সম্পদ পরিচালনা করতেন। বিবাহে মোহরানা নারীর আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক এবং স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত। সুরা নিসার ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।' নারীর অর্জিত অর্থে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য নারীদের অনুমতি দিয়েছেন।' তৎকালে মুসলিম নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও কারুকর্মে অংশ নিতেন। ইসলামের আগমন জাহেলি অন্ধকারের বিরুদ্ধে নারী মুক্তির বিপ্লবী পথ দেখিয়েছে। কুরআন কন্যাসন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। সুরা আত-তাকভিরে বলা হয়েছে, 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?' রাসুল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানকে যথাযথভাবে লালনপালন করবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।' হাদিসে আরও বলা হয়েছে, 'যার তিনটি কন্যা বা বোন থাকবে, সে তাদের প্রতি যত্নশীল হলে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য বেহেশত অনিবার্য।'

নারীকে বিবাহে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। রাসুল সা. বলেছেন, 'প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না।' হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক নারীর পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিলে রাসুল সা. বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের নির্দেশ দেন। তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা রয়েছে। রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।' ইসলামে শিক্ষা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ। কুরআনের সুরা আলাকের প্রথম আয়াত জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে শুরু হয়। সুরা জুমারে বলা হয়েছে, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' হাদিসে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ।' হজরত আয়েশা রা. হাদিস ও ফিকহের শিক্ষক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। পরকালীন কল্যাণে নারী-পুরুষ সমান। সুরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে সৎকাজ করবে, পুরুষ বা নারী, ঈমানদার হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না।' নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার জন্য কঠোর বিধান রয়েছে। সুরা নুরে বলা হয়েছে, 'যারা সতীসাধ্বী নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী আনতে না পারে, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করবে।'

জাহেলি যুগে নারীদের অধিকার ছিল না, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথায় বিধবাদের চিতায় পোড়ানো হতো, মনুসংহিতায় নারীদের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়। ইউরোপে ১৫শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে 'ডাইনি-শিকারে' লাখ লাখ নারীকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসবিদ ব্রেইন লেভাকের মতে, এই নিপীড়ন প্রায়শই পারিবারিক বিবাদের কারণে ঘটত। পাদরিরা পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করতেন: বেঁচে ফিরলে

'ডাইনি' বলে পোড়ানো হতো, মরলে নির্দোষ ধরা হতো। ম্যালিয়াস ম্যালেফিকারাম গ্রন্থে নারীদের পাপী ও দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা এই নিপীড়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। এই নিপীড়নের বিপরীতে ইসলাম নারীদের জন্য ন্যায়ভিত্তিক পথ দেখিয়েছে। পশ্চিমা ফেমিনিজম নারীকে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে তার শরীর ও সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। ইসলাম নারীকে এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে পরিবার ও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলাদেশে নারী অধিকারের নামে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলো প্রায়শই পশ্চিমা মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত। এগুলো পর্দা ও ইসলামি পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, নারীকে বস্তুগত দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করে। এই আন্দোলনগুলো নারীর দায়িত্ব, পরিবারের প্রতি ভূমিকা ও নৈতিক অবদানকে উপেক্ষা করে, ফলে নারীকে বস্তুগত অস্তিত্বে পরিণত করে। রাস্তায় বিক্ষোভ বা অশ্লীলতা নারীকে সম্মানের পরিবর্তে অবমাননার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম নারীকে পর্দার মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ও শালীনতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। সুরা আন-নুরের ৩১ নম্বর আয়াতে পর্দা ও শালীনতার কথা বলা হয়েছে। নারী পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু, সন্তান লালনপালন, স্বামীর সঙ্গী হওয়া ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাদিসে বলা হয়েছে, 'জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।' ইসলামে নারীর অধিকার তার দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
নারী যদি ধন্য হতে চায়, তবে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণই একমাত্র পথ। পশ্চিমা ফেমিনিজমের নামে প্রচারিত উলঙ্গপনা ও বিশৃঙ্খলা নারীকে তার প্রকৃত মর্যাদা থেকে দূরে সরায়। ইসলাম নারীকে শিক্ষা, সম্পত্তি ও স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার দিয়েছে, যা তার পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম নারীকে পণ্য নয়, সমাজের অমূল্য ধন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও হিস্যা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামই একমাত্র পথ। প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট বলেছেন, 'মুহাম্মদ সা. নারীঅধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি।' ইসলামের ছায়াতলে নারী তার সম্মান, নিরাপত্তা ও আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট।

নারীর উন্নয়ন না অধিকারহরণ

সুলাইমান সিরাজ

প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, নারী-উন্নয়ন বলতে এখানে কী বোঝানো উদ্দেশ্য? আমরা কথায় বলি কিংবা লিখি, কৃষি-উন্নয়ন, শিল্প-উন্নয়ন, নগর-উন্নয়ন ইত্যাদি, এখানে উন্নয়ন দ্বারা উদ্দেশ্য কৃষি খাতে চাষাবাদের উন্নতি ঘটা, শিল্প খাতে যেকোনো শিল্পের উন্নয়ন এবং তাতে বাণিজ্যিক পথ সুগম হওয়া, নগর-উন্নয়ন বলতে নাগরিকদের চলাচল ও যাতায়াতের রাস্তাঘাটসহ শহরকে পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলা। কিন্তু নারীবাদীরা নারীর উন্নয়ন বলতে কী বোঝাতে চায়? তারা যদি বোঝাতে চায় ইসলাম নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করেনি, তাহলে তাদের এই দাবি একেবারেই অবান্তর এবং ভিত্তিহীন। কারণ এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীতে প্রচলিত যত ধর্ম আছে সেগুলোর মধ্যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সর্বক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং বৈধ প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। এটা অন্য কোনো ধর্ম কিংবা মতবাদ দিতে সক্ষম হয়নি বরং ইসলাম নারীকে 'গৃহিণী, সহধর্মিনী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে পুরুষতান্ত্রিক বহু দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। পক্ষান্তরে নারী-উন্নয়ন বলতে নারীবাদীরা যদি বোঝাতে চায় পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির আমদানি করন, সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অধীনতা থেকে নারীকে মুক্তকরণ এবং পুরুষ-সমাজে যত্রতত্র অবাধে চালচলন, তাহলে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, এতে কি সত্যিই নারীর উন্নয়ন হয় না-কি তার মর্যাদা হরণ করা হয়!

ইসলামি আইন মোতাবেক যে কেউ সামর্থ্যবান হলে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম, বালেগ-নাবালেগ কোনো ভেদাভেদ নেই। এমনকি ইসলাম নারীদের সকল ধরনের ব্যয়ভারের দায়িত্ব পুরুষের সবল কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পার্থক্যটা এভাবে বুঝুন, ইসলাম নারীকে মিরাসের অংশ এবং মোহরানা প্রধানের নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর প্রাপ্য অধিকার সুরক্ষিত নয়। পশ্চিমা ভোগবাদী চিন্তাচেতনা নারীকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতে চায়। বিপরীতে ইসলাম নারীকে মাতৃত্বের সুমহান মর্যাদা দিয়ে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে চায়। পশ্চিমা নারীবাদী চিন্তাধারা নারীকে পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে শেখায়। বিপরীতে ইসলাম নারীকে জেনা-ব্যাভিচারের ধারেকাছে যেতেও কঠোরভাবে নিষেধ করে। পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে। বিপরীতে ইসলাম নারীকে মাতৃত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করে। পশ্চিমা মুক্তচিন্তা নারীকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে যেতে নির্দেশ করে। বিপরীতে ইসলাম পরিবার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পুরুষের কাঁধে সোপর্দ করে নারীর কায়িক শ্রমকে হালকা করে দিয়েছে।

মোটকথা ইসলামি আইন-অনুশাসন মেনে জীবনযাপনে না তো পুরুষের পশ্চাৎপদতা আর না নারীর পশ্চাৎপদতা। বরং ইসলামের ইতিহাসে এমন অজস্র ঘটনা আছে যেখানে একজন নারী পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। তা হলো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে শুধু দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্র কিংবা অঙ্গনে বিরাট কোনো ভূমিকা রাখতে পারাই মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পশ্চিমা দর্শন মতে, পুরুষের মতো নারীও খেলাধুলায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকরি-বাকরিসহ পুরুষদের সকল কর্ম ক্ষেত্রে সমভাবে অংশগ্রহণ করাই জীবনের মূল লক্ষ্য। যাতে নারীর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা এবং নারীর মাতৃত্ব-মর্যাদা ও নিরাপত্তা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং নারী-উন্নয়নের নামে পশ্চিমাদের যে মুখরোচক স্লোগানে আজ দুনিয়ার নারীরা অধঃপতনের দিকে ক্রমাগত অগ্রসরমান। এতে নারীদের উন্নয়ন নয় বরং নারী-উন্নয়নের নামে নারীকে অধঃপতন এবং নারীর অধিকার হরণের এক জঘন্য পরিকল্পনা!

শিক্ষানবিশ: জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, তাঁতীবাজার ঢাকা-১১০০

পাশ্চাত্যের কালো থাবা

মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র হচ্ছে আমেরিকা। তারাই আজ বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক এবং তারা সর্বদা এই ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়—যাতে ভবিষ্যতে এই 'সুপার পাওয়ার' অন্য কারও হাতে না চলে যায়। এ লক্ষ্যেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে বহু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। তারা চায়, মানুষের ঘাড়ে গোলামের শৃঙ্খল চাপিয়ে দিতে। কিন্তু ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতার পথ দেখায়। এই ধর্ম মানুষকে শেখায় তার প্রতিপালক ছাড়া কারও কাছে মাথা নত না করতে। আর এ কারণেই, আজকের বিশ্ব মোড়লরা ইসলামকে দেখছে এক 'প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি' হিসেবে। তাদের বুদ্ধিজীবীরা চায়, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করাতে, যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, স্বাধীনতাকে ভুলভাবে চিনে ফেলে।

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সবক্ষেত্রে মিশে থাকে স্বাভাবিক নিয়মে। ইসলামে ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পর্যন্ত সবকিছুতেই ভারসাম্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিবারব্যবস্থা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সন্তান, পিতা-মাতা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক হয়ে উঠছে শিথিল ও আত্মকেন্দ্রিক। ইসলাম নারীকে দিয়েছে মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তা। মায়ের আসন দিয়েছে জান্নাতের চাবিকাঠি হিসেবে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের চোখে নারী অনেকসময়ই হয়ে ওঠে এক ভোগ্যপণ্য; তাদের স্বাধীনতার নামে নামিয়ে আনা হয় বিপণনের হাতিয়ারে। ইসলাম চায় নারীর সম্মান রক্ষা হোক, আর পাশ্চাত্য নারীকে ব্যবহারের বস্তু করে তোলে—এটাই হলো দুই দর্শনের মৌলিক পার্থক্য।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান অপরিসীম। কুরআন ও হাদিস নারীকে দিয়েছে উচ্চ আসন—মা হিসেবে তার পায়ের নিচে জান্নাত, স্ত্রী হিসেবে তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ঈমানের নিদর্শন, কন্যা হিসেবে সে হয়ে ওঠে জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যম। অন্য অনেক ধর্ম ও সভ্যতায় নারীরা এ মর্যাদা পায়নি; কখনো তারা দেবদেবীর ক্রোধ নিবারণের উপায়, কখনো শুধুই ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কিছু নারীবাদী গোষ্ঠী ইসলামের নারীর প্রতি এই সম্মান ও সুরক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। ইসলাম যখন নারীর নিরাপত্তার জন্য তাকে ঘরে রাখাকে গুরুত্ব দেয়, তারা একে 'বন্দিত্ব' বলে প্রচার করে। ইসলাম যখন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর রাখে, তারা একে বলে 'অসহায়ত্ব'। অথচ বাস্তবে এটি নারীর সম্মান রক্ষারই এক বাস্তব ও দায়িত্বশীল পদ্ধতি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্তির পেছনে রয়েছে ইসলামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার এক দীর্ঘ প্রচেষ্টা, যার লক্ষ্য ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করা। অথচ আল্লাহ বলেন, "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"- "আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো..." (সুরা আহযাব, আয়াত ৩৩), এটি কোনো নিপীড়ন নয়, বরং নিরাপত্তা ও মর্যাদার নির্দেশনা। ইসলাম নারীকে বোঝা নয়, বরং রত্ন হিসেবে বিবেচনা করে। যার রক্ষা, যত্ন ও মর্যাদা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

ইসলামের ইতিহাসে নারী সাহাবিদের বীরত্বগাথা এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সবচেয়ে প্রাচীন নার্স হিসেবে বিবেচিত হন রুফায়দা আল-আসলামিয়া রহ., যিনি আহত সাহাবিদের সেবা করতেন। ওহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহত হন, তখন একজন নারী সাহাবি নুসাইবা বিনতে কাব রা. তলোয়ার হাতে তাঁকে রক্ষায় বুক পেতে দেন।

একজন ব্যক্তি নবি করিম সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ওপর কার অধিক হক রয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার মা।' আবার জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'তোমার মা।' তৃতীয়বারেও বললেন, 'তোমার মা।' চতুর্থবার বললেন, 'তোমার বাবা।' (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ৫৯৭১)

এই হাদিস প্রমাণ করে, নারীর-বিশেষত মায়ের-অধিকার ও মর্যাদা ইসলামে কতটা বিশাল। ইসলামের আলোকে নারী শুধু ঘরে নয়, সমাজেও সম্মানিত ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামের বিধান অনুসারে, একজন নারী বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তার পিতার জিম্মায় থাকবেন, এবং তার সমস্ত ব্যয়ভার পিতা বহন করবেন। বিবাহের পর এই দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তায়। আর বয়সের শেষ প্রান্তে, বৃদ্ধকালে মা হোন বা দাদি, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সন্তানের দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়ে যদি বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদের 'উফ্' বলো না এবং ধমক দিয়ো না...।' (সুরা ইসরা, ১৭:২৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'তোমরা নারীদের কষ্ট দিয়ো না। তারা তো তোমাদের নিকট আমানত। তোমরা যেমন আহার কর, তাদেরকেও তা খাওয়াও। তোমরা যেমন পরিধান করো, তাদের জন্যেও তেমনই ব্যবস্থা করো।' (তিরমিজি: ১১৬৩)
এই হলো ইসলামের নারীনীতির সংক্ষিপ্ত প্রতিফলন, যেখানে নারীকে দায়িত্বহীন নয়, বরং সম্মান ও সুরক্ষার ছায়ায় রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে তাদেরকে মমতা, ভালোবাসা ও সুরক্ষার পরশ দিয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীর এই মমতাময় অবস্থান ভেঙে দিয়ে তাকে রাস্তায় নামিয়ে আনতে চায়। নারী জাতির স্বাভাবিক ও খোদা প্রদত্ত 'লজ্জা ও আবরুর গুণ নষ্ট করার জন্য সমাজে কিছু তথাকথিত নারীবাদীকে তুলে ধরা হয়েছে।

তাদের দাবি—'আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত', 'আমার পেটে যার খুশি, তার সন্তান', কিংবা 'আমার দেহ আমি যতটুকু ইচ্ছা ঢেকে রাখব, আর যতটুকু ইচ্ছা প্রকাশ করব'—এসব কথা শুধু বাহ্যিক স্বাধীনতার নামে আত্মিক দাসত্বেরই আরেক রূপ। প্রতিটি সৃষ্টিরই নিজস্ব স্বভাব, গঠন ও দায়িত্ব রয়েছে। নারী ও পুরুষের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে যদি উভয়ের অধিকার ও ভূমিকা এক করে ফেলা হয়, তবে তা সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে। এ অবস্থায় নারী হয়ে উঠবে ভোগের পণ্য, হারিয়ে ফেলবে নিজের সম্মান, আর বিশ্বকে ঠেলে দেবে নতুন এক জাহিলিয়াতের দিকে।

ইসলাম নারীর মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে—যেখানে সে দাসী নয়, বরং মা, মেয়ে, স্ত্রী ও একটি সমাজের সম্মানের প্রতীক। এই শিক্ষাই মানবতার প্রকৃত মুক্তির পথ।

দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব ও ধ্যান

আয়াতুল্লাহ

ইসলামি নারীনীতি ও পাশ্চাত্য নারীবাদের মাঝে এক গভীর ভেদাভেদ বিরাজমান, যা মানবসভ্যতার নারী ভূমিকার ভাবমূর্তিতে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। ইসলামি ধারায় নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়, যেখানে তার অধিকার, দায়িত্ব ও সম্মিলিত অবস্থান সুস্পষ্ট। অপরদিকে পাশ্চাত্য নারীবাদ নারীকে স্বাধীনতার খাতায় নিয়ে আসার নাম করলেও বাস্তবে তা একধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, যা নারীর জীবনে অসুবিধা, মানসিক অবসাদ ও পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি বয়ে এনেছে।

ইসলামের নারী দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমগ্র জীবনকে কভার করার আদর্শে। নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় ইসলামে পেশা, শিক্ষা, পরিবার ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর সুরক্ষা ও সম্মান রক্ষায় শরিয়াহ বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করেছে—মেহের, হিজাব, সংরক্ষিত অধিকার ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা নারীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুরক্ষিত রেখেছে। নারীকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং তাকে জীবনসঙ্গী, শিক্ষিকা ও সমাজগঠক হিসেবে মূল্যায়ন করা ইসলামের মহান দৃষ্টিভঙ্গি।

নারীদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (النساء-٤:٣٢)

‘পুরুষদের তাদের উপার্জিত জিনিসের অংশ রয়েছে এবং নারীদের তাদের উপার্জিত জিনিসের অংশ রয়েছে।’ (সুরা আন-নিসা, ৪:৩২)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ(البقرة:٢-٢٣٨) ‘নারীরা তাদের অধিকার ভোগ করবে, যেভাবে পুরুষরা তাদের অধিকার ভোগ করে; তবে উত্তমভাবে।’ (সুরা বাকারাহ, ২:২৩৮)

এই আয়াতগুলো মানবসমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের উপার্জিত অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেয়। এখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, নারী-পুরুষ উভয়েরই নিজস্ব অধিকার রয়েছে, যা তাদের নিজ নিজ শ্রম ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে নির্ধারিত। নারীকে পুরুষের তুলনায় ছোট করে দেখা বা অধিকারহীন মনে করার ধারণা কুরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধে। প্রতিটি ব্যক্তি তার উপার্জিত অধিকার পাবে, যেহেতু আল্লাহ সুবিচারপ্রিয়।

নারীদের প্রতি সদাচরণ সম্পর্কে নবিজির বাণীও সুবিদিত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".(صحيح البخاري:٣٣٣١)

আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺবলেছেন: ‘নারীদের বিষয়ে তোমরা সদুপদেশ গ্রহণ করো (অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো)। নিশ্চয়ই নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হলো তার উপরের দিক। যদি তুমি সেটিকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি তুমি তাকে যেমন আছে তেমনই ছেড়ে দাও, তবে সে বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের বিষয়ে সদুপদেশ গ্রহণ করো।’ (সহিহ বুখারি: ৩৩৩১)

এই হাদিসটিও নারীদের প্রতি সহানুভূতি, সহনশীলতা ও নম্র আচরণের শিক্ষা দেয়।

অপরদিকে পাশ্চাত্য নারীবাদের ইতিহাস নানা উত্তেজনা, সীমাবদ্ধতা ও সাময়িক মুক্তির খেলা। ‘ My body My choice’ -এর মতো স্লোগান নারীর স্বাধীনতার দাবিতে ব্যবহৃত হলেও, বাস্তবে এটি অনেক সময় নারীদের অসহায়ত্ব, অবমূল্যায়ন ও মানসিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতা, দ্রুত বিবাহবিচ্ছেদ, মা

ও সন্তানের দূরত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও যৌন মুক্তির নামে অনৈতিকতার প্রসার এই দর্শনের অঙ্গ। এ ধরনের সমাজে নারী মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, যা পুনরায় অসাম্প্রদায়িক, দায়িত্বশীল সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

পাশ্চাত্য নারীবাদ নারীর স্বাধীনতা ও সমতা নিয়ে কথা বলে। তবে বাস্তবে, এটি অনেক সময় নারীর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। My body, My choice স্লোগানের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা প্রচার করা হলেও, এটি অনেক সময় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করে। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, একক মাতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানসিক অবসাদ ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতি নারীর জন্য সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়, বরং একটি বিভ্রান্তি।

পাশ্চাত্য নারীবাদের অধিকাংশ দাবি ও দাবি-প্রত্যাশা নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ও জীবনের প্রকৃত সাফল্য থেকে বিচ্যুত। সামাজিক আদর্শের অসচ্ছলতায় নারীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, যা ইসলামি নারীনীতির বিপরীতে। ইসলামে নারীর অধিকার যেমন নিশ্চিত, তেমনি তার দায়িত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নীতি অনুযায়ী নারীকে জীবনব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে 'তাকওয়া' ও 'আদব' নারীর মূল্যবোধের ভিত্তি। পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি নারী নীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই মর্যাদা, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করেছে, যা মানব সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। পাশ্চাত্য নারীবাদের অনেক দাবি থাকলেও তা বাস্তবতায় নারীর জীবনে অন্তর্নিহিত সমস্যার সৃষ্টি করে। অতএব, নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণই মানবিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার দিশারি।

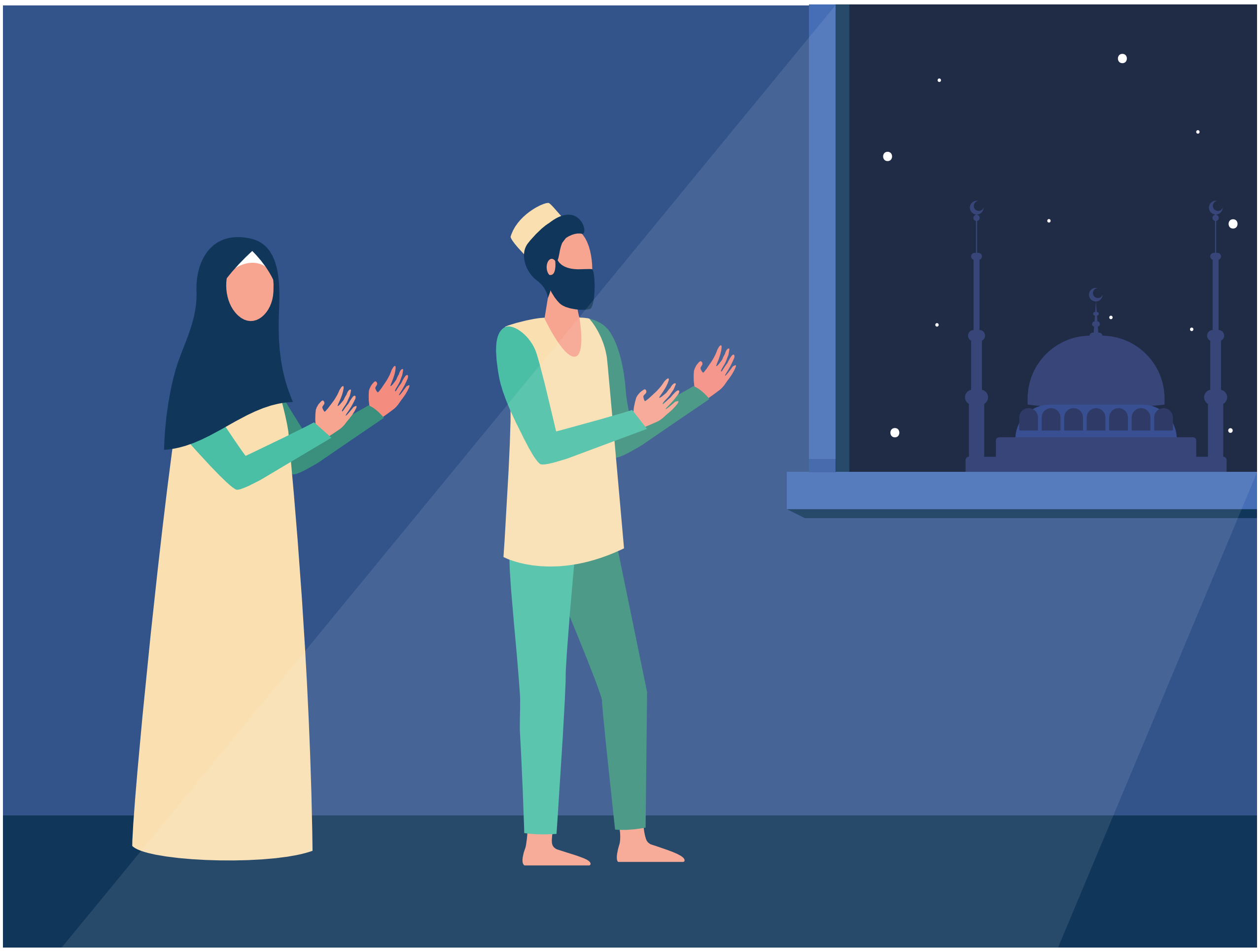

নারীর কৃতিত্ব

শাহানারা বেগম ইমা

সাজানো ঘর, গুছানো পরিবেশ মেয়েদের তথা নারীদেরই কৃতিত্ব। তাই সাংসারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা জানা নারীদের জন্যেও অত্যাবশ্যক। অত্যাবশ্যক ইসলামি জ্ঞানার্জন, ঈমানী প্রশিক্ষণ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে তথা স্ত্রী, কন্যা ও মায়েদের। কারণ স্নেহ-মমতার মাধ্যমে মা-বোনেরা সহজেই শিশুদেরকে একত্ববাদ, তাক্বওয়া, তাওয়াক্কুল শিক্ষা দিতে পারেন, সংশোধন করে দিতে পারেন আকিদা-বিশ্বাস, দীক্ষা দিতে পারেন রাসুলপ্রেম, সত্যবাদিতা, মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সৃষ্টির সেবা, আত্মনিবেদনের আগ্রহ, শিরক-কুফর-জুলুমসহ সকল ধরনের পাপের প্রতি ঘৃণা। দেখিয়ে দিতে পারেন পাপ থেকে বাঁচার মসৃণ পথ। বুঝিয়ে দিতে পারেন দুনিয়ার জন্য দ্বীন নয় বরং দ্বীনের জন্য দুনিয়া। জানিয়ে দিতে পারেন মুসলমানদের একমাত্র গন্তব্য জান্নাতের ঠিকানা। তাদের মন-মানসে, মেধা-মননে এঁকে দিতে পারেন ইসলামের সত্যিকার রূপরেখা। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দিতে পারেন জাগতিক শিক্ষা, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কারিগরি শিক্ষার প্রতি।

চারিত্রিক, মানসিক, মানবিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ধারা সমুন্নত রাখতে মমতা-শাসন-চেষ্টার মাধ্যমে কার্যকরী মৌলিক পদক্ষেপ নিতে পারেন নারীরাই। যে হাতে নারীরা তাসবিহ তুলে দেওয়ার প্রয়াস ও অদম্য প্রচেষ্টা চালান, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সে হাতেই তলোয়ার তুলে নেওয়ার উৎসাহও দিয়ে থাকেন এই প্রেরণাময়ী রত্নগর্ভারা। ইতিহাস আমাদেরকে গর্ব নিয়ে এমন শত শত নারীর নাম জানায়।

পরিবার মানুষের শাশ্বত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। জরিপে দেখা যায়, এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তান লালন-পালনসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে পুরুষের চেয়ে নারীর তৎপরতা, চিন্তা ফিকির থাকে বেশি। যে সন্তান ঘরের জন্য চক্ষুশীতলকারী, হৃদয় প্রশান্তকারী, সে সন্তান নিঃসন্দেহে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।
তাই বংশের পর বংশকে মূল্যবান সম্পদ বানাতে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে নায়েবে নবি করে গড়ে তুলতে, নারীদের মাধ্যমে শরিয়তসম্মত লালনপালন, তত্ত্বাবধান ও দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে অবগত করতে এবং ঘরের মধ্যে ইসলামি জীবন ও ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পূর্বশর্ত ও প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে-নারীশিক্ষা। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
যে সমাজে একমুখী নীতি বিদ্যমান, যে সমাজে শিক্ষাদীক্ষা, গতি-অগ্রগতি, চরিত্র-সভ্যতা শুধু পুরুষদের উপর ন্যস্ত, সে সমাজের রং ফিকে। চিত্র ভঙ্গুর। সে সমাজ ইসলামি ব্যবস্থাপনায়, চিন্তা-দর্শনে অসম্পূর্ণ।
সুতরাং সুন্দর-সুষ্ঠু সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র গঠনে নারী শিক্ষার বিকল্প নেই। হাদিস শরিফে এসেছে-'জ্ঞান অন্বেষণ করা, জ্ঞানের উপর শ্রমসাধনা করা ও জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক পুরুষ-নারীর উপর ফরজ।'

তাই আমাদের সচেতন অভিভাবকদের দায়িত্ব ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও শিক্ষাদীক্ষা সুনিশ্চিত করা, ইসলামের প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত রাখা। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উম্মাহর দরদি স্বজন মুহিউস সুন্নাহ আনওয়ারুল হক রহ. পরিবারের কর্তা তথা অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়ে বলে গিয়েছেন—'পরিবেশ তৈরি হয় মেয়েদের মাধ্যমে, তাই দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করতে মেয়েদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন।' নেপোলিয়ন বলেছেন, Give me an educated mother, I 'll give you an educated nation.

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করুন। দরদ ও গুরুত্বের সাথে তা পালন করার তাওফিক দিন। (আমিন)

নারী ঘরকন্যা রবি

উম্মে হুসাইন

হে আধুনিক সভ্যতার শিক্ষিতা নারী, তুমি শান্ত হও আর স্মরণ করো তোমার জীবন ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়! যেখানে তুমি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছিলে বছর পর বছর! অনাদরে অবহেলায় কেটেছিল তোমার নারী জীবন! যে অন্ধকারের যুগে তুমি ছিলে শুধু পুরুষের দেহের খোরাক, ভোগের সস্তা সামগ্রী! যে যুগে তোমার স্ব-পিতার নিকটও ছিল তোমার জীবন সংশয়!
ভেবে দেখ আজ তোমার অবস্থান কোথা হতে কোথায়! কুঁড়েঘর থেকে অট্টালিকায়! একমাত্র ইসলাম তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন হারানো অধিকার। বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজের কাছে তোমার ন্যায্য মূল্য আর অধিষ্ঠিত করেছেন মর্যাদার উচ্চ আসনে। এখন সেই তুমি দাসী থেকে বনে গেছ স্বামী জীবনের সম্রাজ্ঞী। বাবার পেরেশানি থেকে হৃদয়ের প্রশান্তি। জান্নাত লাভের অমূল্য টিকিট।

তাহলে কেন তুমি ইসলামকে শত্রু মনে কর? ইসলামবিদ্বেষী ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ কর? তাহার নীতি-আদর্শের তুচ্ছতাচ্ছিল্য কর? কেন তুমি উগ্র ধর্মালম্বীদের অনুসরণ, অনুকরণে জীবন পরিচালনা কর? বিধর্মী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে সতীত্ব বিলীন কর! কেন তুমি প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সমর্থন করে নারী আদর্শের অবমাননা কর!

হে উন্নত সমাজের দিশেহারা নারী, আজ অধিকার আদায়ের নামে যে লড়াই তুমি কর, নারী স্বাধীনতার নামে যে স্লোগান তুমি দাও, তা বাস্তবায়নে তোমার সফলতা নিহিত নয়। তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত চাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল আবেদন গ্রহণ, হতে পারে দেশ ও সমাজের তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল কারণ।
হে পথভ্রষ্ট নারী, অনুশোচনা হয় তোমাকে নিয়ে। আজ যখন তুমি মুক্ত পাখির ন্যায় স্বাধীনতা চাইছ! তখন আমি বলি, যদি সমাজ তোমাকে তা দিয়ে দেয়, তখন পারবে কি তুমি সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে? তোমার সুশ্রী দেহের আকর্ষণ, সকল ক্ষেত্রে তোমার অনিয়মিত প্রদর্শন! তাতে কতটুকু হেফাজতে রাখতে পারবে তোমার আবরু-ইজ্জতের? তুমি জানো না, একটি ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের সামনে একটি সুস্বাদু মায়াবী হরিণ কতটা সুরক্ষিত থাকতে পারে!

হে নারী, তুমি কুপ্রবৃত্তির অসংগত আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। তুমি ভুলে যেয়ো না যে, লজ্জা তোমার ভূষণ, সতীত্ব তোমার অস্তিত্ব। তুমি লজ্জার শেকলে আবদ্ধ হও, তুমি ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ি। তুমি আজকের আদর্শ নারী আগামীতে আদর্শ সন্তানের জন্মধারিণী, পরবর্তী প্রজন্মের জননী।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মাসুমা সুলতানা হাসনাহেনা

পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। (সুরা আলাক) উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ সকলকে দ্বীন শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমারা জানব ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।
ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীশিক্ষার বিকল্প নেই। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন দ্বীন শিক্ষাকে প্রত্যেক নরনারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা, শরিয়তের ভাষায় আশরাফুল মাখলুকাত যার উপাধি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের খেতাবে ভূষিত এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্দেগি আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (সুরা যারিয়াত: ৫৬)

এই বন্দেগি পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদত পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। (যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়) যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ে আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের জন্য এ দুয়ের রয়েছে সমান অংশগ্রহণের শরিয়ত সম্মত সুযোগ।
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পুরুষ বা নারী যে কেউ ভালো কাজ করবে এবং সে ঈমানদার হবে, আমি তাকে অবশ্যই তার ভালো কাজের পুরস্কার দেবো। (সুরা নিসা, ৪:১২৪) এতে স্পষ্টভাবে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

হাদিসে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সা. সর্বপ্রথম নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এই শিক্ষার বিধান সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রিয় সহধর্মিণী হজরত খাদীজাতুল কুবরা রা.। সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে নারীরা শিক্ষাগ্রহণ করতেন, এমনকি বড় বড় সাহাবিগণও নারীদের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতেন।
নারীকে শিক্ষা প্রদানকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় দায়িত্বপালনে নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নারী যদি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে, তাহলে সে ইসলামি বিধান ও ধর্মীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে। যেমন, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের নিয়মকানুন শিখতে এবং অন্যদের শিক্ষা দিতে পারবে।

নারীর পারিবারিক জীবনে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষিত নারী তার পরিবারের সদস্যদের সঠিকভাবে গাইড করতে পারে। এটি সন্তানের সঠিক বেড়ে ওঠা এবং সামাজিক জীবনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে।

সমাজের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অতুলনীয়। সমাজ বা দেশ গঠনে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান দায়িত্ব রয়েছে।এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যা তাদের জীবন ও কার্যপ্রণালির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবি নজরুল তার নারী কবিতায় বলেন, *'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।* কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পরিষ্কার বোঝা যায় মানবকল্যাণে নারীর ভূমিকা কতটা জরুরি ও তাৎপর্যবহ। সবার জন্য পাঠ অনুশীলন অর্থাৎ শিক্ষা অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

কোনো জাতিকে বিদ্বান হতে হলে সে জাতির নারীদেরও বিদ্বান হতে হবে। কারণ নারীদের বাদ দিয়ে একটি জাতি কখনো পূর্ণ হতে পারে না। যদি নারীরা শিক্ষিত হন, তাহলে তারা সমাজে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারবে। এটি সামাজিক উন্নয়ন এবং সমতার পথ উন্মুক্ত করে। ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআন সকল পাঠককে আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-

গবেষণা করতে। অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রথম যে ওহি নাজিল তার প্রথম শব্দ ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করো। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধু পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মতো নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে রত থাকা। এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন।
বদর যুদ্ধে বন্দিদের শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দেবে, তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষাদীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবি, তাবেয়ি এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদিস, তাফসির ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীকে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের মৌলিক মানবাধিকার এবং সমান সুযোগ পাবে, যা তাদের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।
অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। উভয়ের অধিকার সমান।
সর্বোপরি বলা যায়, নারী শিক্ষার বিষয়টাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ কোথাও নেই। কেননা নারীশিক্ষাকে অবহেলা করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক প্রগতির কথা চিন্তাই করা যায় না।

কবির উক্তিতে জোর গলায় বলতে হয়—*কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি*

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষী নারী।

সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

নারীর অধিকার ও মর্যাদা:

এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন

আরাফাত হোসেন

নারীর পরিচয় কেবল একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; তিনি মা, শিক্ষক, কর্মী, উদ্যোগী, গৃহিণী-সব পরিচয়েই তিনি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর অবদান ছাড়া একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ গঠন প্রায় অসম্ভব। অথচ আজও তাঁর অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আমরা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। বর্তমান বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন হলেও তাঁর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে এখনও বহু বাধা রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে "নবীনকণ্ঠ" তাঁর বিশেষ সংখ্যায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করার সুযোগ তৈরি করেছে।

নারীর অধিকারের প্রশ্নটি কেবল আইনি নয়, এর সঙ্গে জড়িত গভীর ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ। ইসলাম নারীকে সম্পত্তি, শিক্ষা ও বিবাহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অধিকার প্রদান করেছে। একইভাবে, হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম বা বৌদ্ধধর্মেও নারীর সম্মান ও ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকার প্রায়শই প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়, যা তাঁকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক আইন এবং অন্যান্য নারীঅধিকার সংক্রান্ত আইন নারীর সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, কেবল আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এর সঠিক প্রয়োগ এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

নারীর মর্যাদা একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। ঘরে-বাইরে তাঁকে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়; কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, বেতন বৈষম্য এবং যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাঁকে অনেক সময় পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও অসংখ্য নারী তাঁদের অদম্য মনোবল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমানে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রাজনীতি, ব্যবসা, ক্রীড়া, এবং সাহিত্য-সর্বত্র নারীর অবদান অনস্বীকার্য। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, মাদার তেরেসা, জেন অ্যাডামস, মালালা ইউসুফজাই, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মারি কুরি, এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন, ক্লারা জেটকিন, ইন্দিরা গান্ধী-এঁদের মতো নারীরা তাঁদের কর্ম ও সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

ইতিহাসের পাতায় নারীর ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রতিটি বড় সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনে নারীর অবদান ছিল। আধুনিক যুগে নারীর প্রতিষ্ঠার ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়, যা নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের দাবিতে সোচ্চার হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীরা কলকারখানা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁদের সক্ষমতা প্রমাণ করেন। ধীরে ধীরে "নারীবাদ" একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা নারীর সমতা ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষায় সমান সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং আইনি সুরক্ষার নিশ্চিতকরণ এই প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি। আমাদের কলম নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সমতার জয়গান গাইবে। নতুন করে চিন্তাভাবনা এবং আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটি নবীন সমাজ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে।

নারী ঘরের রাণী

আমিনুর রহমান হাসান

ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমরা পাই, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে নারীদের কোনো মূল্য ছিল না। সমাজে সব থেকে বেশি অবহেলিত ছিল নারীরা। জাহেলি যুগে নারীদের শুধু ভোগ সামগ্রী মনে করা হতো। মেয়ে সন্তানদের জীবিত পুঁতে রাখা হতো। নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার পেত না। উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো।

ইসলাম আগমনের পর নারীরা রানির মর্যাদা পেয়েছে। ইসলাম তাদেরকে পরিপূর্ণ অধিকার দিয়েছে। কুরআনে মহান আল্লাহ নারীদের বিধান সম্পর্কে 'সুরা নিসা' নামে একটি পরিপূর্ণ সুরা অবতীর্ণ করেছেন। ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লা নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। কখনো মা হিসেবে কখনো-বা মেয়ে হিসেবে আবার কখনো স্ত্রী হিসেবে এবং কোনো সময় বোন হিসেবে নারী পেয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মান।

মা হিসেবে আল্লাহ তায়া'লা নারীকে কতটা সম্মান দিয়েছেন সেটা আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করোনা এবং তোমরা তোমাদের মায়েদের সাথে সৎ আচরণ করো ও এমন আচরণ করোনা যেন তিনি 'উফ' শব্দ উচ্চারণ করেনন" (সুরা বনি ইসরাইল)।

মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, আমার কাছ থেকে উত্তম আচরণের বেশি হকদার কে ইয়া রাসুলাল্লাহ? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 'তোমার মা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? নবিজি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? তখনও নবিজি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। তারপর বাবার কথা বলেছেন। (সহিহুল মুসলিম, হাদিস : ৬৩৯৪)। উক্ত আয়াত এবং হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, নারী হিসেবে মায়ের মর্যাদা অনেক উপরে।

স্ত্রী হিসেবে আল্লাহ তায়া'লা নারীকে দিয়েছেন অনন্য মর্যাদা। আল্লাহ তায়া'লা স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নারীদেরকে তাঁর বিশেষ নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন" (সুরা রুম)।

মেয়ে এবং বোন হিসেবে নারীর স্নেহ ও ভালোবাসার তুলনা হয়না। ইসলাম মেয়ে এবং বোনের সঙ্গেও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে। হাদিসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদুরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে।' (জামেউত তিরমিজি, হাদিস : ১৯১২)

শুধু তা-ই নয়, নারী অনাত্মীয় হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের সৌন্দর্য। তার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকা সবার দায়িত্ব। ইসলামের ইতিহাসে নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় বনু কাইনুকা গোত্রের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এক সাহাবি তাঁর মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় জীবন দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়া'লা নারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের উপর অর্পিত করেছেন। নারীদের জন্য এর থেকে সম্মানের আর কী হতে পারে! তবুও দেখবেন তথাকথিত নারীবাদীরা নারীদের অধিকারের নামে নারীদেরকে তাদের সম্মান এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। যা কোনোভাবেই নারীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবেনা। এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।

শিক্ষার্থী: ৪র্থ বর্ষ, ডিপার্টমেন্ট অব ফিলোসোফি, এমসি কলেজ সিলেট।

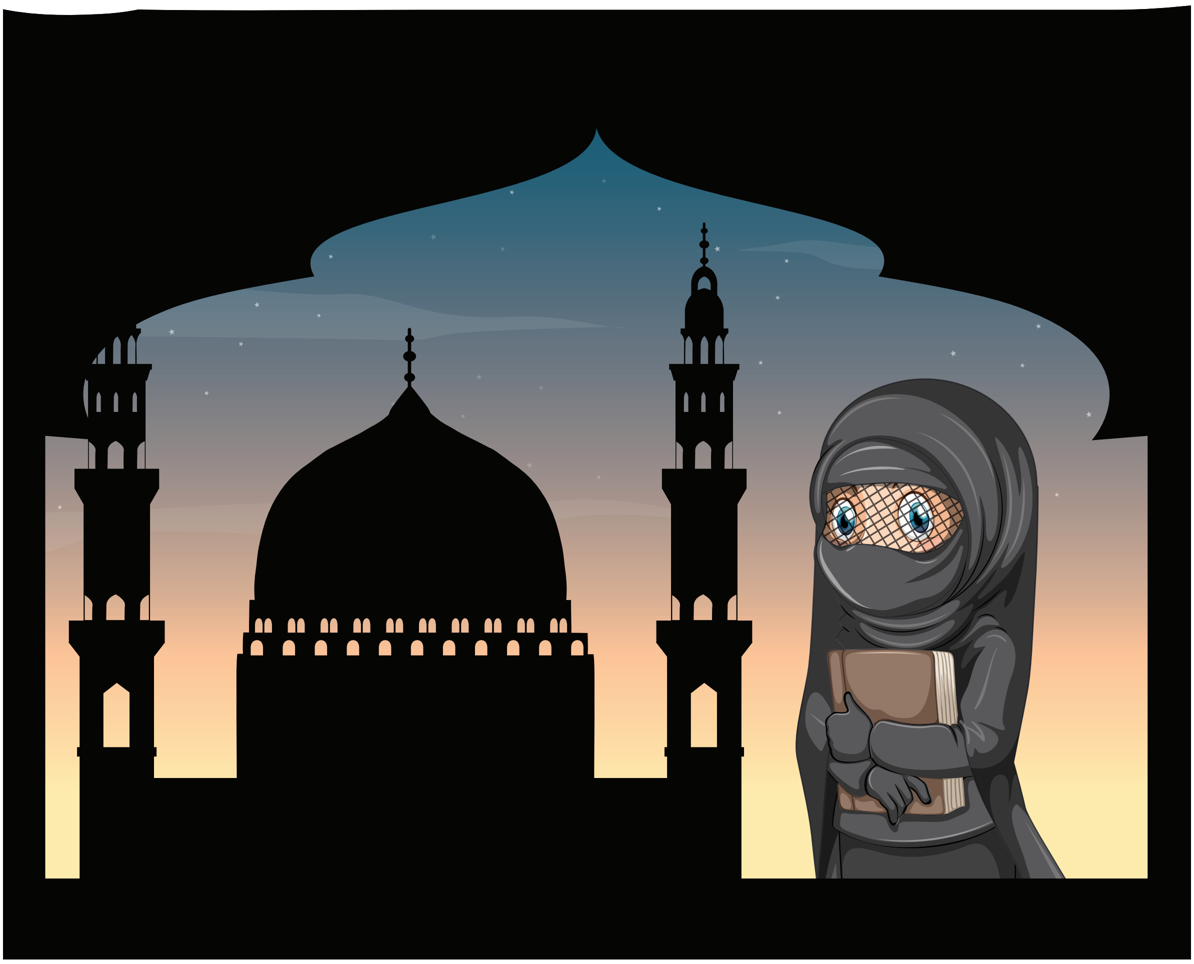

আয়নার বাহিরে

সন্ধ্যার আকাশে আজ হারিয়ে যাওয়া আলো যেন ধরা দিয়েছে রহিমা বেগমের চোখে। আজহার মসজিদের মাইকে ভেসে এলো মাগরিবের আজান। চারপাশের নীরবতা যেন প্রশ্ন করে— 'তুমি কেমন আছ, রহিমা?'
আয়নার সামনে বসে থাকা রহিমা বেগম নিজের মুখখানা একটু অপলক দৃষ্টিতে দেখলেন। মুখে বলিরেখা, চোখে গভীরতা আর মনে দীর্ঘ নীরবতা। নিঃশব্দে ফিসফিস করলেন, 'আমি কি কেবল একজন স্ত্রী? না, একজন মানুষও?'

পঞ্চাশোর্ধ্ব রহিমা আজীবন ঘর গুছিয়েছেন, সন্তান প্রতিপালন করেছেন, একজন সৎ ধর্মভীরু নারী হিসেবে সমাজের রূঢ় শৃঙ্খলায় থেকেছেন। অথচ অল্পবয়সে সে ছিল ভিন্ন। একসময়ের কবিতাপ্রেমী, কলমের সঙ্গী রহিমা পিতার বইয়ের তাক থেকে পড়তেন সুফি কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং আল মাহমুদের মতো লেখকদের রচনা। তার খাতা ভরতি ছিল ভাবনার ঝর্ণা।

বিয়ের পর সব থেমে গেল। তার স্বামী, মাজেদ সাহেব, একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। নামাজ-রোজা, হালাল-হারামের ব্যাপারে যত্নবান। কিন্তু সমাজের প্রচলিত সংস্কার আর আত্মীয়স্বজনের চাপের মুখে রহিমার লেখালেখিকে 'অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা' হিসেবে ধরে নিয়ে বলেছিলেন, 'এইসব এখন ছাড়ো। ঘর সামলাও, ধর্মে মন দাও।'

রহিমা কলম ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু মনের মণিকোঠায় শব্দেরা থেকে গিয়েছিল। সন্তানদের পড়াতে গিয়ে তিনি ছন্দ খুঁজতেন, কুরআনের আয়াত থেকে পেতেন ভাষার অনুপ্রেরণা। একা নির্জনে মাঝে মাঝে কিছু লিখতেন পুরোনো খাতায়, কখনো রেফ্রিজারেটরের পেছনের দিকে চাপা দিয়ে রাখতেন, আবার কখনো ড্রয়ারের নিচে লুকিয়ে রাখতেন যেন নিজের কাছ থেকেও আড়াল।

তার লেখায় ছিল নারীর ধর্মীয় অবস্থান, সাহিত্যে তাদের অনুপস্থিতির ব্যথা এবং জীবনের ছোট ছোট দৃশ্যের সাহসী রূপায়ণ। একদিন তার মেয়ের বান্ধবী রাবেয়া, যিনি একটি ছোট সাহিত্য ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা, তার একটি খাতা পেয়ে বলেন, 'খালা, আপনি তো অসাধারণ! এই লেখা দেশের অনেক নারীর কণ্ঠ হতে পারত।'

সেই দিন রহিমার ভেতর কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, কেবল ঘরের দায়িত্বপালন করলেই কি নারী পূর্ণতা পায়? সাহিত্য কি তার জন্য নয়? ইসলাম কি তাকে শুধু রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ রেখেছে?
কিছুদিন পর পাশের মাদরাসায় একটি আলোচনাসভা বসে। বিষয়: 'ইসলাম, সাহিত্য ও নারীর ভূমিকা'। মূল বক্তা ছিলেন একজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর, যিনি ইসলামি চিন্তাধারায় নারীর মানবিক মর্যাদা ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আলোচনার একপর্যায়ে একজন প্রশ্ন করলেন, 'নারী কি ইসলাম অনুযায়ী শুধু ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ? সাহিত্যচর্চা কি তাদের জন্য অনুমোদিত?'

প্রফেসর উত্তরে বললেন, 'নবী করিম সা. বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ।' আমাদের ইতিহাসে খাদিজা রা. একজন সফল ব্যবসায়ী, আয়েশা রা. ছিলেন বর্ণনাকারী, শিক্ষক ও জ্ঞানের উৎস। ইসলাম নারীর সৃজনশীলতা রুদ্ধ করেনি, আমরা করেছি।

রহিমা সে আলোচনায় অংশ নেন। হাত তুলে দাঁড়ালেন, মুখে দৃঢ়তা, গলায় এক শান্ত জ্যোতি। বললেন, 'আমি একজন নারী। আমি সন্তান মানুষ করেছি, সংসার গড়েছি। কিন্তু আমি লিখি, কারণ আমি ভাবি। সাহিত্য শুধু বিলাস নয়, এটি আত্মপ্রকাশ, এটি আলোকময় পথ। আমি বিশ্বাস করি, সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা কলমও একধরনের ইবাদত।'

ঘরভরতি মানুষের দৃষ্টি রহিমার দিকে। এই প্রথম কেউ যেন আয়নার বাইরে তাকাল—একজন নারীর সাহসের দিকে। সেদিনের পর থেকে রহিমা আর লুকিয়ে লেখেন না। গ্রামের কিশোরী মেয়েরা তার কাছে আসে-কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ প্রশ্ন করে—'আমিও কি একদিন আপনার মতো লিখতে পারব, খালা?'
রহিমা জবাব দেন, 'তুমি যদি সত্য খোঁজো, ভালোবাসো আলোক, তবে নিশ্চয় পারবে। সাহিত্য শুধু পুরুষের নয়, মানবতার। আর ইসলাম তা কখনো নিষেধ করেনি বরং উৎসাহই দিয়েছে।'
তার লেখা ছাপা হতে থাকে 'নারী ও নবজাগরণ' ম্যাগাজিনে। একদিন ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে বড় করে লেখা হলো—'আয়নার বাহিরেঃ রহিমা বেগমের গল্প'

এক বিকেলে তার স্বামী মাজেদ সাহেব হাতে তুলে নেন তার নতুন কবিতা সংকলন। চুপচাপ পড়ে শেষ করে বলেন, 'তুমি জানো, তোমার লেখাগুলো পড়ে আমি আজ আয়েশা রা.-এর জীবনকে নতুনভাবে বুঝতে শিখেছি।' রহিমা শান্তভাবে হাসলেন। তিনি জানতেন, পরিবর্তন এক দিনে আসে না, তবে কোনো এক মলিন বিকেলে, শব্দের স্পর্শে, একটি আয়না ভেঙে যেতে পারে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আলো।

গল্পটি শুধু একজন নারীর নয়, আমাদের সমাজের আয়নার সামনে দাঁড়ানো প্রতিটি নারীর কথা। যারা সাহস করে জিজ্ঞেস করতে চায়—আমিও কি মানুষ? আমিও কি ভাবতে, বলতে, লিখতে পারি?

সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সুমির মা

সুফিয়া ডেইজি

সুমির বাবা সুমির মাকে ডিভোর্স দিয়েছে বলে সুমি আর তার মা এখন মামাদের বাড়িতে থাকে। কিন্তু সেখানে সুমির মায়ের আগে যে আদর ছিল, এখন তার উলটো। খাবারটা খেতে বসেও ঠিকঠাক শান্তি পায় না।

সুমির মা বুঝে গিয়েছে তার বাবার বাড়ির অধিকার আর তার নেই কিন্তু কেন নেই সেটা মানতে কষ্ট হচ্ছে। সুমির মায়ের নাম মাবিয়া। আচরণে বোঝা-ই যায় মাবিয়া আর দশজনের মতো খুব চালাক চতুর নয়, তাই বলে এতটাও সহজ সরল নয় যে, তালাক দিয়ে বাবার বাড়ি ফেরত দিতে হবে আর তাই যদি হয়, তাহলে বাচ্চার খরচটা ঠিকমতো দেওয়ার আইন কঠোর হওয়া উচিত ছিল—লিয়াকত জমির আইলে বসে এসব ভাবছে। এমন অবস্থায় সকলে এসে হাজির হলো। শুরু হলো দলবেঁধে ট্যাড়স তোলার কাজ। মাবিয়া মাঠে পুরুষদের সাথে কাজ করে আর মনে মনে কত কথার জাল বোনে হয়তো সে জালে থাকে হাজারো প্রশ্ন। মাবিয়া হাতের মধ্যে বালতির বালা ঢুকিয়ে দিব্যি ট্যাড়স তোলায় ব্যস্ত—সেটা দেখে পাশ থেকে লিয়াকত জিজ্ঞেস করে—কিরে মাবিয়া, কোনো সাড়া শব্দ নেই মুখ বুজে ট্যাড়স তুলেই যাচ্ছিস কিছু হয়েছে তোর? মাবিয়া উত্তর দিলো কী আর হবে? কপাল পোড়া মানুষের নতুন করে কী পুড়বে?

মেয়েটার পায়ের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গিয়েছে স্কুলে যেতে অসুবিধা হচ্ছে, লোটির ব্যাটাকে কত কল দিচ্ছি ফোনকল ধরছে না টাকা দেওয়ার ভয়ে। মাবিয়ার দোষ বলতে এই একটাই বড় দোষ মুখ খারাপ করে গালিগালাজ দেবে অনায়াসে, তবে যাকে তাকে নয় শুধু মাবিয়ার প্রাক্তন স্বামীকে। উনার প্রসঙ্গ আসলেই লাগাম ছাড়া গালি দেয় আর গালি দেওয়ার সময় আশেপাশে ছোট বড় যে-ই থাক কোনো মানামানি নেই। ঠিক এই কারণে মাবিয়াকে কিছুটা বুদ্ধি কম মনে হয়। মাবিয়ার গালির ধাক্কায় এতক্ষণ কী বলল কিছুই শুনি নাই কেবল শেষ লাইন ছাড়া। আমি ট্যাড়স তুলে আর কয় টাকা পাই বলো? তা ঠিক, তবে শুনলাম তুই আর তোর মেয়ে আলাদা করে রান্না করে খাচ্ছিস? লিয়াকতের এমন প্রশ্নে মাবিয়া একটুকুও আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদে নাই বরং স্বচ্ছভাবে বলল, কতদিন আর খাওয়াবে বলো! তাদের নিজেদের খরচ আছে আমরা মা-মেয়ে উটকো ঝামেলা ভাইদের টানার ক্ষমতাও তো থাকতে হবে।

লিয়াকত বলল, কীভাবে বাকি জীবন কাটাবি মেয়ে বড় হলে খরচ বাড়বে, তখন কী করবি? তারচেয়ে ভালো আবার বিয়ে করো। মাবিয়া হেসে বলল, আমাকে কে বিয়ে করবে বলো? আমি অচল বলেই তো তালাক দিল। এখন আর সংসার করার সখ নেই, মেয়ের সাথেই ভালো আছি। অন্তত আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় বারবার দাঁড়াতে হবে না আর। অন্য মেয়েদের সাথে তুলনা করে নিজের তামাশা দেখতে হবে না। লিয়াকত মাবিয়ার মুখে এমন কঠিন বাক্য শুনে টাশকি লেগে হা করে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মনে মনে ভাবল, আমি এ কোন মাবিয়াকে দেখছি? যাকে দেখে মনেই হয় না এত সুন্দর করে জীবনের হিসেব নির্দ্বিধায় কঠোর সত্য বিবেচনায় তুলে ধরতে পারে, তাহলে কি মাবিয়া বোকা নয়? মাবিয়ার জীবনের অঙ্কে সে এত সুন্দর সমাধান করে বসে আছে, তাহলে মাবিয়ার স্বামী মাবিয়ার বুদ্ধি কম বলে যেসব উদাহরণ দিয়েছিল, সেই মাবিয়া আর আজকের মাবিয়ায় অনেক পার্থক্য হয়েছে? এসব ভাবতে গিয়ে লিয়াকতের কাজ করা বন্ধ হয়ে আছে—সেটা মাবিয়ার ডাকেই চৈতন্য পেল। মাবিয়া বলল, তোমার আবার কী হলো ভাই? ট্যাড়স তোলা কমে যাচ্ছে কেন? হাত চালাও। জানো ভাই লিয়াকত, একটা সময় বাড়ির সাথে লাগানো খেতে সবজি ফসল তুলতে যেতাম বলে আমার স্বামী রাগারাগি করত আর আজ সেই কাজই হলো আমার গলার মালা, আমার অনেক খুশি হওয়া উচিত তাই না ভাই? লিয়াকত মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হু বলেই আবারও চুপ হয়ে গেল।

সূর্য ঠিক মাথার উপর উত্তপ্ত আগুনের লেলিহান তাপ নিয়ে গনগন করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ আর পারছি না বলেই লিয়াকত পাশে রাখা পুঁটলির কাছে গিয়ে একটা বোতল বের করেই ঢকঢক করে এক বোতল পানির সবটুকু এক

নিশ্বাসে খেয়েই আহ বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর মাবিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল মাবিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে ঢ্যাড়স তুলেই যাচ্ছে চেহারায় একফোঁটাও ক্লান্তির ছাপ নেই, নেই বিন্দু পরিমাণ পিপাসার জিজ্ঞাসা চিহ্ন। লিয়াকত যত দেখে ততই অবাক হয় আর মনে মনে ভাবে, মানুষের এক জীবনে কী সব মনের ইচ্ছে পূরণ করা জরুরি? যে মেয়েটি কাজের মধ্যে নিজের সব সুখ সঁপে দিতে পারে না, জানি তার কতটা প্রখর সহ্যক্ষমতা! অথচ কীসের মোহে মেয়েটাকে মেনে নিতে পারল না সেটা আমার পচা মাথায় আসে না। নিজের জিজ্ঞাসাগুলো নিজের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকল।

মাবিয়াকে জিজ্ঞেস করল পানি পান করবি? মাবিয়া শুনতে পেল না, তাই অগত্যা নিজ উদ্যোগেই পানির আরেকটা বোতল নিয়ে মাবিয়ার সামনে ধরে বলল, নে পানি খা। মাবিয়া হাত থেকে বোতল নিয়ে পুরোটাই খেয়ে শেষ করে দিলো সেটা দেখে লিয়াকত বলল এত পিপাসা অথচ পানি চাইলি না যে? মাবিয়া হেসে বলল, তুমি দিলে তাই পিপাসা বেড়ে গেল নচেৎ মাবিয়াদের ক্ষুধা আর পিপাসার বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। লিয়াকত অবাক হয়ে মাবিয়ার দিকে চেয়ে রইল।

মাবিয়া সেদিকটা লক্ষ না করে আবারও ঢ্যাড়স তোলায় ব্যস্ত হলো এবং লিয়াকতকে বলল তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই, নচেৎ দেরি হয়ে যাবে। শেষমেশ দুজনে একটা জমির ঢ্যাঁড়স তোলা শেষ করে বস্তায় বোঝায় করল, সাথে অন্যান্য জমির ঢ্যাঁড়স নিয়ে সবাই এক জায়গায় রাখল। সময়মতো রাস্তায় ট্রাক চলে এলো। ক্রেতা মহাজনকে জিজ্ঞেস করলেন, সব রেডি তো? এই সময় মাবিয়া দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। মহাজন মবিয়াকে ডেকে বলল, মাবিয়া আমার বাড়ি গিয়ে আরও খানিক রশি নিয়ে আয়। ক্রেতা বললেন এই মেয়েটা কে? যেদিন আসি সেদিনই এখানে দেখি। মহাজন বললেন, এই মেয়েটা তালাকপ্রাপ্তা। একটা মেয়ে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকে, তাই সবার জমির সবজি তুলে যা পায়, সেটা হাতখরচ হিসেবে চলে। খুব চালাক চতুর নয় কিন্তু কাজ দরকার, তাই অন্যদের সাথে সেও কাজ করে। আমি আজ এক বছর ধরে দেখছি কিন্তু ভাবি নাই যে, ডিভোর্সি।

কিছু মনে না করলে আমি উনাকে বিয়ে করতে চাই এক বছর আগে আমার স্ত্রী দুটো সন্তান রেখে মারা গিয়েছে কিন্তু আমার বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিয়ে করতে পারছি না। যদি খারাপ মহিলা হয় আর আমার সন্তানদের ভালো না বাসে! ক্রেতার এমন কথায় চমকে উঠে মহাজন বলেন, না না কখন নয়, এর বুদ্ধি কম সংসারের কোন গুণ তার নেই, এইজন্যই তো মাবিয়ার স্বামী মাবিয়াকে ডিভোর্স দিয়েছে। ক্রেতা বললেন, দেখুন আমার চালাক চতুর মেয়ে দরকার নেই। শুধু আমার বাচ্চাদের ভালোবাসলেই হবে। মহাজন বললেন, আচ্ছা আমি কথা বলে দেখব। ট্রাক লোড হওয়ার পর যাওয়ার সময় ক্রেতা মাবিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে যারা কাজ করেছে সবাই চলে গিয়েছে, তুমি এখানে কেন? বাড়ি যাও নাই যে? মাবিয়া উত্তর দিলো বাড়ি বলে কিছু নেই আর মেয়ে স্কুলে তাই বাড়িতে গিয়ে ভাবিদের সাথে কথা বলতে বলতে তর্ক-মনোমালিন্য হওয়ার চেয়ে রাস্তায় আমার জন্য ঠিক। ক্রেতা বললেন, মহিলা মানুষ কাজ শেষ করে বাড়িতে গিয়ে শুয়ে রেস্ট নেবেন, নাহয় নামাজ-সুরা দোয়া পড়বেন, কী ভুল বললাম? মাবিয়া বলল, ভুল বলবেন কেন, ঠিকই বলেছেন। তাহলে বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিন যান বলেই ট্রাকে উঠে বসলেন ক্রেতা। এদিকে স্কুলে সুমি ছুটির আগমুহূর্তে কেঁদেই চলেছে এটা দেখে সহপাঠীরা জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে তোমার? কিন্তু কে শোনে কার কথা, সুমির কান্না আর থামে না। জুঁই জোর করে হাত টেনে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বল? ব্যস জোর করেছে তাই জুঁইয়ের গাল খামচিয়ে দিয়েছে।

সেটা নিয়ে নালিশ বসেছে অফিসে। তানিয়া ম্যাম সবাইকে কাছে নিয়ে বিষয়টা পুরোপুরি শুনে বুঝতে পারল সুমির মানসিক সমস্যা। চেহারা দেখে মনে হয় আলাভোলা কিন্তু ভীষণ ঝগড়ুটে মেজাজের, সহজে করো সাথে মিশতে চায় কিন্তু ছাড় দিতে চায়না। ম্যাম ভালো করে বুঝিয়ে স্যরি বলিয়ে মীমাংসা করে দিলেন। এটা নতুন কিছু নয় মাঝেমধ্যেই বন্ধুদের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে যায় এবং হেরে গেলেই কান্নায় বুক ভাসায়। তানিয়া মাঝে মাঝেই সুমির মা মাবিয়ার সাথে কথা বলেন কিন্তু সমস্যাগ্রস্ত মাবিয়া নিজেই, তাই ইচ্ছে করলেও সুমির একটা সুস্থ পরিবেশ পাওয়া সম্ভব নয়।

ক্রেতা পিন্টু মিয়া মহাজন পিয়ারুলকে কল দিয়ে প্রায় অতিষ্ঠ করে দিয়েছেন, তাই পিয়ারুল প্রথমে মাবিয়ার সাথে বিয়ের বিষয়ে কথা বলতে বসেছে।

সব শুনে মাবিয়া বলল দেখুন ভাই, আমার সব বিষয় শোনার পরও আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তার অর্থ আপনার পিন্টুর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে। ভাবছে এই পাগল ছাগল তাই এই মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে রেখে যা ইচ্ছে সেটা করা যাবে। আসলে উনার বাচ্চা পালনের জন্য উত্তম কর্মী ভাবছে। আমি আর যাই করি বিয়ে আর করছি না, তাই এসব নিয়ে না কথা বলাই ভালো। পিয়ারুল বললেন মাবিয়া তুই আরও কিছুদিন ভাব তারপর চিন্তাভাবনা করে জানাস আর শোন কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা যেমন ঠিক নয়, তেমন কোনো বিষয়কে না বা হ্যাঁ বলার জন্য কিছুদিন সময় নিতে হয়। আপনি বলেন ভাই এই মাবিয়ার বুদ্ধি কম বলেই তো সংসারে জায়গা হলো না তাহলে অন্য ঘরে গিয়ে কীভাবে বুদ্ধি বাড়বে? তা ছাড়া আমার মেয়ে উনার দুই ছেলে।

মেয়ে কীভাবে আমি মানুষ করব? আমি যাই করব সব দোষ হয়ে যাবে, কারণ তখন নাম হবে সৎ-মা । আর ভালো পরিবেশের হালচাল আমি জানি? নিজে শিখতে আর শেখাতে সময় পার হয়ে যাবে, তাই এসব না ভাবাই ভালো। আমি শুধু মা হয়ে থাকতে চাই আর সেটা একমাত্র সুমির মা!

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এরিয়া, রাজশাহী, বাংলাদেশ

অপরাজিতা

মো.আসিফুর রহমান

নীরপুর গ্রামের মাটির কোলে ফুটেছিল অপরাজিতা, যেন এক বুনোফুল, চাঞ্চল্যে ভরা, জীবনের সুরে নাচা। তার শৈশব ছিল খালবিলের গান, নদীর কলতান, আর বন-প্রান্তরের মুক্ত হাওয়া। গ্রামের প্রতিটি পথে তার পায়ের ছাপ, প্রতিটি মানুষের মুখে তার হাসির আলো। মিশুক স্বভাবে সে বাঁধত সকলের হৃদয়, বন্ধুদের সঙ্গে ছুটত নদীর তীরে, সাঁতার কাটত এপার থেকে ওপার। বিকেলের আকাশে তার খেলার হাসি মিশত, আর গ্রামের পথে পথে ছড়িয়ে পড়ত তার জীবনের রং সাধারণ পোশাকে স্কুলে যেত সে, যদিও সবাই দামি পোশাক পরত। কিন্তু অপরাজিতার হৃদয়ে ছিল স্বপ্নের উজ্জ্বলতা, যা কোনো পোশাকের মাপকাঠিতে ধরা যায় না।

তার জীবন ছিল মধ্যবিত্ত সংগ্রামের ক্যানভাস। বাবা রফিক উদ্দিন নীলগঞ্জের এক কোম্পানিতে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। সেই অর্থে চলত সংসার, মিটত পড়াশোনার খরচ, আর দাদা-দাদির চিকিৎসার বোঝা। অভাবের ছায়ায় ঝগড়া-বিবাদ ছিল নিত্য সঙ্গী। তবু অপরাজিতা হাসত, তার হৃদয়ে ছিল স্বপ্নের আলো। স্কুলে সে ছিল মেধাবী, প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হতো, তার নাম জ্বলত সকলের মুখে। কিন্তু একদিন ভাগ্যের পরিহাসে বাংলা বিষয়ে ফেল করল। বন্ধুদের হাসি, দীপ্তর উপহাস তার হৃদয়ে আঘাত হানল।
তবু সে ভাঙল না। জেদ জাগল তার মনে, আর সে ডুবে গেল পড়াশোনার গভীরে।

নিয়মিত ক্লাসে এলো, শিক্ষকের কাছে জানল অজানা, ভুলগুলো শুধরে নিল। আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অপরাজিতা। বার্ষিক পরীক্ষায় আবার প্রথম হলো, আর দীপ্ত ফেল করল এক বিষয়ে। তার পরিশ্রমের ফসল দেখে বাবা-মা খুশিতে আত্মহারা। অপরাজিতার পথ আরও উজ্জ্বল হলো যখন সে নগরের স্বনামধন্য কলেজে ভর্তির সুযোগ পেল। নীরপুরে প্রথম ছিল এমন গর্বের মুহূর্ত। বাবা কষ্ট করে তার পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে গেলেন, আর অপরাজিতার দিনগুলো কাটছিল স্বপ্নের আলোয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম খেলা! এক রাস্তার দুর্ঘটনায় রফিক উদ্দিন চলে গেলেন। সংসারে নেমে এলো, অন্ধকার। রোজগারের পথ বন্ধ, অপরাজিতার কাঁধে চেপে বসল পরিবারের ভার। পড়াশোনার খরচ, সংসারের চাহিদাড়সব যেন তার মাথায় ঝড় তুলল। তবু সে হাল ছাড়ল না। শহরের দেওয়ালে লিফলেট টাঙিয়ে টিউশনির বিজ্ঞাপন দিল, দুটি টিউশনি পেল। কিন্তু তাতেও চাহিদা মিটল না। তাই একটি বাড়িতে কাজ নিল। কখনো না খেয়ে, কখনো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েও সে থামল না। তার হৃদয়ে ছিল স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটার জেদ।

কষ্টের মাঝে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করল, অনার্স শেষ করল। কিন্তু মাস্টার্সে পড়ার সময় এলো বিয়ের প্রস্তাব। মধ্যবিত্ত জীবনের কষ্ট লাঘব করতে সে রাজি হলো। নীল মাস্টার্স পাশ, কিন্তু বেকার আর নেশায় আসক্ত। বিয়ের পর সংসারে অভাবের ছায়া। নীল নেশায় মত্ত হয়ে ফিরত, অপরাজিতার হৃদয়ে জাগত ভয়। খোলা জানালার পাশে বসে সে ভাবত তার কলেজ জীবনের কথা। বাবার মৃত্যুর পর কষ্টে দিন পার করা, না খেয়ে রাত কাটানো-সব যেন আবার ফিরে এসেছে। তার বন্ধু দীপ্ত, যে তাকে উপহাস করত, আজ সরকারি অফিসার। আর সে, প্রথম হওয়া অপরাজিতা, এখনো সংগ্রামের মাঝে।

তবু অপরাজিতা ছিল অপরাজেয়। ছাত্রীজীবনে টিউশনির টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে অনলাইনে ব্যবসা শুরুর স্বপ্ন দেখল। নীলের কাছে প্রস্তাব রাখল, 'আমি ব্যবসা করতে চাই।' নীল প্রথমে অবাক হলো, কিন্তু তার দৃঢ়তা দেখে সম্মতি দিলো। ব্যবসা ভালোই চলছিল। নীল সাহায্য করতে শুরু করল, দুজনে মিলে স্বপ্ন বুনল-স্বাবলম্বী জীবন, সুখের সংসার। কিন্তু ভাগ্য আবার হাসল নির্মম হাসি। এক অনলাইন প্রতারকের ফাঁদে পড়ে তারা সব হারাল। জমানো টাকা, স্বপ্ন-সব নিঃশেষ। অপরাজিতার হৃদয় শূন্য হয়ে গেল, তার বুকজুড়ে শুধু হাহাকার।

ঠিক তখনই আলো হয়ে এলো দীপ্ত। সে দেখল অপরাজিতার জীবনের সংগ্রাম, ছোটবেলার পরিশ্রমী মেয়ে, যে কখনো হারেনি। দীপ্ত নীলকে তার অফিসে কর্মচারী পদে নিয়োগ দিলো। নতুন চাকরি পেয়ে নীলের চোখে জাগল আশা। তারা গুছিয়ে নিল সংসার,

খুশির ঢেউ খেলে গেল অপরাজিতার হৃদয়ে। অফিসের ছুটিতে তারা গ্রামে ফিরল। সেখানে ছিল অপরাজিতার মা আর ছোট ভাই আলভি, দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। আলভি ছিল তার প্রতিচ্ছবি-পড়াশোনায় মনোযোগী, স্বপ্নে উজ্জ্বল। অপরাজিতা তাকে কোলেপিঠে করেছিল, তার পড়াশোনার খরচ বহন করেছিল।

গ্রামে ফিরে অপরাজিতা ঘুরল শৈশবের পথে। কিন্তু মন্টু মিয়ার আমবাগান আর নেই, জমি ভরাট হয়ে গেছে। নদীর যৌবন ম্লান, পলি জমে ভরাট। শাপলার বিল শুধু স্মৃতি। গ্রামের প্রকৃতি বদলে গেছে, তবু তার হৃদয়ে রইল শৈশবের গান। বাড়ি ফিরে সে দেখল, পুরোনো বাড়ি ভেঙে পড়ছে। ফাটল ধরেছে দেওয়ালে, ছাদ নুয়ে এসেছে। নীলের সঙ্গে পরামর্শ করে সে টিউশনি শুরু করল, দর্জির কাজ শিখল। টাকা জমিয়ে, কিছু ঋণ নিয়ে তারা নতুন পাকা বাড়ি তৈরি করল। আনন্দে মেতে উঠল পরিবার, অপরাজিতার হৃদয়ে জাগল প্রশান্তি।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা! প্রবল বন্যা এলো নীরপুরে। নদীর স্রোত মহাবেগে ছুটল, ভাঙনের তাণ্ডব শুরু হলো। কৃষিজমি, বসতবাড়িসব গ্রাস করল রাক্ষসী নদী। অপরাজিতার তিলে তিলে গড়া বাড়িও বিলীন হলো নদীগর্ভে। আলভি আর অপরাজিতা চেয়ে দেখল, তাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারিয়ে গেল। অপরাজিতার হৃদয়ে নিভে গেল আশার শিখা। তবু তার চোখে জ্বলল

অপরাজেয় জেদ। হয়তো সে আবার উঠে দাঁড়াবে, নতুন স্বপ্ন বুনবে, কারণ সে অপরাজিতা-যে কখনো হার মানে না।

ভাঙ্গা,ফরিদপুর

মরিবার হলো তার সাধ

খালিদ নিশাচর

কথাটা কানে আসতেই মুখ তুলে তাকালাম। খুবই তিক্ত একটা বাস্তব কথা বলেছেন আমার সামনে বসা ভদ্রমহিলার দুজনের একজন। দুজনের একজন বলছি, কারণ বোরকাবৃত থাকায় কথাটা ঠিক কোন জন বলেছেন বুঝতে পারিনি।

অটোতে করে লোহাগড়া যাচ্ছি। পৌনে এক ঘণ্টার পথ। সময় কাটানোর জন্য লেখিকা রোমেনা আফরোজের 'দস্যু বনহুর' পড়ছিলাম পিডিএফ-এ। প্রথম গল্পটা শুরু করেই মনে মনে বললাম, এত সুন্দর একটা সিরিজ আগে কেন পড়িনি? এর একটুপর বাজার পেরুলে যে মোড়, সেখান থেকে বোরকাবৃত দুজন ভদ্রমহিলা উঠলেন। এবং উঠেই স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করেছেন। তারা এমনভাবে গল্প করছেন যেন এখানে তৃতীয় কেউ উপস্থিত নেই। প্রবাদে আছে, 'দুই মহিলা যেখানে কলকাতার খবর সেখানে।' তবে এখানে মজার বিষয় হলো, কথার জন্য আমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটার কথা ছিল, তা ঘটছে না। কারণ আমি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ছি যে, ডুবে গেছি গল্পের ভেতর। কিন্তু এই কথাটা শুনতেই কান খাড়া হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা দুজন গল্প করছিলেন তাদের পরিবারের লোকজন আর বিয়ে-শাদি নিয়ে। কথার একপর্যায়ে বোরকাবৃতা দুজনের একজন বললেন, আমাদের জসিম তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। অথচ এখনো বিয়ে-শাদির নামই নিচ্ছে না। পরে বুড়োকালে তারে কে মেয়ে দেবে, বলেন তো? তখন অন্যজন বলে উঠলেন, বিয়র পর কথায় কথায় বউয়ের গায়ে হাত তোলা, ঘরে বউ রেখে পরকীয়া করে বেড়ানো, খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে দুদিন পর সংসার ভাঙার চেয়ে অবিবাহিত থাকাই শ্রেয়।

সত্যি বলতে আল্লাহর আদেশ আর রাসুলের সুন্নাহকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে এসব আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষ যেন পাশবিকতায় পশুর চেয়ে নিষ্ঠুর। ওদিকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় পশ্চিমাদের স্লোগানে মেতে নারীও কম যায় কীসে? দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা উলটালেই কিংবা নেট দুনিয়ায় ঢুকলেই অহরহ এসব চোখে পড়ে। শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যা, পরকীয়া প্রেমিকের হাতে স্বামী খুন, পরকীয়া করতে গিয়ে ধরা... ইত্যাদি ঘটনা যেন দিনদিন চক্রাকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এসব দেখে দেখে আমারা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। চোখ সওয়া সমাজের এমন সব ভয়াবহ চিত্র যেন নিত্যনৈমিত্তিক আর দশটা সাধারণ ঘটনার মতো একটা। তবুও তো এসব সংবাদ হয় বলে আমরা জানতে পারি। আরও কতশত ঘটনা আমাদের চোখের আড়ালে যে ঘটে চলছে, তার হিসাব কে রাখে?

এমন সব ঘটনার মধ্য আজ পর্যন্ত আমার মনে একটা ঘটনাই সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে আছে। ছোটোবেলায় দেখা ঘটনা বলেই হয়তো।

মনে আছে সময়টা গ্রীষ্মের কোনো এক তপ্ত দুপুর। আমাদের উত্তর ঘরের পেছনে যে জারুল গাছটা ছাতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাতে টসটসে পাকা ফলের সমাহার। শাদা শাদা ফলের ভিড়ে গাছটাকে ক্রিসমাস ট্রির মতো মনে হচ্ছে। নিজ হাতে ফল ছিঁড়ে খাব বলে গাছে উঠেছি মাত্র। এমন সময় কারও কান্নাজড়িত কণ্ঠ কানে এলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে

চোখ আটকে গেল চৌরাস্তার ওপরে। এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে এবং দ্রুত পায়ে চৌরাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। গাছের উপর থেকে রাস্তার দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। আমি উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছি কী ঘটে, তা দেখার জন্য। একটু পরে চৌরাস্তার পাকুড় গাছের কাছে আসতেই সেই মহিলা ধুলার মধ্যে বসে পড়ল এবং চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। তা দেখে দু-একজন পথচারী এবং খেতের কাজ শেষে বাড়ি ফেরা কৃষাণ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার জন্য আমিও গাছ থেকে নেমে ছুটে গেলাম তার কাছে। কী হয়েছে? জানতে চাইল কেউ একজন। তখন সেই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে জানাল, একটু আগে তার স্বামী খুবই সামান্য কারণে তাকে প্রচণ্ড মার মেরেছে, ঠিক যেভাবে সাপ মারা হয়

সেভাবে। তাকে মাটিতে ফেলে অনবরত পিটিয়েছে। আশেপাশের সবাই শুধু দেখেছে কেউ একটু বাধা দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

এমন লোমহর্ষক বর্ণনা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। মানুষ এত নিষ্ঠুর কীভাবে হয়? পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বান্ধবীদের ছেড়ে শুধু স্বামীর উপর ভরসা রেখে যে মেয়ে দূরদেশে আসে, কেমন নির্যাতনের ঝড় তার উপর দিয়ে গেলে, এই তপ্ত দুপুরে রাস্তার ধুলিতে গড়াগড়ি করে কাঁদে!

শরীরের ব্যথা ও মনের কষ্টের তীব্রতায় কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি বলছিল, অ-কারণে আমারে এভাবে মারল, আল্লাহ তুমি এর বিচার কইরো। ওর ভিটাতে যেন দুর্বা জন্মে (উজাড় হওয়া বোঝায়)।

সেদিন আমার মা বয়সি ওই মহিলার ব্যথা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, এখন যদি আমি বড়ো হতাম, তবে ওই পশু শ্রেণির পাষাণ্ড লোকটিকে কঠিন শাস্তি দিতাম। ঠিক সেভাবে শাস্তি দিতাম, যেভাবে সে এই মহিলাকে মেরেছে। তাকে বুঝিয়ে দিতাম যে, শুধু যৌন চাহিদা চরিতার্থে রাতের বেলা কাছে আসা, আর বাকি সময় চাকরানির মতো স্ত্রীকে ব্যবহার করাকে সংসার বলে না। এমন যে করে, তাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধিক্কার দিয়েছেন। অন্য জায়গায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে স্ত্রীদের মারধর করতে সাহাবিদের নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহর দাসীদের (স্ত্রীদের) মারবে না।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম) তা ছাড়া কোনো শরিফ মানুষ কি স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারে?

ঘটনাটা মনে পড়লে এখনো আমার চোখ ভিজে ওঠে। খুব ইচ্ছে করে, মৃত্যুর আগে তার সাক্ষাৎ পাই। পাশে বসে বলি, আপনি এখন কেমন আছেন আন্টি?

লোহাগড়া, নড়াইল

আমার দেহ আমার ইচ্ছে

জামাল হোসেন

আমার দেহ আমার ইচ্ছা এই নীতি অনুযায়ী আমরা চলি। আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত মেয়েরা আত্মনির্ভরশীলতার জন্য এই নীতিকে প্রাধান্য দিই। আমি জিন্স পরব না টি-শার্ট পরব, ওড়নাটা বুকের ওপর রাখব, না গলায় প্যাঁচিয়ে রাখব, আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে রুমডেটে যাব কি যাব না—এগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিষয়। তা ছাড়া গনতন্ত্র ও মানবাধিকার এ বিষয়ে আমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে।
আধুনিকতার মধ্যেই নারীদের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রদর্শিত হয়। তোমার মতো আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা ঢিলাঢালা পোশাকে কী আর আছে? এটি বলেই নাফিসা হনহন করে সামনে দিকে এগিয়ে গেল। তার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে ফ্রি মিক্সিং আড্ডা দেওয়া শুরু করল।

পরেরদিন হাফসা ভার্সিটিতে এসে প্রথমেই নাফিসার কাছে গিয়ে বলল, গতকাল তো আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিলে না। কিছু বলার আগেই অন্যত্র চলে গেলে। শোনো, তুমি যে আধুনিকতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকে অধিকার আর ইচ্ছেমতো নিজেকে পরিচালনা করাকে স্বাধীনতা বলছ, সেটির উৎপত্তিস্থলে রূপ-সৌন্দর্যের গুরুত্ব ব্যাপক থাকলেও দিনশেষে তা কিন্তু ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে।

যতক্ষণ তোমার কাছে রূপ লাবণ্য আছে, ততক্ষণ বৈশ্বিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিস্তৃতি তোমাকে জাস্ট প্রোডাক্ট মনে করে। তোমাকে না বরং তোমার রূপ সৌন্দর্যকে খোলামেলা বাজারে ছেড়ে দিয়ে তারা নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। এটির পেছনে পাশ্চাত্যের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই মেয়েদের ওপর থেকে ব্যক্তিগত অধিকারের নামে ধর্মীয় কর্তৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এটির ফলে ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠি ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা যখন কোনো নারী-পুরুষের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, তখন সে নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করে নেয়।
যেমনটা দেখা যায়, সমকামীদের মধ্যে, নারীবাদীদের ও মুক্তচিন্তাধারীদের মধ্যে তারা সমষ্টিবদ্ধ হয়ে দেশি-বিদেশি এনজিও-এজেন্সির সহায়তায় নিজেরাই নিজেদের অধিকার তৈরি করে ধর্মীয় কর্তৃত্বকে বিনাশ করে চলছে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব তো আমাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করতে সম্মতি দেয় না। আমরা কি ধর্মীয় কর্তৃত্বের বেড়াজালে নিজেকে পুরোপুরি আটকে না রেখে ইসলাম পালন করতে পারি না। মানে আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী চলব, সেইসাথে যতটুকু পারি ইসলামকে মানব।
তোমার এ ধারণাটি অবান্তর। কেননা তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য যদি দুই নৌকায় পা রাখ, তাহলে ফলস্বরূপ কোনো নৌকাতেই স্থান পাবে না। তুমি পড়ে যাবে খরস্রোতা নদীর অতল গভীরে এবং শেষমেশ তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার পরিবর্তে জীবনটাই হারাবে।

ঠিক একইভাবে তুমি যদি ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় বিধানকে আংশিক মেনে চলো। আবার আমার দেহ, আমার ইচ্ছা এই ভ্রষ্টনীতি অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করো। তাহলে ঐ দুই নৌকায় পা দেওয়া ব্যক্তির মতো তুমিও খরস্রোতা নদীতে পড়ে মারা যাবে।
তা ছাড়া নাফিসা তুমি বল, ধর্মীয় কর্তৃত্ব তো আমাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করতে সম্মতি দেয় না। এই কথাটি পুরোপুরি অযৌক্তিক। ইসলামে নারীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপূর্ণ অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটি

সাংসারিক জীবনে হোক কিংবা পারিবারিক জীবনে কোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হোক। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার শেখানো অধিকারগুলো এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পন্থা তো কোনোভাবেই মুসলিম নারী পুরুষরা মেনে নেবে না।

পাশ্চাত্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। এজন্য তাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ বাসায় তো তাদের দেখাশোনা করার মতো কোনো ব্যক্তিবর্গ নেই। এভাবে দিনদিন তাদের পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে।

কিন্তু আমরা কি তা করতে পারব? না আমরা জানি হাদিসের সেই আলোকিত বানী, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' পিতা-মাতাগণই সন্তানের জান্নাত ও জাহান্নামের সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেটে ভালো নম্বর পাওয়া গেলে তবেই জান্নাত নসিব হবে।

পাশ্চাত্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী সর্বত্রই নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু দিনশেষে তারাই মা-বাবার সম্পত্তির সমান অধিকার তো দূরের কথা, ন্যায্য অধিকারটুকুও দেয় না।

কিছু গবেষণা পত্রের মতে, অস্ট্রেলিয়ায় বহু প্রজন্মের পারিবারিক খামারগুলো সাধারণত পুত্রদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। একটি জরিপে দেখা গেছে, কন্যাসন্তানদের মাত্র ১০% ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে, বাবা-মা ইচ্ছা করলে তাদের সম্পত্তি যেকোনোভাবে বণ্টন করতে পারেন, যার ফলে অনেক সময় কন্যাসন্তানরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ (NBER)। এর এক গবেষণায় দেখা যায়, পরিবারগুলো প্রায়ই পুত্রদেরকে বেশি সম্পদ দেয় উত্তরাধিকারে।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৬০% বাবা-মা তাদের ছেলে সন্তানদের প্রতি 'উন্নয়নের বিনিয়োগ' (যেমন: জমি, ব্যবসা) করতে আগ্রহী, যেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৩০%। অনেক পরিবারে বিশ্বাস করা হয়, ছেলে সন্তান ভবিষ্যতে পরিবার চালাবে, তাই সম্পত্তি তার জন্য উপযুক্ত।

জার্মানির Max Planck Institute for Social Law and Social Policy–এর এক রিপোর্টে বলা হয়, পিতামাতারা প্রায়শই ছেলেদের অর্থনৈতিকভাবে বেশি সহায়তা করেন। উত্তরাধিকার বণ্টনে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় গড়পড়তায় ১৫-২০% বেশি সম্পদ পান।

Canadian Centre for Policy Alternatives–এর গবেষণা বলছে: পরিবারের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরের সময় প্রায় ৭০% সম্পত্তি ছেলে সন্তানদের দেওয়া হয়। বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবসা বা জমির ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রায়শই বাইরে থাকেন। Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) অনুযায়ী: বয়স্ক পিতামাতাদের মধ্যে যারা উইল তৈরি করেছেন, তাদের মধ্যে ৬৫% ছেলেকেই প্রধান উত্তরাধিকারী করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যে ছেলেদেরকে 'উত্তরসূরি' ও মেয়েদেরকে 'অতিথি' হিসেবে ভাবার প্রবণতাটি স্পষ্ট বিদ্যমান। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পত্তি বণ্টনসহ যাবতীয় পারিবারিক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াবলিতে নারী-পুরুষ উভয়কেই উত্তরসূরি হিসেবে মূল্যায়ন করেছে এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নারীর আত্মত্যাগ

ইবনুল হাফিজ তানভির

২০১৭ সাল সেপ্টেম্বর মাস। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মায়ানমারের আরাকানে চলছে নির্দয় হত্যাযজ্ঞ। শুরুটা হয় আগস্ট মাসের শেষের দিকে। মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ, গোলাবর্ষণ আর পিস্তলের বুলেটের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে কেবলই মুসলমান আর মুসলমান। আরাকান যেন বা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে রীতিমতো।
লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান প্রাণ বাঁচাতে আপন ভিটে মাটি ছেড়ে শত শত মাইল পায়ে দলে মাড়িয়ে রওয়ানা হয়েছে বাংলাদেশের দিকে। ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ শরণার্থী নাফ নদী পেরিয়ে অবস্থান নিয়েছে কক্সবাজার টেকনাফে। বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন। আরও কত শত মানুষ রয়ে গেছে মৃত্যুপুরীতে। দিন রাত কাটে তাদের ভয়ে, আতঙ্কে। এই বুঝি কোনো বোমার আঘাত অথবা বুলেট এসে বিঁধল গায়ে! রক্তের নেশায় মরিয়া নিকৃষ্ট জান্তা বাহিনী।
এদিকে ঢাকা শহরে খবরের কাগজগুলোতে দেখা যায় শুধু রোহিঙ্গা মুসলমানের রক্তের ছাপ!

নির্দয় অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ল আরাকানের পাগান নামক এলাকার মুসলমানদের উপরেও। কোনো এক রাতের কথা, ইশার নামাজ আদায় করে ভয়ে আতঙ্কে খাবার দাবার সেরে সবাই ঘুমুতে যাবে। ঠিক তখনই লাগাতার বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠল সারা পাগাম এলাকা। শুরু হলো নারী, পুরুষ, শিশু আবালবৃদ্ধাবনিতা সকলের দৌড়ঝাঁপ আর এদিক-সেদিক ছোটাছুটি। গর্ভবতী নারীসহ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। নারী পুরুষ শিশু সবার মুখে একই আওয়াজ; জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের ভাই বোনেরা যে দেশের পথ ধরেছে, আমাদেরকেও ধরতে হবে ঠিক সেই পথ। দেরি করা চলবে না। জান্তা বাহিনী ধীরে ধীরে মুসলমানদের সমস্ত ঘর বাড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এগিয়ে আসছে আরও সামনে আরও অনেক কাছে।
সাধ্যে কুলায় মতন আসবাব নিয়ে আপন স্বামীর ঘর থেকে বের হলো সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গর্ভবতী নারী 'কুলসুম'!

পাড়ার অন্যান্য মহিলাদের সাথে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সে-ও পথ ধরল নাফ নদীর দিকে। দেড় সপ্তাহ আগে কুলসুমের স্বামী মারুফকে ধরে নিয়ে যায় নির্দয় জান্তা বাহিনী। এর মধ্যে কোনো হদিস পাওয়া যায়নি তার। দেড় সপ্তাহ পর একদিন আগে হঠাৎ সকালে বাড়ির উঠোনের এক কোনায় পড়ে থাকে মারুফের তরতাজা মরদেহ! দেখে মনে হয়; মারুফ হাসছে। জান্নাতি হাসি! কুকুর সদৃশ এই জান্তা বাহিনী শহিদ করেছে তাকে। মারুফের অপরাধ ছিল; সে এলাকার সকল মুসলিম যুবকদের কাফির জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার দাওয়াত দিত।

কুলসুমের চোখ টলমল করছে বিরহ অশ্রুতে। স্বামী হারানোর বেদনা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। রাতের অন্ধকার। পেটে বাচ্চা নিয়ে গভীর অরণ্য ভেদ করে পায়ে দলে দৌড়িয়ে সামনে এগোচ্ছে কুলসুম। নিজে বাঁচার জন্য নয় বরং গর্ভের সন্তানকে বাঁচাতে। কারণ, এ সন্তান তাদের স্বপ্নের সাধনা। যে করেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। কুলসুম ও মারুফ দম্পতির এটিই প্রথম সন্তান!

দৌড়াচ্ছে কুলসুম। সাথে পাড়ার অন্যান্য মহিলারাও। হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা উঠে কুলসুমের। ক্লান্ত হয়ে যায়। পাড়ার মহিলারা তার মাথায়, চোখে, মুখে পানি ছিটায়। পেছনে নিকৃষ্ট নির্দয় জান্তা বাহিনী পঙ্গপালের ন্যায় ধেয়ে আসছে। এই বুঝি ধরে ফেলল! আবারও একযোগে সবাই দৌড়ায়। গভীর অরণ্য। পাহাড়ি খাদ। টিলা উপটিলা মাড়িয়ে নাফ নদী আর মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে। নদীর ওপারেই নিরাপদ দেশ। বাংলাদেশ।

আকস্মিক কুলসুমের আকাশবিদীর্ণ আর্তচিৎকারে আশপাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। পেটের প্রচণ্ড ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে কুলসুম। নিস্তেজ হয়ে যায় তার শরীর। ইতোমধ্যে যোনিপথ ফেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এতক্ষণ শরীর না চললেও মনের জোরে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে, পাড়ার মহিলাদের সাথে। এখন আর পারছে না। ক্রমশই নীরব হয়ে যাচ্ছে কুলসুম। তার দেহ মাটি কামড়ে ধরেছে। কেউ একজন হাতে থাকা চার্জ লাইট তার দিকে ধরল। কুলসুমের শরীরে আলো পড়া মাত্রই পাড়ার মহিলাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। গর্ভে থাকা বাচ্চা প্রসব

হয়েছে অথচ কেউ টেরই পায়নি! কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। চাঁদের মতো চেহারা। রক্তমাখা শরীর। যেন চোখ জুড়ানো রক্ত জবা!
কুলসুম মন ভরে দেখল আদরের সন্তানকে। ঠিক যেন তার বাবার মতন দেখতে।

ধীরে ধীরে কুলসুমের চোখেমুখে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশই চিরদিনের জন্য নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে! পাড়ার মহিলারা তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আগের মতোই। এহেন মুহূর্তে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে কুলসুম বলে উঠল: তোমরা আমাকে রেখে যাও আর আমার সন্তানকে তোমরা সাথে করে নিয়ে যাও! তোমাদের কাছে আমার চোখের মণিকে আমানত দিলাম। দেখে রেখো তাকে!
পাড়ার মহিলারা কুলসুমকে রেখে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া তার কন্যাসন্তানকে নিয়েই নাফ নদীর দিকে এগিয়ে চলল। গভীর অরণ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল কুলসুমের মরদেহ! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আজ ২৪/৫/২৫ রোজ শনিবার। 'আমার দেশ' পত্রিকা ফেসবুক পেজ মারফত জানাতে পারলাম, আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কচুকাটা করেছে ভারতের প্ল্যান মোতাবেক!
'আমার দেশ' ফেসবুক পেজের ভাষায় সেটার কারণ হলো: ২০১৬ সালের পর থেকে ভারত কালাদান প্রজেক্টে কয়েকশ মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করেছে তাদের সেভেন সিস্টারের জন্য। বিভিন্ন পোর্ট এবং রাস্তাঘাট করে তাদের পূর্বাঞ্চলে সিকিউরিটি বাড়িয়েছে চীনের হুমকিকে মোকাবেলা করার জন্য।

আর ঠিক এ কারণেই ২০১৭ সালে ভারতের প্ল্যান মোতাবেক রোহিঙ্গাদের কচুকাটা করে ওই অঞ্চল থেকে ভিটেমাটি ছাড়া করে। এতকাল আমরা জেনে এসেছি রোহিঙ্গা সমস্যা বার্মার তৈরি, আসলে এটা ভারতের তৈরি।

যে কারণেই জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে বিল উঠলে তারা এবসেন্ট থাকে এবং একবার বিপক্ষে ভোট দেয়। খেয়াল করে দেখুন রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে সারা বিশ্ব, বিশেষ করে আসিয়ানের মুসলিম দেশগুলো এবং ইউরোপ যখন চাপ সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে গিয়ে বার্মাকে চাপে ফেলেছিল, তখন হঠাৎ করেই হাসিনাকে দিয়ে বার্মার জান্তার সাথে একটি চুক্তি করিয়ে ফেলে।

এতে ইউরোপিয়ানদের প্ল্যানে গরম ভাতে ওই চুক্তি ঠান্ডা পানি ঢেলে দেয়। এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক আত্মঘাতী চুক্তি। কিন্তু উপায় তো নাই ভারতকে খুশি করতে হাসিনা সমাধানের দিকে না গিয়ে ১০ লক্ষ রোহিঙ্গার বোঝা বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয় আজীবনের জন্য।

রোহিঙ্গারা যদি আবার ফেরত যায়, তাহলে ভারতের গত দশ বছরের প্ল্যান নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং ভারতের এই কালাদান প্রজেক্ট ভেস্তে যাবে, যদি বাংলাদেশ আমেরিকার সৈন্যদের জায়গা দেয়...।
লিংক:
https://www.facebook.com/61567155065766/posts/pfbid02AfGb6GpMwk8WuiTtoh1kt5pwqa4TbNTPooCU3XRgMhJoxcjCMb1bDJ7PxPayTbPZl/?app=fbl

দামিহা, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

(ভ্রমণ)

“রওয়ানা আলোর পথে”

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী (কাশিয়ানী)

নামাজের সময় মসজিদের মাইকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। শহরের কোলাহল, চাকচিক্য আর ব্যস্ত জীবনের মাঝে অনেকেই হয়তো সে ধ্বনি উপেক্ষা করল, কিন্তু মাহিরের মনে কেমন যেন একটা আলোড়ন উঠল। সে একজন তরুণ ব্যাংকার, আধুনিক জীবনের সকল আরাম-আয়েশ তার আছে, কিন্তু অন্তরে একধরনের শূন্যতা অনুভব করে। নামাজ পড়ে না, ধর্ম মানে না ঠিকঠাক, কিন্তু আজানের সেই সুর যেন তার হৃদয়ে আলতো করে কড়া নাড়ল।

একদিন ছুটির দিনে বন্ধু তাওসিফ এসে বলল, “চলো না, তিন দিনের জন্য তাবলিগে যাই। একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে।” মাহির প্রথমে দ্বিধায় পড়ে, কিন্তু মনটা কেমন জানি আজকাল অস্থির। তাওসিফের কথায় সে রাজি হয়ে গেল। পরদিন সকালে তারা রওনা দিলেন ঢাকার একটি মসজিদ থেকে, একটি জামাতের সঙ্গে। গন্তব্য- একটি ছোটো গ্রাম, যেখানে ধর্মীয় আলোচনা ও দাওয়াতের কাজ চলবে তিন দিনব্যাপী।

গ্রামে পৌঁছে তাদের রাখা হলো একটি পুরোনো কিন্তু পরিপাটি মসজিদে। চারপাশে গ্রাম্য পরিবেশ, খোলা হাওয়া, পাখির ডাক, আর প্রাকৃতিক দৃশ্য-সব মিলিয়ে এক অভাবনীয় প্রশান্তি। শহরের দৌড়ঝাঁপের বাইরে এমন পরিবেশ মাহির আগে কখনো অনুভব করেনি।
প্রথম দিনটি ছিল পরিচিতি ও বয়ানের। এক বুড়ো আলেম, নাম হজরত মাওলানা রহিম সাহেব, তিনি মিম্বর থেকে বললেন, “জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? শুধু উপার্জন? খ্যাতি? নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি?” মাহির চুপচাপ বসে ছিল, কিন্তু ভেতরে ভিতরে তার হৃদয়ে চলছিল একরকম যুদ্ধ। সে বুঝতে পারছিল, মাওলানার প্রতিটি কথা যেন তার নিজের জীবনের কথাই বলছে।

দ্বিতীয় দিন শুরু হলো ফজরের নামাজ দিয়ে। এরপর ছিল মুনাজাত। মাহিরের মুখ বন্ধ, কিন্তু চোখের কোণে জল। সে অনেক বছর পর এমন নির্মল সকাল দেখল, যেখানে মানুষ একসঙ্গে আল্লাহর কাছে মাথা নিচু করছে, নিজের ভুলের জন্য কাঁদছে।
তাদের জামাতকে দায়িত্ব দেওয়া হলো গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে মসজিদে আমন্ত্রণ জানানো। মাহির প্রথমে লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তাওসিফ বলল, “এই দাওয়াত শুধু অন্যদের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জন্যও। এটা আমাদের আত্মশুদ্ধির অংশ।”
তারা ছোটো ছোট কুঁড়েঘরে গিয়ে সালাম জানাল, বিনয় করে দাওয়াত দিল। কেউ হাসিমুখে গ্রহণ করল, কেউ ফিরিয়ে দিল। কিন্তু মাহির এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছিল-মানবতার, নম্রতার, এবং ইসলামের সহজ সৌন্দর্যের।

তৃতীয় রাতে, বয়ানে এক তরুণ আলেম বলেন,ম“আল্লাহ বলেন, ‘হে আত্মা, যে প্রশান্ত হয়েছে, তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে আয়, তুমি সন্তুষ্ট, তিনি সন্তুষ্ট।’” (সুরা ফজর: ২৭-২৮)

এই আয়াত শুনে মাহির চোখ ভিজে গেল। তার জীবনে অনেক কিছু আছে-টাকা, চাকরি, স্ট্যাটাস-কিন্তু প্রশান্তি নেই। আর এই প্রশান্তিই সে খুঁজে পেয়েছে এই তিন দিনের ভ্রমণে।

রাতের তারাভরা আকাশের নিচে মাহির চুপচাপ মসজিদের উঠোনে বসে ছিল। সে নিজেই আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল-মনের কথাগুলো, আফসোসগুলো, অনুতাপগুলো। প্রথমবার সে জানল, কান্না শুধু দুঃখের জন্য নয়, তওবার জন্যও হতে পারে।

তিন দিনশেষে জামাত ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। মাহির মসজিদের দেওয়ালে হাত রেখে বলল,

"এই জায়গা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি এখন জানি, কীভাবে আল্লাহর পথে ফিরতে হয়। আমি ভুল করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর রহমত সীমাহীন।"

ঢাকায় ফিরে মাহির শুধু বাহ্যিকভাবে না, ভেতর থেকে বদলে গেল। সে নিয়মিত নামাজ পড়ে, কুরআন পড়ে, মা-বাবার প্রতি আরও যত্নবান হয়, অফিসে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বন্ধুরা প্রথমে অবাক হয়, কিন্তু পরে তার পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত হয়।

শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

১. আল্লাহর পথে এক কদম এগোলে, তিনি দশ কদম এগিয়ে আসেন: মাহির শুধু তিন দিনের ভ্রমণে বের হয়েছিল, কিন্তু তার আত্মা খুঁজে পেল আল্লাহর আলো।

২. তাবলিগ বা দ্বীনি সফর কেবল দাওয়াতের কাজ নয়, আত্মশুদ্ধির পথ: নিজেকে গড়ার এবং ভুল বুঝতে শেখার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

৩. আসল প্রশান্তি শুধু আল্লাহর স্মরণে: দুনিয়ার সমস্ত সফলতা ও আরাম থাকলেও, হৃদয়ের শান্তি আল্লাহর নিকটতা ছাড়া সম্ভব নয়।

৪. তাওবা ও পরিবর্তন সব সময় সম্ভব: মাহির প্রমাণ করে যে, কেউ যদি সত্যিকারে চাই, আল্লাহ কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন না।

শেষ কথা:

এই কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা যত দূরেই যাই না কেন, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পথ কখনো বন্ধ হয় না। শুধু দরকার একটি আন্তরিক ইচ্ছা ও একটি সৎ পদক্ষেপ।

(রোজনামচা)

চিরতরে নিভে গেল জ্বলতে চাওয়া বাতি

ঈদুল ফিতরের পর ৫ই মে ২০২৪ খ্রি. তারিখটি আমার হৃদয়ে এক অবিস্মরণীয় করুণদিন। হৃদয়াকাশে একধরনের কম্পন সৃষ্টি করে। সেই দিনটির মাঝে লুকিয়ে আছে এক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল ঝরে পড়ার গল্প। এটি শুধু গল্পই নয়, আমার কাছে মনে হয় সম্পূর্ণ অবাস্তব বানোয়াট এক কাহিনি। খালাতো ভাই ছোটো আফিফ নূর ত্বহা, বয়স আনুমানিক পাঁচ-ছয়ের আশেপাশে হবে। সে তো আমার এক আদরের প্রাণের প্রিয় সোহাগী ভাই। আমাকে পেলে সে এতটাই খুশি হতো যে, মনে হতো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। আমার হাতে ভাত খাওয়া, আমার সাথে ঘুমানো, আমার মুখে গল্প শোনা, এভাবে আনন্দে সময় কাটিয়ে দিত আমাকে নিয়ে। হঠাৎ সেদিন কিডনি রোগে আক্রান্ত মামাতো বোন মুস্তারির সাথে তার দেখবালের জন্যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। একদিন হাসপাতালে ছোটো মামার বান্ধবীর কাছ থেকে শুনতে পেলাম–তোমার খালাতো ভাইয়ের জন্য মন জ্বলতেছে, কী হয়েছিল ওর। আমি অদ্ভুতভাবে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল মানে? আমি যখন বাড়ি থেকে আসছি, তখন তো ওর ডেঙ্গু জ্বর (রক্ত শূন্যতা) হয়েছে। এখন কী অবস্থা জানি না। বাসায় আম্মুকে খালামণিকে ফোন দিলাম, কেউ আসল কথা বলল না। মেজো আপুকে ফোন দেওয়ার পর উনি একটু করে বলল, যে, ত্বহা আর নেই। তখন মনে হলো আমাকে কোনো রূপকথার গল্প শোনানো হচ্ছে। বাসায় গিয়ে যখন সত্যি দেখলাম যে চিরচারিতা নিয়ম মত সেই অবুঝ ছোটো শিশুটিকে ও নাকি নির্দয়ভাবে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে চাপা দেওয়া হয়েছে। সে নাকি চোখের আড়াল হয়ে গেছে। তখন মনে হলো যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

আহ ত্বহা! আমি এখন তোমার বাসায় গেলে দেখি সবকিছুই ঠিকঠাক আছে কেবল তুমি নেই। আমার সাথে খুনশুটি কে করবে ? আমার সাথে ঘুমানোর জন্য কান্না কে করবে ? আমার কাছে গল্প শোনার জন্য বায়না কে করবে ? প্লিজ এসো না ,আবার ,আমি এখন অনেক গল্প পড়েছি। অনেক গল্প বলব তোমাকে অনেক,, অনেক,,,,। আমি তো বড়োই অসহায়, নিয়তি বড়োই নিষ্ঠুর, খুবই পাষাণ। স্নেহের প্রিয় ভাইটাকে শেষ বারের মতো বিদায় দিতে পারলাম না, শেষ দেখাটা দেখতে পারলাম না, এমনকি চলে যাওয়ার খবর টা পর্যন্ত শুনতে পেলাম না। প্রিয় ভাই , আমাকে মাফ করে দিয়ো । হাশরের ময়দানে তোমার সেই অভাগি আতমিম আপুকে তোমার পাশে জান্নাতে ডেকে নিও। তোমাকে যেন সারাটি জীবন গল্প বলতে পারি জান্নাতের সবুজ বাগানে বসে বসে।

তাহেরা জান্নাত আতমিম

শিক্ষার্থী, মুনছেহেরিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা কক্সবাজার।

(ভ্রমণ)

“রওয়ানা আলোর পথে”

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী (কাশিয়ানী)

নামাজের সময় মসজিদের মাইকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। শহরের কোলাহল, চাকচিক্য আর ব্যস্ত জীবনের মাঝে অনেকেই হয়তো সে ধ্বনি উপেক্ষা করল, কিন্তু মাহিরের মনে কেমন যেন একটা আলোড়ন উঠল। সে একজন তরুণ ব্যাংকার, আধুনিক জীবনের সকল আরাম-আয়েশ তার আছে, কিন্তু অন্তরে একধরনের শূন্যতা অনুভব করে। নামাজ পড়ে না, ধর্ম মানে না ঠিকঠাক, কিন্তু আজানের সেই সুর যেন তার হৃদয়ে আলতো করে কড়া নাড়ল।

একদিন ছুটির দিনে বন্ধু তাওসিফ এসে বলল, “চলো না, তিন দিনের জন্য তাবলিগে যাই। একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে।” মাহির প্রথমে দ্বিধায় পড়ে, কিন্তু মনটা কেমন জানি আজকাল অস্থির। তাওসিফের কথায় সে রাজি হয়ে গেল। পরদিন সকালে তারা রওনা দিলেন ঢাকার একটি মসজিদ থেকে, একটি জামাতের সঙ্গে। গন্তব্য- একটি ছোটো গ্রাম, যেখানে ধর্মীয় আলোচনা ও দাওয়াতের কাজ চলবে তিন দিনব্যাপী।

গ্রামে পৌঁছে তাদের রাখা হলো একটি পুরোনো কিন্তু পরিপাটি মসজিদে। চারপাশে গ্রাম্য পরিবেশ, খোলা হাওয়া, পাখির ডাক, আর প্রাকৃতিক দৃশ্য-সব মিলিয়ে এক অভাবনীয় প্রশান্তি। শহরের দৌড়ঝাঁপের বাইরে এমন পরিবেশ মাহির আগে কখনো অনুভব করেনি।
প্রথম দিনটি ছিল পরিচিতি ও বয়ানের। এক বুড়ো আলেম, নাম হজরত মাওলানা রহিম সাহেব, তিনি মিম্বর থেকে বললেন, “জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? শুধু উপার্জন? খ্যাতি? নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি?” মাহির চুপচাপ বসে ছিল, কিন্তু ভেতরে ভিতরে তার হৃদয়ে চলছিল একরকম যুদ্ধ। সে বুঝতে পারছিল, মাওলানার প্রতিটি কথা যেন তার নিজের জীবনের কথাই বলছে।

দ্বিতীয় দিন শুরু হলো ফজরের নামাজ দিয়ে। এরপর ছিল মুনাজাত। মাহিরের মুখ বন্ধ, কিন্তু চোখের কোণে জল। সে অনেক বছর পর এমন নির্মল সকাল দেখল, যেখানে মানুষ একসঙ্গে আল্লাহর কাছে মাথা নিচু করছে, নিজের ভুলের জন্য কাঁদছে।
তাদের জামাতকে দায়িত্ব দেওয়া হলো গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে মসজিদে আমন্ত্রণ জানানো। মাহির প্রথমে লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তাওসিফ বলল, “এই দাওয়াত শুধু অন্যদের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জন্যও। এটা আমাদের আত্মশুদ্ধির অংশ।”
তারা ছোটো ছোট কুঁড়েঘরে গিয়ে সালাম জানাল, বিনয় করে দাওয়াত দিল। কেউ হাসিমুখে গ্রহণ করল, কেউ ফিরিয়ে দিল। কিন্তু মাহির এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছিল-মানবতার, নম্রতার, এবং ইসলামের সহজ সৌন্দর্যের।

তৃতীয় রাতে, বয়ানে এক তরুণ আলেম বলেন,ম“আল্লাহ বলেন, ‘হে আত্মা, যে প্রশান্ত হয়েছে, তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে আয়, তুমি সন্তুষ্ট, তিনি সন্তুষ্ট।’” (সুরা ফজর: ২৭-২৮)

এই আয়াত শুনে মাহির চোখ ভিজে গেল। তার জীবনে অনেক কিছু আছে-টাকা, চাকরি, স্ট্যাটাস-কিন্তু প্রশান্তি নেই। আর এই প্রশান্তিই সে খুঁজে পেয়েছে এই তিন দিনের ভ্রমণে।
রাতের তারাভরা আকাশের নিচে মাহির চুপচাপ মসজিদের উঠোনে বসে ছিল। সে নিজেই আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল-মনের কথাগুলো, আফসোসগুলো, অনুতাপগুলো। প্রথমবার সে জানল, কান্না শুধু দুঃখের জন্য নয়, তওবার জন্যও হতে পারে।
তিন দিনশেষে জামাত ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। মাহির মসজিদের দেওয়ালে হাত রেখে বলল,
"এই জায়গা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি এখন জানি, কীভাবে আল্লাহর পথে ফিরতে হয়। আমি ভুল করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর রহমত সীমাহীন।"

ঢাকায় ফিরে মাহির শুধু বাহ্যিকভাবে না, ভেতর থেকে বদলে গেল। সে নিয়মিত নামাজ পড়ে, কুরআন পড়ে, মা-বাবার প্রতি আরও যত্নবান হয়, অফিসে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বন্ধুরা প্রথমে অবাক হয়, কিন্তু পরে তার পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত হয়।

শিক্ষণীয় দিকসমূহ:
১. আল্লাহর পথে এক কদম এগোলে, তিনি দশ কদম এগিয়ে আসেন: মাহির শুধু তিন দিনের ভ্রমণে বের হয়েছিল, কিন্তু তার আত্মা খুঁজে পেল আল্লাহর আলো।
২. তাবলিগ বা দ্বীনি সফর কেবল দাওয়াতের কাজ নয়, আত্মশুদ্ধির পথ: নিজেকে গড়ার এবং ভুল বুঝতে শেখার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।
৩. আসল প্রশান্তি শুধু আল্লাহর স্মরণে: দুনিয়ার সমস্ত সফলতা ও আরাম থাকলেও, হৃদয়ের শান্তি আল্লাহর নিকটতা ছাড়া সম্ভব নয়।
৪. তাওবা ও পরিবর্তন সব সময় সম্ভব: মাহির প্রমাণ করে যে, কেউ যদি সত্যিকারে চাই, আল্লাহ কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন না।

শেষ কথা:
এই কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা যত দূরেই যাই না কেন, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পথ কখনো বন্ধ হয় না। শুধু দরকার একটি আন্তরিক ইচ্ছা ও একটি সৎ পদক্ষেপ।

(রোজনামচা)

চিরতরে নিভে গেল জ্বলতে চাওয়া বাতি

ঈদুল ফিতরের পর ৫ই মে ২০২৪ খ্রি. তারিখটি আমার হৃদয়ে এক অবিস্মরণীয় করুণদিন। হৃদয়াকাশে একধরনের কম্পন সৃষ্টি করে। সেই দিনটির মাঝে লুকিয়ে আছে এক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল ঝরে পড়ার গল্প। এটি শুধু গল্পই নয়, আমার কাছে মনে হয় সম্পূর্ণ অবাস্তব বানোয়াট এক কাহিনি। খালাতো ভাই ছোটো আফিফ নূর ত্বহা, বয়স আনুমানিক পাঁচ-ছয়ের আশেপাশে হবে। সে তো আমার এক আদরের প্রাণের প্রিয় সোহাগী ভাই। আমাকে পেলে সে এতটাই খুশি হতো যে, মনে হতো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। আমার হাতে ভাত খাওয়া, আমার সাথে ঘুমানো, আমার মুখে গল্প শোনা, এভাবে আনন্দে সময় কাটিয়ে দিত আমাকে নিয়ে। হঠাৎ সেদিন কিডনি রোগে আক্রান্ত মামাতো বোন মুস্তারির সাথে তার দেখবালের জন্যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। একদিন হাসপাতালে ছোটো মামার বান্ধবীর কাছ থেকে শুনতে পেলাম–তোমার খালাতো ভাইয়ের জন্য মন জ্বলতেছে, কী হয়েছিল ওর। আমি অদ্ভুতভাবে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল মানে? আমি যখন বাড়ি থেকে আসছি, তখন তো ওর ডেঙ্গু জ্বর (রক্ত শূন্যতা) হয়েছে। এখন কী অবস্থা জানি না। বাসায় আম্মুকে খালামণিকে ফোন দিলাম, কেউ আসল কথা বলল না। মেজো আপুকে ফোন দেওয়ার পর উনি একটু করে বলল, যে, ত্বহা আর নেই। তখন মনে হলো আমাকে কোনো রূপকথার গল্প শোনানো হচ্ছে। বাসায় গিয়ে যখন সত্যি দেখলাম যে চিরচারিতা নিয়ম মত সেই অবুঝ ছোটো শিশুটিকে ও নাকি নির্দয়ভাবে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে চাপা দেওয়া হয়েছে। সে নাকি চোখের আড়াল হয়ে গেছে। তখন মনে হলো যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

আহ ত্বহা! আমি এখন তোমার বাসায় গেলে দেখি সবকিছুই ঠিকঠাক আছে কেবল তুমি নেই। আমার সাথে খুনশুটি কে করবে ? আমার সাথে ঘুমানোর জন্য কান্না কে করবে ? আমার কাছে গল্প শোনার জন্য বায়না কে করবে ? প্লিজ এসো না ,আবার ,আমি এখন অনেক গল্প পড়েছি। অনেক গল্প বলব তোমাকে অনেক,, অনেক,,,,। আমি তো বড়োই অসহায়, নিয়তি বড়োই নিষ্ঠুর, খুবই পাষাণ। স্নেহের প্রিয় ভাইটাকে শেষ বারের মতো বিদায় দিতে পারলাম না, শেষ দেখাটা দেখতে পারলাম না, এমনকি চলে যাওয়ার খবর টা পর্যন্ত শুনতে পেলাম না। প্রিয় ভাই , আমাকে মাফ করে দিয়ো । হাশরের ময়দানে তোমার সেই অভাগি আতমিম আপুকে তোমার পাশে জান্নাতে ডেকে নিও। তোমাকে যেন সারাটি জীবন গল্প বলতে পারি জান্নাতের সবুজ বাগানে বসে বসে।

তাহেরা জান্নাত আতমিম

শিক্ষার্থী, মুনছেহেরিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা কক্সবাজার।

ছড়া কবিতা

নারীর সম্মান

শাহজালাল সুজন

নারীর মূল্য অপরিসীম
ইসলামেতে জানি,
নারী হলো মায়ের তুল্য
ক'জনে তা মানি।

নারীর প্রতি কোমলতা
বলছে মহান রবে,
কুরআনেতে সুরা নিসা
দেখো খুলে তবে।

কলিযুগের কড়াল গ্রাসে
নীতি যাচ্ছে ক্ষয়ে,
নারীরা আজ লাঞ্ছিত হয়
অন্ধ বিবেক সয়ে।

বঞ্চিত হয় পৈতৃক ভিটা
বৈষম্যতা ঘিরে,
ইসলাম প্রীতি প্রয়োগ হলে
আসবে শান্তি ফিরে।

শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা

নারীই মাতা

আব্দুল মোক্তার

যত নারী করো তারই
কদর মায়ের তুল্য,
নারী বিহীন জগত শ্রীহীন
সভ্যতার নেই মূল্য।

বিশ্বে নারী পাহাড় সারি
শত্রু রোধের দেয়াল,
বিপদ আপদ প্রাণ দিয়ে রদ
সন্তানে দেয় খেয়াল।

নারী সাগর দুধের আকর
স্নেহ মায়ার খনি,
নয় বরবাদ বিশ্ব আবাদ
হীরা মুক্তা মণি।

কেউ বলো না সে অবলা
সহ্য গুণের পাত্রী,
যত অন্যায় লোকে চাপায়
বাধ্য সহনধাত্রী।

এসো সবাই সম্মান জানাই
পুরুষের সে সমান,
তাদের হেয় নয় পাথেয়
স্পষ্ট প্রতীয়মান।

রামতারক হাট, তমলুক,
পূর্ব মেদিনীপুর (প:বঙ্গ, ভারত)

মা

মাহবুবা আক্তার তামান্না

মায়ের স্নেহ আদর পেতে
মনটা ভীষণ কাঁদে,
বন্দী আমি এমন সময়
ব্যাস্ততারই ফাঁদে।

সুন্দর এই জীবন পেলাম
মায়ের ত্যাগের ফলে,
হেসে খেলে হলাম বড়
আমার মায়ের কোলে।

বাস্তবতা নিচ্ছি মেনে
কষ্ট হলেও হোক,
মায়ের কোলে যেতে কভু
উথলে উঠে শোক।

সন্ধ্যা কিবা সকাল হলে
মাকে আমি স্মরি,
মা আমার থাকুক ভালো
এই কামনা করি।

ওলামা বাজার, সোনাগাজী, ফেনি

নারী জাতি

রুকাইয়া রহমান

নারী হলো মায়ের জাতি
কেন ভুলে যাও,
নারী জাতির সাহসের গান
সুর মিলিয়ে গাও।

নারী জাতি মহান মানুষ
এই জগৎ মাঝে,
নারী কত নিপুণ সেতো
প্রমাণ পাই কাজে।

নারী এক প্রেরণাদায়ী
জ্বালায় আলোর বাতি,
নারী জাতি দয়ারুপী
ওরা মায়ের জাতি।

জগৎ জুড়ে যত মানব
নারী সবার মূলে,
নারী জাতি দৃঢ়চেতা
কেউ যেওনা ভুলে।

নারী

মাহমুদা আক্তার

নারী তুমি আজও অভিশপ্ত, আজও তুমি অসহায়
তুমি আজও জন্ম নিলে পরিবার করে মুখ ভার,
তুমি বড় হবে খুবই রক্ষণশীল নিয়মনীতি মেনে
তুমি পড়বে, ভাল রেজাল্ট করবে উদ্দেশ্য ভালো বিয়ে।
তুমি সংসারের অশান্তি মুখ বুঁজে সহ্য করলে ভালো
না পারলে মা বাবার শাসনের অভাব ছিল নিশ্চিত।

তুমি কখনো কারো মেয়ে,কারো বউ,কারো মা
জন্মের পর তোমার আশ্রয় বাপের ঘর,
বিয়ের পর স্বামীর ঘর আর পরে ছেলের ঘর
তোমার নিজের কোন নাম নেই,পরিচয় নেই,ঘর নেই।

সমাজ যা-ই বলুক তবু বলবো নারী তুমি মহান
তুমি দশ মাস অব্দি সন্তানকে করেছো গর্ভেধারণ।
অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ সহ্য করে তাকে জন্ম দিয়েছো
এ ধরিত্রীর বুকে তোমার সন্তানকে লালন করেছো।

কখনো হাজারো কষ্টেও তোমার চোখে জল আসেনা
তুমি আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রাখ তোমার শত বেদনা।
তুমিই পার প্রিয়জনের জন্য প্রহর গুণতে,
সব সম্পর্কগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে রাখতে।

তুমি কখনো জননী,কখনো বধু, কখনো ঘরকণ্যা
কখনো স্বরস্বতী,কখনো দশভুজা, কখনো অন্নপূর্ণা।
প্রতিটি রূপেই তুমি অনন্যা,রূপবতী
তুমি শিক্ষিতা, তুমি ঘরে ও বাইরে সফল,গুণবতী।

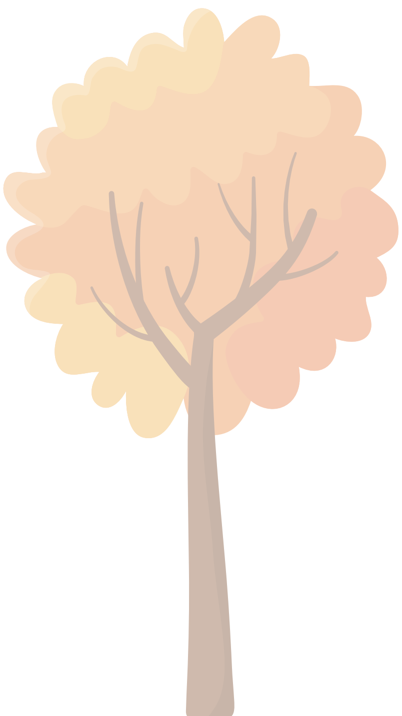

তুমিই পারো তোমার মায়াবী হাতের ছোঁয়ায়
পৃথিবীকে নতুন রঙে রাঙাতে,নতুন রূপে সাজাতে।
প্রয়োজন শুধু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলানো
নারী শুধু নারীই নয়, সে একজন মানুষ।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মোবাশ্বেরা বিনতে মাসউদ

নারী! সে তো শুধু রূপের খেলনা নয়,
সে তো আল্লাহর দেয়া জীবনের আলো, হোক সে যেকোনো বেলায়ই পণ্য।
মা, বোন, বউ, সে আমাদের ভালোবাসার ঠিকানা,
তার স্নেহ ছাড়া জীবন শূন্য, তার মর্যাদা আমাদের গর্বের জানানা।

ইসলাম আসার আগে ছিল নারীর অবহেলা,
কন্যা সন্তান হলে মরতো তার স্বপ্ন, হত নিপীড়নের বেলা।
কিন্তু কোরআন এলে বলল স্পষ্ট কথা,
নারীর সম্মান দিবে আল্লাহ, সে অধিকার পাবে সঠিক রথ।

খাদিজা (রা.) সাহেবা ছিলেন নবীর সহচর,
সাহস আর ভালোবাসায় ছিলেন অনন্য এক মক্তার।
আয়েশা (রা.) শিক্ষিকা, জ্ঞানের মন্দির,
নারী হতে পারে জ্ঞানী, সাহসী, ও মেধাবী ইতিহাসের পাতা।

ফাতিমা (রা.) ছিলেন আদর্শ নারী,
ধৈর্য আর ভক্তিতে ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে।
ইসলাম দিয়েছিল নারীর অধিকার অনেক,
স্বামীর সম্পদে, পিতার সম্পদে তার অধিকার যেন শক্ত অটল।

নারী পুরুষের সঙ্গী, সে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব,
"তোমরা একে অপরের পোশাক", এই বন্ধনই তাদের পরিচয়।
মা হলে জান্নাত তার পা তলায়,
তার স্নেহে গড়ে ওঠে সুন্দর জীবন ও পরম ভালোবাসার পালা।

আজকের সমাজে নারী অনেক কষ্টে থাকে,
কেউ তার সত্তা বুঝে না, কেউ তার মর্যাদা দেয় না।
তবে ইসলাম বলে পর্দা মানে সম্মান,
এটা বাধা নয়, বরং নারীকে দেয় সুরক্ষা ও প্রাণ।

নারী হতে পারে শিক্ষিকা, চিকিৎসক, নেতা,
তবে তার সম্মান রক্ষা করাও আমাদের বড় দায়িত্বে।
চলো আমরা সবাই মিলেমিশে করি প্রচেষ্টা,
নারীর অধিকার রক্ষা করে গড়ে তুলি উন্নত জাতির শক্ত বেলা।

আমি নারী

পিপীলিকা

আমি নারী,
আজ আমি সবকিছু পারি।
এ সমাজের পুরুষের সাথে
কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে চলতে।

আমি নারী,
আমি সূর্যের জ্যোতি
আমি সংগ্রামের অগ্নিশিখা, অদম্য, নির্ভীক।
আমি সাহস, স্বপ্ন ও শক্তির মূর্তি,
আমি ধ্বংস করি আঁধার, আমি সৃষ্টির সুরভি।

আমি নারী,
আমি জ্ঞান, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের আশীর্বাদ,
কলমের অমর কালি, জয়ের সাধ।
আমি মহাকাশের অভিযাত্রী,
দূর নভোমণ্ডলে, প্রযুক্তির অগ্রযাত্রী,

আমি নারী,
আমি চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অধ্যাপিকা,
আমি রাষ্ট্রনায়িকা, উদ্যোক্তা, নীতি নির্ধারক।
আমি কবি, শিল্পী, গীতিকার,
আমি সুরের মূর্ছনা, তুলি ধরে আঁকি অঙ্কার।

আমি নারী,
লড়াই করি সমাজের সব শৃঙ্খল ভেঙে,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই বুক চিতিয়ে।
সাম্যের দাবিতে গর্জে উঠি,
অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাই দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

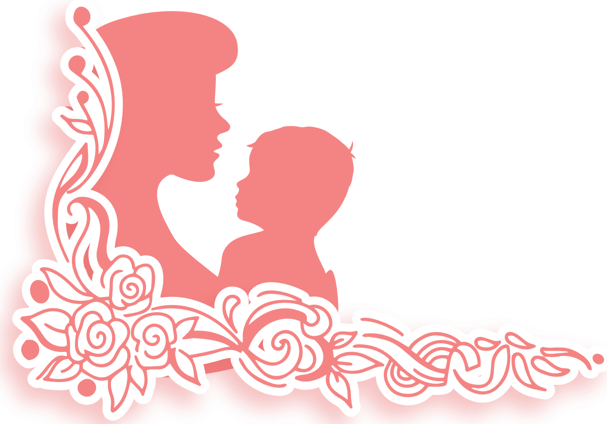

আমি নারী,
আমি আগুনের শিখা, ঝড়ের তাণ্ডব,
নির্যাতিতার কান্না, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।
আমি যুদ্ধজয়ী বীরাঙ্গনা, ইতিহাসের
সাক্ষী,
জয়ধ্বনি তুলতে জানি, আমি বিশ্ব জয়ী।

আমি নারী,
আমি মা, কন্যা, সহধর্মিণী,
আমি পথপ্রদর্শক, সমাজের নির্ভরযাত্রী।
দুঃখী হৃদয়ের সান্ত্বনা, ভালোবাসার ভাষা,
শোকের মাঝে হাসি, সুফলের আশা।

আমি নারী,
আমি কৃষক, শ্রমিক, দেশের কাণ্ডারী,
যুদ্ধের ময়দানে, বিজয়ের রণযাত্রী।
আমি নির্ভীক, অনড়, অটল বিশ্বাস,
জীবনদাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়ী, চির অম্লান
আশ্বাস।

আমি নারী,
আমি থামতে জানি না,
একা পথ চলতে জানি, লক্ষ্য ঠিক রেখে,
জিততে শিখেছি আমি, হারিনি কখনও!

শ্রী রাজু বাসকে
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আমি ধর্ষিতা

জিৎ মন্ডল

যেদিন ওরা জোর করে
আমার ধর্ষণ করেছিল,
সেদিন আমার করুণ চিৎকারে
আকাশ বাতাস স্তব্ধ হয়েছিল
শুধু শান্ত হয়নি ওরা।

আমার রক্তাক্ত শাড়ির আঁচল
মৃদু হাওয়ায় দূলে দূলে বলেছিল
আর নয় নির্মমতা, আর নয় পাশবিকতা
নারীরাও মানুষ।

আমার অর্ধ নগ্ন শরীর দেখে
পথচারী এক কুকুর গন্তব্য ভুলে
কাছে এসেছিল।
আর আমাকে রক্ষার জন্য
বার বার বিভৎস সুরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল।
কিন্তু কোন মানুষ আসেনি।
দূর থেকে কিছু শকুন
কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রক্তের স্বাদ নিতে চেয়েছিল।

অনেক কষ্টে বাড়িতে ফিরে
রক্ত মাখা শরীরে যখন
মায়ের সামনে দাঁড়ালাম,
মা চিৎকার দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল
ওরে হতভাগী
তুই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন হারালি।

কিন্তু আমার দাদা বলেছিল অন্যকথা
দাদা বলেছিল
আজ থেকে সবাই বলবে
এটা ধর্ষিতার পরিবার
আমি ধর্ষিতার দাদা,
এই সমাজে এখন
মুখ দেখানো বড় দায়।

আমি চোখের জলে মাথা নিচু করে
দাদাকে বলেছিলাম,
যে সমাজ একটা নারীর দায় নিতে পারেনা
সমভ্রম রাখতে পারেনা,
সে সমাজ আমি মানিনা।
আর যাহোক সে সমাজে কোন
মানুষ থাকেনা।
সে সমাজে রাজত্ব করে
মনুষত্ব বিকৃত মানুষ নামের কিছু পশু,
অন্ধকারেই যাদের বাস।।

নারীর নাম শ্রদ্ধা

মো.রবিন ইসলাম

সে আলো, সে আগুন, সে স্নেহের ঢেউ,
সে সাহসের গাথা, সে ব্যথার নৌ।
জননী রূপে সে জীবন গড়ে,
ভালোবাসায় জাগায় হৃদয়ের দরোজা।

শরীর নয় শুধু, সে চেতনার শিখা,
সে নিঃশব্দ বেদনায় আশার দিকা।
তার চোখে ঝরে স্বপ্নের ধারা,
তার কণ্ঠে বাজে মুক্তির তারা।

কেন তবে তারে করো অবহেলা?
কেন আঁকো বুকে বঞ্চনার খেলা?
সে-ও তো মানুষ, সে-ও তো আলো,
তাকে দাও সম্মান, দাও ভালোবাসার পালো।

নারী মানে নয় করুণা-চাওয়া,
সে নিজেই সাহস, সে জাগরণের ছায়া।
দাও তার অধিকার, দাও তার ভাষা,
তার পায়ে রেখো না শোষণের বাঁশা।

তবেই গড়বে এক ন্যায়ের সমাজ,
যেখানে থাকবে না অন্যায়ের সাজ।
নারীর নাম হোক সম্মান-গাঁথা-
জীবনের পটে শ্রেষ্ঠ কথা।

তরুণ লেখক ও শিক্ষার্থী

প্রাণনাশ

বাশার আনাম

গরিব বাপের সুন্দরী মেয়ে নামটি তার আলিয়া
বুদ্ধিমতী মেয়ে সে কথা বলে হাসিয়া।
লেখাপড়ায় ভালো সে স্বভাব চরিত্রও ভালো
যে ঘরে যাবে সে, ফুটবে সেই ঘরে আলো।

বাপের স্বপ্ন মেয়েকে বিয়ে দিবে ধুমধাম করে
মেয়ে আমার থাকবে অনেক সুখে স্বামীর ঘরে।
ধুমধাম করে একদিন বিয়ে হলো তার
স্বামী যেন তার কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার।

বিয়ের শুরুতে স্বামী ভালোই ছিল তার
কয়েক বছর পরই পায় দুঃখ উপহার!
দুঃখে মন কান্দে তার নাইতো মন খুশি
যৌতুকের তরে স্বামী তারে, মারে কিল ঘুষি!

স্বামী তারে বলে দেয় সাফ-সাফ কথা
যৌতুকের টাকা না দিলে পেতে হবে ব্যথা।
যৌতুকের টাকা কোথায় পাবে আমার গরিব বাপে
বাপের কাছে ক্যামনে বলবো দুঃখে মন কাপে!

স্বামী আমার মন বুঝে না শুধু চাই পণ
রাতে দিনে মারে, চেয়ে-চেয়ে দেখে লোকজন!
কত স্বপ্ন ছিল আলিয়া থাকবে অনেক সুখে
যৌতুকের কবলে পড়ে এখন, অশ্রু ঝড়ে দু'চোখে!

এক মিনিশে শেষ হলো তার সুখ স্বপ্নবাস
যৌতুকের তরে আলিয়ার হইলো প্রাণনাশ।

শ্রীবরদী, শেরপুর।

নারী

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

হে মুসলিমা!
তুমি আত্মসম্মানী,
তুমি উম্মাহের গর্বিত নারী,
তুমি কিভাবে পারো?
বিধর্মী যুবকের মন খুশিতে
সরাতে আঁচল-শাড়ী।

তুমি না মহীয়সী?
ভবিষ্যত প্রজন্মের সাহসী জননী,
তোমায় কেন দেখবে ওরা?
তুমি তো নও কোন নর্তকি।

হে উম্মে আমারাহ!
তোমার ইজ্জতের মূল্য কি তুমি বুঝোনা?
এক পাশে তোমার আব্রু,
বিপরীতে পুরো জাহান
তবুও তো সমমান হয় না।

হে বিনতে সুমাইয়া!
ইতিহাস কি তোমার কাছে অজানা?
দেখো না! যুগে যুগে ইসলাম
তোমাকে দিয়েছে কত মর্যাদা।

তুমি জন্ম দিবে "ইয়াহইয়া সিনওয়ার
বিন কাসিম আর ইবনে যিয়াদ,
তুমি ইতিহাসে হবে আঁধার তাড়ানো নক্ষত্র
প্রজন্ম জানাবে তোমায় সাধুবাদ।

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

নারী-তবু পথ চলে

মোঃ হাসান মাহমুদ

কৃষ্ণচূড়ার রঙ লেগে আছে
রক্ত-ঘামে মিশে আছে
ওড়নার প্রান্তে
কাঁদো তুমি গোপনে একান্তে।

পথের ধুলো জড়ায়ে অঙ্গে
কাঁচের চুড়ির মতো মন ভাঙে
কতশত স্বপ্ন পাখা মেলে
মুছে যায় আবার সেই চোখের জলে।

ছিন্ন বস্ত্র, দু'মুঠো খাবার ভাসি
তবু মুখে তার হাসি,
টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ছুটে চলে
ছুটে চলে সকালে-বিকেলে।

তবু সে পথ চলে
তার স্বপ্নরা ডানা মেলে
তবু সে লড়ে যায়
ভাগ্য কি তার বদলায়?

ঘামে আর শ্রমে
কভু নাহি সে থমে
মানে না কখনই হার
শেষ হয় না এই পথ চলার।

মিরপুর-১১, পল্লবী, ঢাকা ১২১৬, বাংলাদেশ

আরশের আমানত

আতিয়া মাহজাবিন

আমি নারী-
আমি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার নিখুঁত প্রজ্ঞায় গঠিত,
আল্লাহর হুকুমে আঁকা প্রথম মানবীর প্রতিচ্ছবি।
আমি কেবল লাবণ্যময়ী রূপসীই নই-
আমি একটি অদৃশ্য দীপ্তি,
যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যে প্রতিফলিত।

আমার কাঁধে লেখা ইতিহাসের দুঃসাহসিক বর্ণমালা,
আমি খাদিজা, যিনি প্রথম ঈমানের সাক্ষর এঁকেছিলেন;
আমি ফাতিমা, যাঁর বিনয়েই পবিত্রতা পায় সাহাবিয়াতের
শান।
আমি আয়েশা, জ্ঞান ও হিকমাহর দীপ্ত দীপশিখা,
আমি নুসাইবাহ, যুদ্ধের ময়দানে যিনি তলোয়ার ধরেন কাঁপা
হাতে নয়, ঈমানের দৃঢ়তায়।

তবু জিজ্ঞাসা করি-
এই বিশ্ব কি সত্যিই জানে, কে আমি?
কে রেখেছে আমার মর্যাদার প্রকৃত সংজ্ঞা?
যেখানে আমার লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় পরিহাস,
আর অধিকার পরিণত হয় সহানুভূতির অনুদান!

জানো কি?
আমার পর্দা- কোনো শৃঙ্খল নয়, বরং আত্মমর্যাদার আবরণ,
আমার মৌনতা- দুর্বলতা নয়, বরং সংযমের দীপ্তিময় ভাষ্য।
আমি সেই-
যার গর্ভে নবীরা জন্মে,
যার দো'আয় জাতি গড়ে উঠে,
যার দৃষ্টিতে মিশে থাকে উম্মাহর সাহস।

আমি আরশের আমানত-
জমিনে পাঠানো এক গোপন সৌন্দর্য
যার মর্যাদা নিছক "সমতা"য় নয়-
বরং আল্লাহর বিধানে সংরক্ষিত এক
পবিত্রতা।

তাই হে সমাজ!
জাগো- চোখ মেলে দেখো আমার
আসল রূপ।
আমার কথা নয়, আমার মর্যাদা
বুঝো কুরআনের আয়াতে;
আমার অধিকার রক্ষা করো, যেন তা
হয় খলিফার সুনীতি,
হয় না যেন দুনিয়ার কুটিল রাজনীতি-
তর ভোগ্যসামগ্রী!

আমি নারী-
আমি নই কেবল এক পরিচয়,
আমি এক উম্মাহর গৌরব,
এক সভ্যতার স্তম্ভ,
এক দীপ্ত আরশী নিদর্শন।

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র মাসিক নবীনকণ্ঠ (তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে) প্রতিষ্ঠা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা, মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা. প্রধান সম্পাদক, মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক, সায়েম আহমাদ সম্পাদক, উসমান বিন আ. আলীম নির্বাহী সম্পাদক, বিন-ইয়ামিন সানিম বিভাগীয় সম্পাদক, কাজী মা'রুফ ও রাশেদ নাইব

তত্ত্বাবধানে, মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর, মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী ও আতিকুর রহমান আতিফি ব্যবস্থাপনা

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

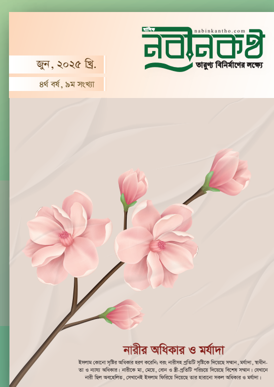

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com

যোগাযোগ: 01789204674